গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

Competition for growth

Bangladesh Competition Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

Bangladesh
Competition
Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৮৩১৫৪৮৫, ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৫৮৩১৫৫৮৭
ই-মেইল : secretary.ccb2012@gmail.com
www.ccb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২ প্রণয়ন কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **মোঃ মফিজুল ইসলাম**
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

পৃষ্ঠপোষক : **জি. এম. সালেহ উদ্দিন**
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ড. এ এফ এম মনজুর কাদির
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

নাসরিন বেগম
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **জি. এম. সালেহ উদ্দিন**
সদস্য, এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সহযোগিতায় : **মোঃ সালাহ উদ্দিন আহাম্মদ**
পরিচালক

নূর মোহাম্মদ মাসুম
পরিচালক

মোঃ জসিম উদ্দীন
উপপরিচালক

মোঃ মাহবুব আলম
উপপরিচালক

তায়েব-উর-রহমান আশিক
উপপরিচালক

সারাওয়াত মেহজাবীন
উপপরিচালক

নূর উদ্দিন যোবায়ের
সহকারী পরিচালক

জাহিদ, মোস্তফা, কবির, আরিফ, মেহেদী, সাগর, সোহাগ, সুরুজ

যোগাযোগ : **মোঃ আব্দুস সবুর**
সচিব
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।
ফোন: ০২-৫৮৩১৫৪৮৫

প্রকাশক : **বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন**

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : **মোঃ আবু ইউসুফ**

মুদ্রণ : **এ্যাডপ্রিন্ট**

‘‘মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার উন্নতি’’

বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী

Competition for growth
Bangladesh Competition Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

টিপু মুনশি, এম পি
বাণিজ্য মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যাবলি ও কার্য সম্পাদন সম্পর্কে একটা সম্যক ধারনা পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের অব্যাহত উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বর্তমান সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য বান্ধব যুগোপযোগী নীতি কৌশল অনন্য ভূমিকা পালন করছে। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে ব্যবসা-বাণিজ্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে বাংলাদেশ অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৫% এবং মাথাপিছু আয় বেড়ে ২৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। সর্বোপরি উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য মতে জিডিপির আকারে বাংলাদেশ এখন ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। দেশের উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখা ও টেকসই করার জন্য ব্যবসা বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন এবং ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। পূর্ণাঙ্গভাবে কমিশন ২০২০ সালে কাজ শুরু করে। প্রতিযোগিতা আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বাজার থেকে সকল প্রকার প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ড নির্মূল হবে এবং উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, আড়তদার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাসহ সাপ্লাই চেইনের সকলের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে।

২০২৬ সালে এলডিসি উত্তরণে আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার প্রণীত রোডম্যাপে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিশনের কার্যক্রম ও আইন বাস্তবায়নের সুফল অংশীজনদের অবহিত করতে কমিশন জাতীয়, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে অংশীজনদের সমন্বয়ে সেমিনার, কর্মশালা ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করে যাচ্ছে। এতে বাজারে প্রতিযোগিতার সুফল বিষয়ে সচেতনতা তৈরিসহ ব্যবসা-বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। কমিশন অনেকগুলো পণ্য ও সেবার বাজার সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে এবং বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত চলছে। এছাড়া, কমিশনের ৩টি প্রবিধানমালা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সম্প্রতি UNCTAD বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা আইনের Voluntary Peer Review কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। বিদ্যমান আইনটিকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করা এবং কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতার স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড নির্মূলে কমিশনের সাহসী ও অগ্রণী ভূমিকা প্রত্যাশা করি। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকার সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আমি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

টিপু মুনশি, এম পি

সিনিয়র সচিব

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সচিবালয়

ঢাকা-১০০০

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন এবং ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। বাজারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি ও ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের লক্ষ্যে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার হচ্ছে দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। বাজার স্থিতিশীল থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়। বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় থাকলে পণ্য এবং সেবার মান ও মূল্য উভয়ই ভোক্তাবান্ধব হয়। পাশাপাশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর ফলে বিপর্যস্ত বাজার ব্যবস্থা, কতিপয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ই-কমার্স সেক্টরের বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ দপ্তর সংস্থাসমূহ বাজারের স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য নিজস্ব অবস্থান হতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনও বাজারের প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কমিশন জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম জোরদার করেছে, কয়েকটি প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করেছে, বেশ কয়েকটি মামলার রায়/আদেশ প্রদান করেছে। কমিশন অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের অনুসন্ধান তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া কমিশন ৬৩ টি পণ্য ও সেবার মার্কেট স্টাডি শুরু করেছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সংস্থাসমূহের সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রমও জোরদার করেছে। কমিশন প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ কে সময়োপযোগী ও অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে UNCTAD এর মাধ্যমে আইনের Voluntary Peer Review কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়া কমিশনের করণীয় এবং অগ্রাধিকার যথাযথভাবে চিহ্নিত করেছে। কমিশনের এ সকল অর্জন ও উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে। কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহে Competition Compliance Program (CCP) চালুর উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। কমিশনের চলমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

আশা করা যায়, প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের মাধ্যমে বাজার থেকে সব ধরনের প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড নির্মূল হবে, ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ঘটবে, বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত হবে, ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং তাঁরা সুলভ মূল্যে উন্নতমানের পণ্য ও সেবা পাবেন। একই সঙ্গে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, পণ্য ও সেবায় নতুন নতুন উদ্ভাবন ঘটবে, উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়বে, দেশে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, যা এসডিজি ২০৩০ ও ভিশন ২০৪১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আমি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

তপন কান্তি ঘোষ

Bangladesh Competition Commission

চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি ও ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার ইত্যাদি প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করা এ আইনের মূল লক্ষ্য। বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন ও সম্পৃক্তকরণ এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা একটি শক্তিশালী ও কার্যকর হাতিয়ার। যে কোনো দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেশের গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জিডিপিতে ২-৩% প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং প্রায় এক পঞ্চমাংশ মূল্য সাশ্রয় করা সম্ভব।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকলে বাজার ব্যবস্থায় পণ্য ও সেবার উৎপাদনে সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়, পণ্য এবং সেবার মূল্য ও মান ভোক্তাবান্ধব হয়, উদ্ভাবনী ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত হয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ২০২৬ সালে এলডিসি উত্তরণে আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, ২০৩০ সালের এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রুপান্তরের অগ্রযাত্রায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কমিশন জাতীয়, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করছে। পণ্য ও সেবা উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহে Competition Compliance Program (CCP) চালু করার প্রাথমিক কার্যক্রমও কমিশন শুরু করেছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাজার সম্পর্কে সার্বিক ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য প্রয়োজন সকল প্রকার পণ্য ও সেবার বাজারের একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভাণ্ডার। এ লক্ষ্যে কমিশন ৬৩টি পণ্য ও সেবার বাজারের উপর সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যে ১০ টি পণ্যের সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

কমিশন নব নিয়োগকৃত নিজস্ব জনবলের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। কমিশন ১০ টি মামলার চূড়ান্ত রায় প্রদান করেছে, ১৮ টি মামলার শুনানী চলছে, ২৬টি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজ চলছে। তিনটি প্রবিধানমালা সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সম্প্রতি কমিশন UNCTAD এর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review সম্পন্ন করেছে এবং জেনেভায় IGE এর ২০ তম অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ কে যুগোপযোগী এবং কার্যকর করা এবং কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কমিশনের কার্যক্রম বিস্তৃত করার লক্ষ্যে জাপান প্রতিযোগিতা কমিশন (JFTC) এবং কোরিয়া প্রতিযোগিতা কমিশন (KFTC) এর সঙ্গে MoU স্বাক্ষরের কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের সাথে MoU স্বাক্ষরের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কমিশনকে কার্যকর ও গতিশীল করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতার জন্য মাননীয় মন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত কমিশনের সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ মফিজুল ইসলাম

Bangladesh Competition Commission

সদস্য

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন একটি বিচারিক ক্ষমতাসম্পন্ন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

আইনের ৩৯ ধারা অনুযায়ী কমিশন প্রতি অর্থবছরের বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে থাকে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট, আইনের উল্লেখযোগ্য ধারা ও বৈশিষ্ট্য, কমিশনের গঠন/কাঠামো ও কার্যাবলী, বিভাগ ভিত্তিক সম্পাদিত কার্যক্রম, বিভাগ ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, কমিশনের উল্লেখযোগ্য অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় সমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য। বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে কতিপয় অসাধু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পণ্য ও সেবা থেকে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ নিয়ে থাকে। বাজারকে ব্যবসা-বান্ধব ও ভোক্তা বান্ধব করার লক্ষ্যে কমিশন সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এ সময়ে কমিশন নিজস্ব জনবলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে, রাজধানীসহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ১২ টি অবহিতকরণ সেমিনার ও মতবিনিময় সভা করেছে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সারাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে ০৮ টি সভা করেছে। এছাড়া কমিশনের ০১ টি প্রবিধানমালা গেজেট আকারে প্রকাশের অপেক্ষায় এবং ০২ টি প্রবিধানমালা সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। জোটবদ্ধতা বিষয়ক প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ সময়ে কমিশন ১০ টি মামলার আদেশ/রায় প্রদান করেছে, ১৮ টি মামলার শুনানী চলছে, ২৬ টি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম চলছে। কমিশন বিভিন্ন পণ্য ও সেবার তথ্যভান্ডার তৈরীর কাজ শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে ৬৩ টি পণ্য ও সেবার বাজার সমীক্ষা (Market Study) শুরু হয়েছে; তন্মধ্যে ১০ টির সমীক্ষা শেষ হয়েছে।

কমিশন UNCTAD, OECD, ICN সহ বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ভার্চুয়াল সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সমসাময়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি কোভিড-১৯ জনিত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কর্মকৌশল বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে। কমিশন ১৩ টি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা কমিশনের বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান এবং ICN এর ৫ টি ওয়ার্কিং গ্রুপের Work Products পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের জন্য অনুসরণযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করেছে। এছাড়াও কমিশন অনুসন্ধান ও তদন্ত নির্দেশিকার খসড়া প্রণয়ন করেছে। বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য Competition Compliance Program চালু কমিশনের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

কমিশন অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা এবং গাইডলাইন প্রণয়নের কাজও শুরু করেছে। বর্তমান ও আগামীর চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাসের কাজও শুরু হয়েছে। UNCTAD এর সহযোগিতায় প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Peer Review এর কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই Japan Fair Trade Commission (JFTC) এবং Korea Fair Trade Commission (KFTC) এর সঙ্গে কমিশনের সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গেও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

প্রতিযোগিতা আইনের সুফল লাভের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বত্র প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক এ্যাডভোকেসি ও প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক উত্তম চর্চা এবং নতুন নতুন কর্মকৌশলগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। প্রচলিত ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি ক্রমবিকাশমান ই-কমার্স খাতে নতুন নতুন উপায় ও কৌশলের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডসমূহ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কমিশনের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। UNCTAD কর্তৃক আইনের Voluntary Peer Review Report এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইনটিকে যুগোপযোগী ও অধিকতর কার্যকর করতে এবং কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য কমিশনের অনেক সহকর্মী নিরলসভাবে কাজ করেছেন। আমি সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জি.এম. সালেহ উদ্দিন

সূচিপত্র

ক্রমিকনং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	হস্তান্তরপত্র	১৩
	প্রথম অধ্যায়	
	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২	
১.১	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট	১৫
১.২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি	১৫
১.৩	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য	১৫
১.৪	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ	১৬
১.৫	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দণ্ড, রিভিউ ও আপিল	১৭
১.৬	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ	১৮
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	কমিশন সংক্রান্ত	
২.১	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা	১৯
২.২	কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য	১৯
২.৩	কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯
২.৪	কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ	২০
	তৃতীয় অধ্যায়	
	অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিযোগিতা আইনের ভূমিকা ও প্রভাব	
৩.১	প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব	২২
৩.২	গবেষণালব্ধ ফলাফল	২৩
	চতুর্থ অধ্যায়	
	বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম	
৪.১	প্রশাসনিক কার্যক্রম	২৫
৪.১.১	কমিশন সভা	২৫
৪.১.২	বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো	২৫
৪.১.৩	মঞ্জুরীকৃত ও বর্তমানে কর্মরত পদসংখ্যা	২৬
৪.১.৪	প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো	২৭
৪.১.৫	নতুন প্রস্তাবিত পদসংখ্যা	২৭
৪.১.৬	নতুন পদের যৌক্তিকতা	২৮
৪.১.৭	প্রেষণে/সংযুক্তিতে কর্মরত কর্মকর্তা	২৮
৪.১.৮	কমিশনের স্থায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ	২৯
৪.১.৯	কমিশনের স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ	২৯
৪.১.১০	কমিশনের আউটসোর্সিং কর্মচারী নিয়োগ	২৯
৪.১.১১	কমিশনের বেসরকারি উপদেষ্টা নিয়োগ	২৯
৪.১.১২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩০
৪.২	কমিশনের আর্থিক কার্যক্রম	৩৫
৪.২.১	বাজেট বরাদ্দ	৩৫
৪.২.২	ক্রয় পরিকল্পনা	৩৫
৪.২.৩	ক্রয় কার্যক্রম	৩৫
৪.৩	অডিট	৩৬
৪.৪	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল	৩৬
৪.৫	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা	৩৭

পঞ্চম অধ্যায়

এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

৫.১ এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম: সেমিনার, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, ইত্যাদি ৩৮
৫.১.১ "প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে Economic Reporters Forum এর ভূমিকা" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন ৩৮
৫.১.২ "পটুয়াখালী জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অবহিতকরণ সভা" আয়োজন ৩৯
৫.১.৩ "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক বরিশাল বিভাগীয় সেমিনার ৪০
৫.১.৪ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ক ঢাকা বিভাগীয় সেমিনার ৪১
৫.১.৫ "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক খুলনা বিভাগীয় সেমিনার আয়োজন ৪২
৫.১.৬ UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review সংক্রান্ত সভা আয়োজন ৪৪
৫.১.৭ "ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন ৪৪
৫.১.৮ প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সচেতন করা এবং যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরামর্শ সভা আয়োজন ৪৬
৫.১.৯ "Role of Different Ministries/Divisions And Regulatory Bodies in Implementing Competition Law And Policy" শীর্ষক সেমিনার ৪৭
৫.১.১০ "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনার ৪৯
৫.১.১১ "বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সংস্থাসমূহের আইন পর্যালোচনাপূর্বক উত্তম অনুশীলনসমূহ চিহ্নিতকরণ বিষয়ক" সেমিনার ৫০
৫.১.১২ "Workshop on ICN Work Products" শীর্ষক কর্মশালা ৫১
৫.১.১৩ প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত গণবিজ্ঞপ্তিসমূহ ৫২
৫.১.১৪ টেলিভিশন ইন্টারভিউ/টকশোতে অংশগ্রহণ ৫২
৫.১.১৫ প্রতিযোগিতা সাময়িকী প্রকাশ ৫৩
৫.২ পলিসি বিশ্লেষণ ৫৩
৫.২.১ ইন্দোনেশিয়া ৫৩
৫.২.১ ফ্রান্স ৫৩
৫.২.৩ ভিয়েতনাম ৫৪
৫.২.৪ কানাডা ৫৪
৫.২.৫ কেনিয়া ৫৪
৫.২.৬ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫৫
৫.২.৭ সিঙ্গাপুর ৫৫
৫.২.৮ ফিলিপাইন ৫৫
৫.২.৯ মালয়েশিয়া ৫৬
৫.২.১০ দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৬
৫.২.১১ যুক্তরাজ্য ৫৬
৫.২.১২ পাকিস্তান ৫৭
৫.২.১৩ ইউরোপীয় কমিশন ৫৭
৫.৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ৫৭
৫.৩.১ প্রতিযোগিতা পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সংস্থা: UNCTAD, OECD, ICN ৫৭
৫.৩.২ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যক্রম ৫৮
৫.৩.৩ UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review কার্যক্রম ৬১
৫.৩.৪ কমিশনের কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ৬২
৫.৪ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ

৬.১ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে সম্ভাব্য কার্টেল প্রতিরোধের লক্ষ্যে আয়োজিত সভা ৬৫
৬.১.১ ভোজ্য তেলের বাজারে সাম্প্রতিককালে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান সংক্রান্ত সভা ৬৫
৬.১.২ চিনির বাজারে সাম্প্রতিককালে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ উদঘাটন সংক্রান্ত সভা ৬৫
৬.১.৩ ই-কর্মাস সেক্টরের সাম্প্রতিক কার্যক্রম সংক্রান্ত সভা ৬৬
৬.১.৪ রাসায়নিক সারের বাজারে কৃত্রিম সংকটের কারণ অনুসন্ধান ও কার্টেলের অস্তিত্ব পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা ৬৬
৬.১.৫ "মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ও বিমানের টিকিট সিন্ডিকেট বন্ধের দাবি" সংক্রান্ত সভা ৬৭
৬.১.৬ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর সাথে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর সম্পর্কিত মতবিনিময় সভা ৬৭
৬.১.৭ ভোজ্য তেলের বাজার পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা ৬৮
৬.১.৮ BIWTA ও লঞ্চ মালিক সমিতিসহ সকল অংশীজন সমন্বয়ে আয়োজিত সভা ৬৮
৬.২ ডাটাবেইজ তৈরি/প্রণয়ন ৬৯
৬.৩ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ৭৬

সপ্তম অধ্যায়

আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগের কার্যক্রম

৭.১ ২০২১-২২ অর্থবছরে স্বপ্রণোদিত এবং দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ ৭৮
৭.১.১ স্বপ্রণোদিত মামলা ৭৮
৭.১.২ দায়েরকৃত মামলা ৭৮
৭.১.৩ নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্রসার ৭৮
৭.১.৪ অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ও বর্তমান অবস্থা ৭৯
৭.১.৫ কমিশনের সম্মুখে অনিষ্পন্ন এবং চলমান মামলাসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্রসার ৮০
৭.১.৬ নিষ্পত্তিকৃত কতিপয় মামলার অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্রার্থিত প্রতিকার ও সিদ্ধান্ত ৮৩
৭.২ কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল এবং আপিল মামলায় প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য ৮৮
৭.৩ কমিশনের বিরুদ্ধে আনীত মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে চলমান রিট পিটিশন এবং কোম্পানি ম্যাটার সংক্রান্ত তথ্য ৮৮
৭.৪ বিধিমালা ও প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন ও উহা চূড়ান্তকরণ ৯১
৭.৪.১ বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র ৯১
৭.৪.২ প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র ৯২
৭.৪.৩ কমিশন কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রবিধানমালা ৯২
৭.৪.৪ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষাধীন বিধিমালা ও প্রবিধানমালা ৯২
৭.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট হতে মতামত সংগ্রহ ৯২
৭.৬ বিভিন্ন মামলায় প্রাপ্ত আদায়কৃত ফি সংক্রান্ত তথ্য ৯৩
৭.৬.১ বিভিন্ন আদেশ, তদন্ত প্রতিবেদন, ইত্যাদির সার্টিফাইড কপি পক্ষ/পক্ষবৃন্দ বরাবরে সরবরাহ করার লক্ষ্যে আদায়কৃত ফি ৯৩
৭.৬.২ কোর্ট ফি সংক্রান্ত তথ্য ৯৪
৭.৭ ২০২২-২৩ সালের কর্মপরিকল্পনা ৯৪

অষ্টম অধ্যায়

অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ

৮.১ ভূমিকা ৯৭
৮.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম ৯৭
৮.২.১ চলমান অনুসন্ধান তালিকা ৯৭

৮.২.২ দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন তালিকা ৯৯
৮.২.৩ নথিজাতকৃত অনুসন্ধানের তালিকা ৯৯
৮.৩ তদন্ত কার্যক্রম ৯৯
৮.৩.১ চলমান তদন্তের তালিকা ১০০
৮.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ১০১
৮.৫ একনজরে খসড়া "অনুসন্ধান ও তদন্ত" গাইডলাইন ১০১
৮.৫.১ "অনুসন্ধান ও তদন্ত নির্দেশিকা" এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ১০১
৮.৫.২ উপসংহার ১০৬

নবম অধ্যায়
কমিশনের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

৯.১ কমিশনের অর্জন ১০৭
৯.২ চ্যালেঞ্জ ১০৭
৯.২.১ দেশব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিযোগিতা সংস্কৃতি গড়ে তোলা ১০৭
৯.২.২ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ১০৮
৯.২.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ১০৮
৯.২.৪ তথ্য ভান্ডার স্থাপন ১০৮
৯.২.৫ ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড মোকাবিলা ১০৮
৯.২.৬ ফরেনসিক এনালিসিস, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত টুলস প্রণয়ন ১০৮
৯.৩ করণীয় ১০৮
৯.৩.১ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন ১০৮
৯.৩.২ বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন ১০৮
৯.৩.৩ জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণ ১০৮
৯.৩.৪ জনবলের উত্তম প্রশিক্ষণ ১০৮
৯.৩.৫ দেশব্যাপী এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম জোরদারকরণ ১০৮
৯.৩.৬ কমিশনের নিজস্ব হটলাইন চালু করা ১০৮
৯.৩.৭ তথ্য ভাণ্ডার স্থাপন ১০৯
৯.৩.৮ মার্কেট মনিটরিং চালুকরণ ১০৯
৯.৩.৯ অনুসন্ধান ও তদন্ত গাইডলাইন প্রণয়ন ১০৯
৯.৩.১০ "Competition Compliance Guideline/ Manual for Enterprises" প্রণয়ন: ১০৯
৯.৩.১১ বাজার নির্ধারণ (Market Definition) সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরি ১০৯
৯.৩.১২ কর্তৃত্বময় অবস্থান ও মার্জার-একুইজিশনের Threshold নির্ধারণ ১০৯
৯.৩.১৩ ডিজিটাল ইকোনোমির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ১০৯
৯.৩.১৪ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন ১০৯
৯.৩.১৫ সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের সাথে কার্যক্রম বৃদ্ধি ১০৯
৯.৩.১৬ নিজস্ব ভবন তৈরী ১০৯
৯.৩.১৭ "Strengthening of the Bangladesh Competition Commission" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন ১০৯

দশম অধ্যায়
বিবিধ

১০.১ মুজিব কর্নার ১১০
১০.২ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ১১০
১০.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও জিআরএস ১১১
১০.৪ কোভিড-১৯ সময়কালীন কমিশনের কার্যক্রম ১১১
১০.৫ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি ১১১

হস্তান্তরপত্র

তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
জনাব মোঃ আবদুল হামিদ
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এর ৩৯ ধারায় অর্থবছর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। সে অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আপনার কাছে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। উল্লিখিত আইনের বিধান অনুসারে প্রতিবেদনটি মহান জাতীয় সংসদে সদয় উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজ, সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্য এবং কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে কোনো বিভ্রান্তিমূলক কিংবা ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হলে এবং পরবর্তীকালে সেটি উদঘাটিত হলে মহোদয়কে তা অবহিত করা হবে।

আমরা মহোদয়কে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত রাখবে।

গভীর শ্রদ্ধান্তে

মোঃ মফিজুল ইসলাম
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

জি. এম. সালেহ উদ্দিন
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ড. এ এফ এম মনজুর কাদির
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

নাসরিন বেগম
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

প্রথম অধ্যায়

১. প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২

১.১ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সনে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করে। প্রতিযোগিতামূলক বাজার হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। বাজার স্থিতিশীল থাকলে উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়।

বাজারকে অস্থিতিশীল করতে যে সকল অসাধু পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো একচেটিয়া (Monopoly) ব্যবসা। একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধে স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে "Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance, 1970 (Ord. V of 1970)" প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ অধ্যাদেশটি বলবৎ থাকলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তেমন কোনো দৃশ্যমান কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। ফলশ্রুতিতে বাজারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারসহ প্রতিযোগিতা বিরোধী অন্যান্য কর্মকান্ড বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ সকল সমস্যা নিরসনে সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনে। পাশাপাশি দেশে সিভিল সোসাইটি ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপিত হয়।

এ পটভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত ২১ জুন ২০১২ তারিখে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) প্রণয়ন করে। আইনটি ১৭ জুন, ২০১২ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। উল্লেখ্য, পৃথিবীর ১৪০টিরও বেশী দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর রয়েছে। দেশে বিনিয়োগ এবং দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সহ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ আইন একটি মাইলফলক।

১.২ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর মূলভিত্তি মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে অনুসৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদসমূহে অনুপ্রাণিত হয়েই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধানে সরাসরি প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত কোনো অনুচ্ছেদ না থাকলেও কয়েকটি অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক সাম্য, সম্পদের সুষম বণ্টন ও শোষণমুক্ত ন্যায়ানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১০: "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"।

অনুচ্ছেদ ১৯ (২): "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে"।

অনুচ্ছেদ ৪২ (১): "আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে"।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের এ সকল নির্দেশনা প্রতিযোগিতা আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি।

১.৩ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য

প্রতিযোগিতা আইনের প্রস্তাবনায় এর লক্ষ্য বিধৃত রয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করিবার, নিশ্চিত ও বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগোপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা।

১.৪ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আইন। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রে এ আইনটি একটি মাইলফলক। কোম্পানী আইন, চুক্তিআইন, পন্য ক্রয়-বিক্রয় আইন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রভৃতি আইন বাংলাদেশে বিদ্যমান থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, জোটবদ্ধতা, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার, অনৈতিক উদ্দেশ্যে বাজারে মনোপলি ও ওলিগোপলি অবস্থার সৃষ্টি রোধ করার ক্ষেত্রে নীতিমালা বা আইনের অনুপস্থিতি ছিল। এ সকল অসাধু কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ/নির্মূল করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে মোট ৭টি অধ্যায় ও ৪৬টি ধারা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ধারা-১ : **আইনের শিরোনাম প্রর্বতন;**

ধারা-২ : **সংজ্ঞা;**

ধারা-৫-৭ : **কমিশনের প্রতিষ্ঠা ও গঠনঃ** আইনের এ ধারাগুলোতে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা ও গঠন এবং কমিশনের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কমিশনের সদস্যগণকে আইন, অর্থনীতি ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

ধারা-৮ : **কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ** এ ধারায় কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে।

ধারা-৯ : **চেয়ারপার্সন ও সদস্যের অপসারণঃ** এ ধারায় সরকার কর্তৃক চেয়ারপার্সন বা কোনো সদস্যকে তার পদ হতে অপসারণের বিধান রাখা হয়েছে।

ধারা-১০ : **চেয়ারপার্সন ও সদস্যেগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদিঃ** এ ধারায় সরকার কর্তৃক চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্ধারণের বিধান রাখা হয়েছে।

ধারা-১১ : **কমিশনের সভাঃ** প্রতি ৪ মাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

ধারা-১৫ : এ ধারায় প্রতিযোগিতা বিরোধী বিভিন্ন চুক্তি ও কার্যকলাপের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

ধারা-১৬ : এ ধারায় কর্তৃত্বময় অবস্থান (Dominant Position) এর অপব্যবহারের বর্ণনা প্রদানসহ উহা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা-১৭-১৯ : এ ধারাসমূহে অভিযোগ, তদন্ত, আদেশ ইত্যাদি বিষয়ক কার্যক্রম সর্ম্পকে বলা হয়েছে। ধারা-১৯ এ কমিশনকে অন্তবর্তীকালীন আদেশ জারির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

ধারা-২০ : প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পাদন বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ ও পরিমাণ সর্ম্পকে বলা হয়েছে।

ধারা-২১ : এ ধারায় জোটবদ্ধতা অনুমোদন এবং প্রতিযোগিতার উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা-২২ : এ ধারায় বাংলাদেশের বাহিরে সংঘটিত প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ডের বিষয়ে তদন্তের বিধান রয়েছে।

ধারা-২৪ : কমিশনের আদেশ লঙ্ঘনকারীকে এক বছর কারাদন্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে।

ধারা-২৮ : এ ধারায় কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কমিশনের পাওনা আদায়ের বিধান রাখা হয়েছে।

ধারা-২৯-৩০ : কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রাপ্তির ৩০দিনের মধ্যে কমিশনের আদেশ পুনর্বিবেচনা অথবা সরকারের নিকট আপিল করার বিধান এ ধারাসমূহে বিধৃত করা হয়েছে।

ধারা-৩১ : এ ধারায় কমিশনের তহবিল গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ধারা-৩৩ : কমিশনের বার্ষিক বাজেট বিবরণী।

ধারা-৩৭ : নীতিগত প্রশ্নে সরকার কর্তৃক কমিশনকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।

ধারা-৩৯ : **বার্ষিক প্রতিবেদন:** প্রতি অর্থবছর সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে কমিশন পূর্ববর্তী অর্থবছরের কার্যাবলী সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবে।

ধারা-৪০ : কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারী জনসেবক বলে গণ্য হবে।

ধারা-৪৩ : **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:** সরকার এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা-৪৪ : **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা:** আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা-৪৬ : এ আইন দ্বারা Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance,1970 (Ord.V of 1970) রহিত করে আইন প্রবর্তনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের হেফাজত করা হয়েছে।

১.৫ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দণ্ড, রিভিউ ও আপিল

প্রতিযোগিতা আইনটি মূলত দেওয়ানী প্রকৃতির হলেও ক্ষেত্র বিশেষে ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণের বিধানও রয়েছে।

(১) বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থি অনুশীলনগুলি যথাঃ যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগোপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত যে কোনো এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে:

(ক) কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিগত ০৩ (তিন) অর্থ বছরের গড় টার্নওভারের ১০% এর বেশী নয়, কমিশনের বিবেচনায় উপযুক্ত যে কোনো পরিমাণ প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(খ) কোনো কার্টেল সংঘটিত হলে উক্ত কার্টেলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে উক্তরূপ চুক্তির ফলে অর্জিত মুনাফার ০৩ (তিন) গুণ অথবা বিগত ০৩ (তিন) অর্থ বছরের গড় টার্নওভারের ১০%, যা বেশী হয়, এরূপ প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(গ) (ক) এবং (খ)-তে উল্লিখিত পরিমাণ প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা প্রদানে কোনো ব্যক্তি ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড প্রদান করা যাবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এ আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশনা, আরোপিত কোনো শর্ত বা বিধিনিষেধ বা প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত লংঘন করে তাহলে তা এ আইনের অধীনে একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন;

(৩) চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত কোনো নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তি অমান্য করলে তা এ আইনের অধীন একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে;

(৪) কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কমিশনের আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত আবেদন ফি প্রদানপূর্বক পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট বা আপিলের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করতে পারবে;

(৫) পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে জরিমানাকৃত অর্থের ১০% কমিশনের নিকট এবং আপিলের ক্ষেত্রে ২৫% অর্থ সরকারের নিকট জমাদানপূর্বক আবেদন করা যাবে;

(৬) রিভিউ বা আপীলের ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত কারণে সময় বৃদ্ধির আবেদন ৩০(ত্রিশ) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যাবে;

(৭) পুনর্বিবেচনা বা আপীলের ক্ষেত্রে শুনানীর সুযোগ না দিয়ে কোনো আদেশ সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা যাবে না;

(৮) আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে পুনর্বিবেচনা বা আপিল নিষ্পত্তি করতে হবে;

(৯) পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত এবং আপীলের ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১.৬ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ:-

(১) এ আইনের বিধানাবলী অন্যান্য আইনের কোনো বিধানের ব্যত্যয় না হয়ে তাঁর অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে; তবে শর্ত থাকে যে, এ আইনের নির্দিষ্টকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং পূরণের ক্ষেত্রে আইনের বিধানাবলী আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধানাবলীর উপর প্রাধান্য পাবে;

(২) এ আইনের অধীন কমিশন একটি দেওয়ানী আদালত (Civil Court) বলে গণ্য হবে;

(৩) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে Code of Civil Procedure, 1908 (Act. V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে কমিশন বা ক্ষেত্রমত চেয়ারপার্সন বা কোনো সদস্যও সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, যথাঃ

(ক) কোনো ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

(খ) কোনো দলিল উদঘাটন ও উপস্থাপন করা;

(গ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(ঘ) কোনো অফিস হতে প্রয়োজনীয় কাগজাদি বা তার অনুলিপি তলব করা;

(ঙ) সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলিল পরীক্ষার জন্য নোটিশ জারী করা;

(চ) এ উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৪) চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করলে দণ্ডনীয় অপরাধ বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

(৫) কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জনসেবক (Public Servant) বলে গন্য হবেন;

(৬) এ আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃতকাজের ফলে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তজ্জন্য কমিশনের কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না;

(৭) তদন্তাধীন বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে পারবে;

(৮) জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন পণ্য এবং সেবা এ আইনের আওতা বহির্ভূত থাকবে;

(৯) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কমিশনের পাওনা সরকারি দাবী হিসেবে Public Demands Recovery Act, ১৯১৩ এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হবে;

(১০) এ আইনের অধীনে বাস্তবায়িত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। পরবর্তীতে বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. কমিশন সংক্রান্ত

২.১ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৫ ও ৬ ধারায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। ধারা ৫ অনুযায়ী কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা; ধারা ৬ অনুযায়ী কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। কমিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ৫ ও ৬ ধারা নিম্নরূপ:

ধারা-৫ : (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, যত শীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন** নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার পক্ষে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকৃতির এবং বিবরণ সম্বলিত হইবে; উহা চেয়ারপার্সনের হেফাজতে থাকিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে।

ধারা-৬ : কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন, প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

সরকার ১৭ ডিসেম্বর'২০১২ সালে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

২.২ কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

রূপকল্প:

"প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা।"

উদ্দেশ্য:

ক. ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলকরণ;

খ. উচ্চতর জ্ঞানভিত্তিক, গবেষণাধর্মী এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর কমিশন গড়ে তোলা।

২.৩ কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৮ ধারায় কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

২.৩.১. বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহকে নির্মূল করা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা ও বজায় রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা;

২.৩.২. কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্বপ্রণোদিতভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি, কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলনের তদন্ত করা;

২.৩.৩. প্রতিযোগিতা আইনে উল্লিখিত অপরাধের তদন্ত পরিচালনা এবং উহার ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা;

২.৩.৪. জোটবদ্ধতা এবং জোটবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জোটবদ্ধতার জন্য তদন্ত সম্পাদনসহ জোটবদ্ধতার শর্তাদি এবং জোটবদ্ধতা অনুমোদন বা নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করা;

২.৩.৫. প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিধিমালা, নীতিমালা, দিকনির্দেশনামূলক পরিপত্র বা প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

২.৩.৬. প্রতিযোগিতামূলক কর্মকান্ডের উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করা;

২.৩.৭. সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে জনগনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা;

২.৩.৮. প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন চুক্তি বা কর্মকান্ড বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

২.৩.৯. সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় প্রতিপালন, অনুসরণ বা বিবেচনা করা;

২.৩.১০. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা;

২.৩.১১. এই ধারার অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য বা কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশি কোন সংস্থার সহিত কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ও সম্পাদন করা;

২.৩.১২. এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফিস, চার্জ বা অন্য কোন খরচ ধার্য করা;

২.৩.১৩. এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন কার্য করা; এবং

২.৩.১৪. কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিত হয়ে বা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এ আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

২.৪ কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ

প্রতিযোগিতা আইনের ৭ ধারায় কমিশন গঠন, সদস্যদের যোগ্যতা, মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে বলা হয়েছে। কমিশন একজন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। অর্থনীতি, প্রশাসন বা আইন বিষয়ে ১৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে ৩ বছরের জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন। আইনের ধারা-৭ অনুযায়ী কমিশন গঠন নিম্নরূপ:

ধারা-৭ : (১) কমিশন এক (১) জন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক চার (৪) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণ, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) অর্থনীতি, বাজার সম্পর্কিত বিষয় বা জনপ্রশাসন বা অনুরূপ যে কোন বিষয় বা আইন পেশায় কিংবা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইন বিষয়ক কর্মকান্ডে অথবা সরকারের বিবেচনায় কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয়ে ১৫ (পনের) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারপার্সন বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, একই বিষয়ে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য হইবেন এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কমিশন সরকারের নিকট দায়ী থাকিবে।

(৫) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৬) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ তাহাদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না বা চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে বহাল থাকিবেন না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন তাহাদের চাকুরীর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে অন্যূন ৩ (তিন) মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করিয়া স্ব স্ব পদত্যাগ করিতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পদত্যাগ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারপার্সন বা ক্ষেত্রমত, সদস্য স্ব স্ব কার্য চালাইয়া যাইবেন।

(৮) চেয়ারপার্সনের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারপার্সন তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন তাঁহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারপার্সন পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম সদস্য চেয়ারপার্সন পদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৯) চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ বা উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে স্বীয় পদত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে, সরকার উক্ত পদ শূন্য হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগদান করিবেন।

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম বিগত ২৮-১০-২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে চেয়ারপার্সন হিসেবে যোগদান করেন। কমিশনের নতুন ৩ জন সদস্য যথাক্রমে (১) জনাব জি.এম.সালেহ উদ্দিন, (২) ড. এ এফ এম মনজুর কাদির এবং (৩) জনাব নাসরিন বেগম বিগত ০১-০৩-২০২০ তারিখে কমিশনে যোগদান করেছেন। উক্ত আইনের ১২ ধারা মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কমিশনের একজন সচিব নিয়োগ দেয়ার বিধান রয়েছে। কমিশনের সচিব হিসেবে সরকারের একজন উপসচিব প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিযোগিতা আইনের ভূমিকা ও প্রভাব

৩.১ প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব

বিভিন্ন আইন দ্বারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ করা হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে সিন্ডিকেট (কার্টেল), ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ কিংবা অবৈধ উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয় কোনো আইনের আওতাভুক্ত ছিল না। ফলে, বিভিন্ন পণ্য ও সেবার বাজারে অসাধু ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সুযোগ ছিল। প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার এ সকল কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করেছে। এ বিবেচনায় সরকার কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উক্ত আইনের ৮ ধারায় প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত হবে। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনীতিতে নিম্নে বর্ণিত ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে কমিশন প্রত্যাশা করে:

৩.১.১ **অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ (Price Fixing):** বাজারে অসাধু ব্যবসায়ীগণ ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ করে ইচ্ছামত বিভিন্ন পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, ভোক্তা প্রতারিত হয় এবং বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়িত হলে অসাধু ব্যবসায়ীগণ ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ করে ভোক্তা পরিপন্থি মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে না।

৩.১.২ **বাজারের ভৌগোলিক সীমা (এলাকাভিত্তিক) নির্ধারণ:** কখনো কখনো কোন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তির মাধ্যমে ইচ্ছামত বিভিন্ন পণ্য ও সেবার সরবরাহ ও মূল্য নির্ধারণপূর্বক এলাকা ভিত্তিক ভৌগোলিক বাজার সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতা আইনে এ ধরণের এলাকা ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩.১.৩ **নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি:** প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ/নির্মূলের ফলে বাজারে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তা বাজারে প্রবেশ করবে।

৩.১.৪ **প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের শাস্তি:** প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান শাস্তি পাবে। ফলে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হবে।

৩.১.৫ **বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** পৃথিবীর প্রায় ১৪০ টিরও বেশি দেশে প্রতিযোগিতা আইন রয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন সকল সময়ে বিনিয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান করে। দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ তাঁদের বিনিয়োগের স্বার্থে আইনের রক্ষাকবচগুলো যাচাই করে দেখেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ অর্থাৎ আইনগত সুরক্ষার প্রেক্ষিতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ নিরাপত্তার সাথে বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহী হবেন।

৩.১.৬ **দারিদ্র্য নিরসন:** বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রেখে ব্যবসার উন্নয়ন, দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

৩.১.৭ **পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা:** বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রয় নিশ্চিত হয়, বাজারে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং পণ্য মূল্য স্থিতিশীল থাকে।

৩.১.৮ **ভোক্তার জীবনমান উন্নয়ন:** বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় থাকলে ভোক্তা স্বল্প মূল্যে ভাল মানের পণ্য ও সেবা ক্রয়ের সুযোগ পায়। এর ফলে ভোক্তার আর্থিক সাশ্রয় হয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় বা বিনিয়োগের মাধ্যমে ভোক্তার জীবনমানের উন্নয়ন হয়।

৩.১.৯ **উদ্ভাবন:** বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ টিকে থাকার স্বার্থে নতুন নতুন উদ্ভাবনের প্রতি অধিক মনোযোগী হবে। ফলে পণ্য ও সেবায় নতুনত্ব আসবে এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

৩.১.১০ **এসডিজি-২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জন:** এসডিজি-২০৩০ এর অভিষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ হলো ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে চারটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে: জিডিপিসহ মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, উচ্চতর আয়ের সুফল সর্বজনীন করা, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এ চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটিতেই প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

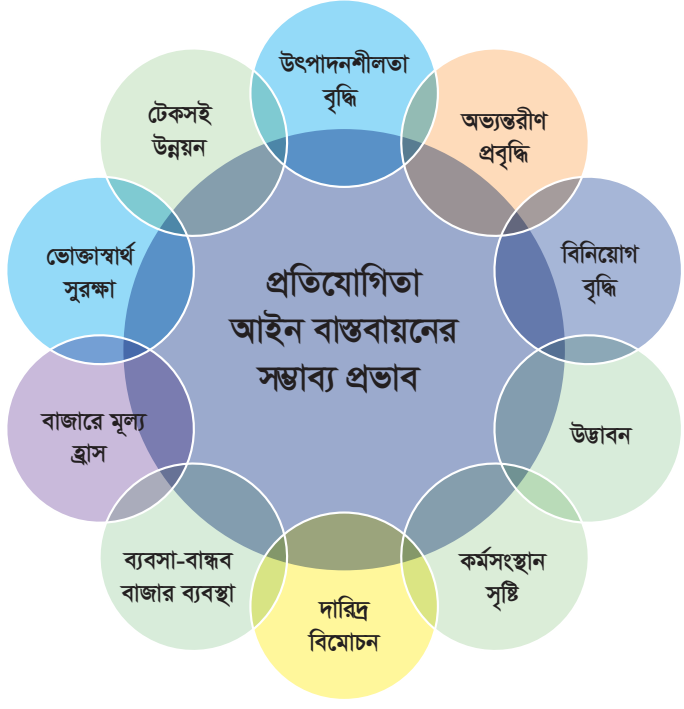

৩.২ গবেষণালব্ধ ফলাফল

প্রতিযোগিতা আইন বাংলাদেশে নতুন হলেও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত প্রাচীন একটি আইন। সারা বিশ্বে ১৪০ টিরও বেশী দেশে এ আইন কার্যকর রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে। এ আইন প্রয়োগ/বাস্তবায়নের মাধ্যমে কি ধরনের অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া গেছে এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। নিম্নে গবেষণালব্ধ কয়েকটি ফলাফল উল্লেখ করা হলো:

- প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কার্যক্রম নির্মূল করা গেলে উৎপাদনশীলতা দীর্ঘমেয়াদে ১০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। (Arnold, et al 2011)
- যে সকল দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর নেই, তাদের তুলনায় যে সকল দেশে কার্যকর আছে, সে সকল দেশের অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধি ২% -৩% বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। (Gutman and Voigt 2014)
- জাতীয় প্রতিযোগিতা নীতি বাস্তবায়নের ফলে অস্ট্রেলিয়ার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। (Productivity Commission 2005)
- যে সকল বাজারে কার্টেল বা যোগসাজশ প্রতিরোধ করা গেছে, সে সকল বাজারে মূল্য ২৩% পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। (Cannor 2014)
- দরপত্র জালিয়াতি (Bid Rigging) প্রতিরোধ করা গেলে কমপক্ষে ২০% অর্থ সাশ্রয় করা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম

কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে চেয়ারপার্সনের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে ৫ টি বিভাগ কাজ করছে-

(১) প্রশাসন বিভাগ;

(২) এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ;

(৩) ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ;

(৪) অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ; এবং

(৫) আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগ।

কমিশনের সচিব প্রশাসন বিভাগের এবং চারজন বিজ্ঞ সদস্য অপর চারটি বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন।

৪. প্রশাসন বিভাগ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো প্রশাসন বিভাগ। এ বিভাগ মূলত কমিশনের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কমিশনের আর্থিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। এ বিভাগ কমিশনের জনবল নিয়োগসহ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রতিযোগিতা আইনের বিধানমতে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড/চুক্তি বিষয়ে জনসচেতনতার লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কর্মসূচী আয়োজন, সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশকরণ সর্বোপরি আর্থিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণসহ বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তৈরী এবং কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল এর ব্যবস্থা করে থাকে। কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী ক্রয়পরিকল্পনা প্রস্তুত করে পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ এর অধীন দরপত্র আহবানের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য, কর্ম ও সেবা ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট অর্থবছর শেষে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইনের আওতায় অডিট কার্যক্রম সম্পাদনসহ কমিশনের প্রয়োজনে অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

৪.১ প্রশাসনিক কার্যক্রম

৪.১.১ কমিশনের সভা:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কমিশনের ১৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে কমিশনের প্রবিধানমালা প্রণয়ন, জনবল নিয়োগ, বিভিন্ন অভিযোগ উপস্থাপন, কমিশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট প্রক্ষেপণ অনুমোদন, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা, অডিট আপত্তি বিষয়ক আলোচনা, শূন্য পদপূরণসহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৪.১.২ বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো:

কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পত্র নং ২৬.০০.০০০০.০৯০.০১১.১৭.১৫-৯০ তারিখ ১৩ মার্চ ২০১৮ মূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সরকারি আদেশ বলে অনুমোদিত হয়। কমিশনের মঞ্জুরীকৃত সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:

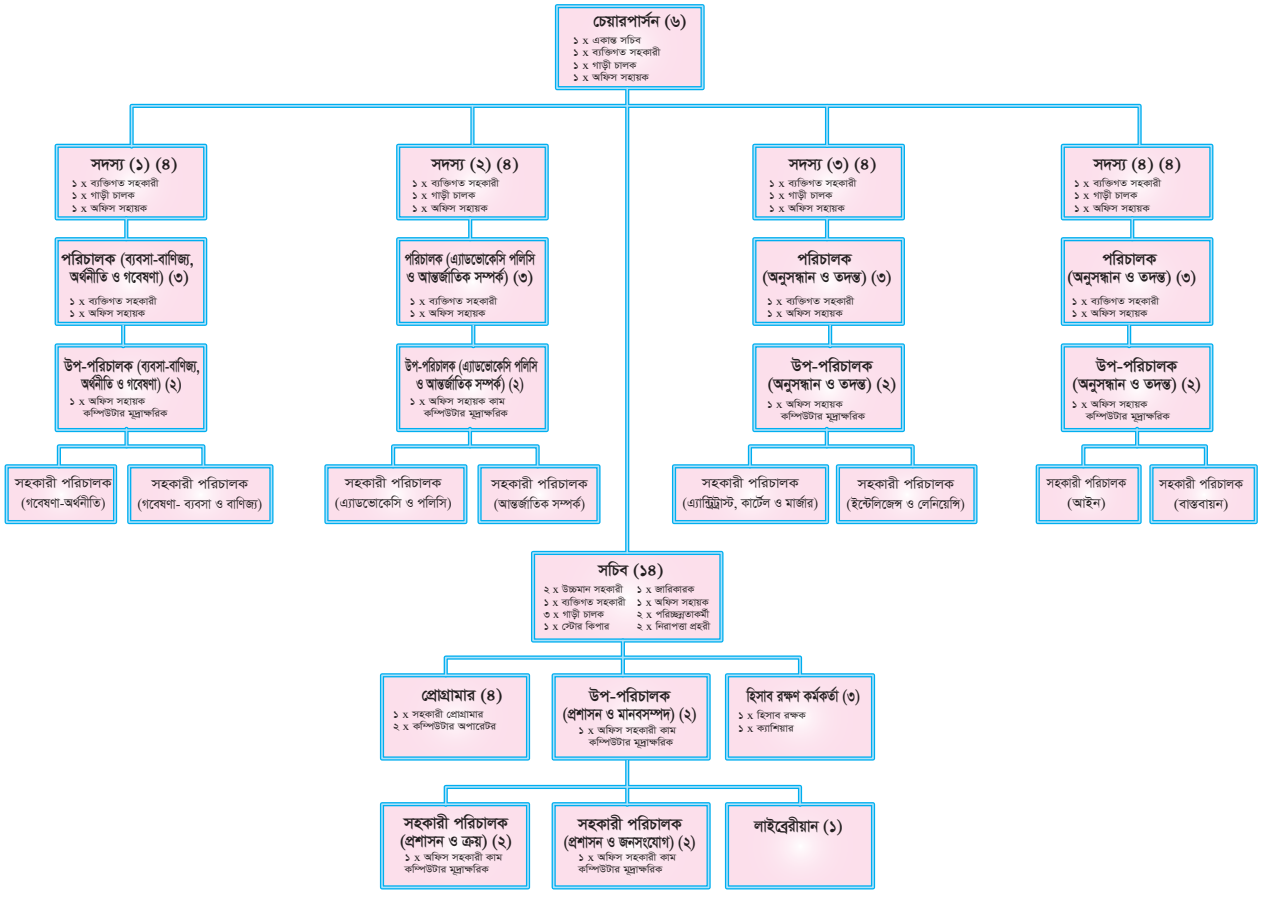

৪.১.৩ মঞ্জুরীকৃত ও বর্তমানে কর্মরত পদসংখ্যাঃ

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড/শ্রেণী				মঞ্জুরকৃত	কর্মরত	শূন্য
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	চেয়ারপার্সন	১				১	১	-
২	সদস্য	৪				৪	৩	১
৪	সচিব	১				১	১	-
৫	পরিচালক	৪				৪	৩ (১জন পরিচালক সংযুক্তিতে)	১
৬	উপ-পরিচালক	৫				৫	৬	-
৭	প্রোগ্রামার	১				১	-	১
৮	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব	১				১	-	১
৯	সহকারী পরিচালক	৮				৮	৫	৩
১০	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	২				২	২	-
১১	সহকারী প্রোগ্রামার	১				১	১	-
১২	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১				১	২	-
							(১জন সংযুক্তিতে)	
১৩	লাইব্রেরীয়ান		১			১	১	-
১৬	কম্পিউটার অপারেটর			২		২	২	-
২০	উচ্চমান সহকারী			২		২	-	২
২১	ব্যক্তিগত সহকারী			১০		১০	৪	৬
২২	স্টোর কিপার			১		১	১	-
২৩	হিসাবরক্ষক			১		১	১	-
২৪	ক্যাশিয়ার			১		১	১	-
২৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক			৭		৭	৪	৩
২৬	গাড়ীচালক			৮		৮	৬	২
২৭	জারীকারক				১	১	১	-
২৮	অফিস সহায়ক				১১	১১	১১	-
২৯	পরিচ্ছন্নতাকর্মী				২	২	২	-
৩০	নিরাপত্তা প্রহরী				২	২	২	-
	মোটঃ	**২৯**	**১**	**৩২**	**১৬**	**৭৮**	**৬০**	**২০**

৪.১.৪ প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালীকরণের জন্য বিদ্যমান অনুমোদিত জনবল কাঠামোর সাথে নতুন করে মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, উপ-সহকারী পরিচালক এর পদসহ সংশ্লিষ্ট আরো সহায়ক পদসমূহ সৃজন এবং সচিব পদনাম পরিবর্তন করে মহাপরিচালক করার বিষয়ে খসড়া জনবল কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়। প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী নতুন করে সৃজিতব্য ৯২টি পদের মধ্যে ১ম শ্রেণীর ২১টি, ২য় শ্রেণীর ১৫টি, ৩য় শ্রেণীর ৩৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর ২৩ টি পদ প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪.১.৫ নতুন প্রস্তাবিত পদসংখ্যা:

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড/শ্রেণী				প্রস্তাবিত নতুন মোট পদসংখ্যা
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	চেয়ারপার্সন	-	-	-	-	-
২	সদস্য	-	-	-	-	-
৩	মহাপরিচালক	৪	-	-	-	৪
৪	সচিব (প্রস্তাবিত পদ মহাপরিচালক)	-	-	-	-	
৫	পরিচালক	৪	-	-	-	৪
৬	উপ-পরিচালক	৮	-	-	-	৮
৭	প্রোগ্রামার	-	-	-	-	-
৮	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব	-	-	-	-	-
৯	সহকারী পরিচালক	৫	-	-	-	৫
১০	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	-	-	-	-	-
১১	সহকারী প্রোগ্রামার	-	-	-	-	-
১২	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	-	-	-	-	-
১৩	লাইব্রেরীয়ান	-	-	-	-	-
১৪	উপ-সহকারী পরিচালক	-	১৪	-	-	১৪
১৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	-	১	-	-	১
১৬	কম্পিউটার অপারেটর	-	-	-	-	-
১৭	কোর্ট সহকারী	-	-	১	-	১
১৮	রেকর্ড কিপার	-	-	১	-	১
১৯	কপি প্রডিউসার	-	-	১	-	১
২০	উচ্চমান সহকারী	-	-	-	-	-
২১	ব্যক্তিগত সহকারী	-	-	৮	-	৮
২২	স্টোর কিপার	-	-	-	-	-
২৩	হিসাবরক্ষক	-	-	-	-	-
২৪	ক্যাশিয়ার	-	-	-	-	-
২৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	১৮	-	১৮

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড/শ্রেণী				প্রস্তাবিত নতুন মোট পদসংখ্যা
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬	গাড়ীচালক	-	-	৪	-	৪
২৭	জারীকারক	-	-	-	৩	৩
২৮	অফিস সহায়ক	-	-	-	১৯	১৯
২৯	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	-	-		-	
৩০	নিরাপত্তা প্রহরী	-	-		১	১
	মোট:	**২১**	**১৫**	**৩৩**	**২৩**	**৯২**

৪.১.৬ নতুন পদের যৌক্তিকতা:

ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান ও তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly), অলিগোপলি (Oligopoly), জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা কমিশনের কাজের ধারা আইনানুগভাবেই বিশেষ প্রকৃতির। ইতঃপূর্বে অনুমোদিত টিওএন্ডই অনুযায়ী জনবল দ্বারা কমিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান জনবল দ্বারা কমিশনের মূল কার্যাবলী সম্পাদনে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা আনা সম্ভব হচ্ছে না।

বৈশ্বিক গবেষণা অনুযায়ী প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কার্যক্রম নির্মূল করা গেলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনশীলতা ১০% পর্যন্ত বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধি ২%-৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং মূল্য ২৩%-২৭% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। দরপত্র জালিয়াতি (Bid Rigging) প্রতিরোধ করা গেলে কমপক্ষে ২০% অর্থ সাশ্রয় করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালীকরণের জন্য বিদ্যমান অনুমোদিত অর্গানোগ্রামে জনবলের সাথে নতুন করে ০৪ জন মহাপরিচালক, ০৪ জন পরিচালক, ০৮ জন উপ-পরিচালক, ০৫ জন সহকারী পরিচালক, ১৪ জন উপ-সহকারী পরিচালক এর পদসহ সংশ্লিষ্ট আরো সহায়ক পদসমূহ সৃজন এবং সচিব পদনাম পরিবর্তন করে মহাপরিচালক করার বিষয়ে খসড়া অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া নতুন খসড়া অর্গানোগ্রামের ভিত্তিতে পদসমূহের দায়িত্বাবলী/কার্যাবলী প্রয়োজনীয় সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.১.৭ প্রেষণে/সংযুক্তিতে কর্মরত কর্মকর্তা:

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবেচ্য সময়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের ১১ জন কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেষণ/সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। বাংলাদেশ কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় হতে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। কমিশনে বর্তমানে মোট ১২ জন কর্মকর্তা প্রেষণে/সংযুক্তিতে কাজ করছেন। কমিশনের চেয়ারপার্সন ও ৪ জন সদস্য ব্যতীত কমিশনের বর্তমান জনবল নিম্নে প্রদর্শিত হল:

ক্রমিক	পদবী	নিয়োগ/পদায়ন	সংখ্যা
১।	সচিব (উপসচিব)	প্রেষণে	১
২।	পরিচালক (উপসচিব)	প্রেষণে	২
৩।	পরিচালক (উপসচিব)	সংযুক্তিতে	১
৪।	উপপরিচালক (উপসচিব)	প্রেষণে	১
৫।	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	প্রেষণে	৫
৬।	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	সংযুক্তিতে	১
৭।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সংযুক্তিতে	১

৪.১.৮ কমিশনের স্থায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ:

কমিশনের টিওএন্ডই (TO&E) ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। জনবল নিয়োগের জন্য লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে ৯ম-১০ম গ্রেডে ০৮-০৮-২০২১ তারিখে ০৮ জন ও ২০-০৬-২০২২ তারিখে ০১ জন প্রার্থী বিভিন্ন পদে যোগদান করেছেন। ৯ম-১০ম গ্রেডের আরও ০২ জন জনবল নিয়োগের পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় ২০-০৭-২০২২ তারিখে যোগদানের সময় নির্ধারণ করে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়। ৯ম গ্রেডে সহকারী পরিচালক পদে যোগদানকৃত ০১ জন কর্মকর্তা ইতোমধ্যে কমিশন হতে অব্যাহতি নিয়েছেন।

৪.১.৯ কমিশনের স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ:

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশন ১৩-১৬ গ্রেডে ১৫ জন কর্মচারী সরাসরি নিয়োগ প্রদান করে। তন্মধ্যে ব্যক্তিগত সহকারী পদে ০২ জন কর্মচারী কমিশন হতে অব্যাহতি নিয়েছেন।

৪.১.১০ কমিশনের আউটসোর্সিং কর্মচারী নিয়োগ:

কমিশনে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণযোগ্য ২৪টি পদ রয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে নির্বাচিত মেসার্স বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিমিটেড এর সাথে জনবল সরবরাহের জন্য ০১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ০১(এক) বছর মেয়াদে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২১ জন কর্মচারী নিয়োজিত আছে; ০৩টি পদ শূন্য আছে, এছাড়া দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ০৩ জন কর্মরত রয়েছে।

৪.১.১১ কমিশনের বেসরকারি উপদেষ্টা নিয়োগ :

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে বিগত ২৪-০৩-২০২২ তারিখে ০৫ জন বেসকারি উপদেষ্টা পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগকৃত বেসরকারি উপদেষ্টাগণের তালিকা নিম্নরূপ-

ক্রমিক	বেসরকারি উপদেষ্টাগণের নাম ও ঠিকানা
১	**জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের**
	উপসচিব (পিআরএল)
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
	ও প্রাক্তন পরিচালক
	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
২	**জনাব এ বি এম হামিদুল মিসবাহ**
	ফাউন্ডার এন্ড ট্রাস্ট্রি
	বাংলাদেশ ইন্টিলেকচুয়াল প্রোপারটি ফোরাম
৩	**ব্যারিস্টার মাফরুহা মারফি**
	লিগ্যাল সার্কেল
	হাই টাওয়ার (১০তলা)
	৯ মহাখালী সি/এ, ঢাকা-১২১২
৪	**জনাব মোঃ আজহার উদ্দিন ভূঁইয়া**
	লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অব ল
	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল'স (বিউপি)
৫	**জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান সিদ্দিকী**
	লিগ্যাল ইকনোমিস্ট
	সিইও, বাংলা কেমিক্যাল

বেসরকারি উপদেষ্টাগণের দায়িত্বাবলী:

- ICN ওয়ার্কিং গ্রুপের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে ICN এর Policy, Guidelines ইত্যাদি অনুসরণক্রমে বেসরকারি উপদেষ্টা (NGA) সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- ICN এর আমন্ত্রণ সাপেক্ষে এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে অবহিতক্রমে ICN এর ওয়ার্কিং গ্রুপ, বার্ষিক সম্মেলন, অন্যান্য কর্মসূচী ইত্যাদিতে নিজ ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা এবং অংশগ্রহণ শেষে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা;
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে চাহিত বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশমূলক পরামর্শ প্রদান করা, ইত্যাদি।

৪.১.১২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কমিশনে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাগণের ওরিয়েন্টেশন এবং কমিশনের নিজস্ব কর্মচারী ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতাবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষক/আলোচক
১.	৯ম-১০ম গ্রেডে নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা	০৮-০৮-২০২১ হতে ২৬-০৮-২০২১ পর্যন্ত	০৮ জন	জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সন এর একান্ত সচিব (উপসচিব)
২.	১। Presentation of the Hypothetical case study, ICN work product and overview of potential competition; ২। ICN Training on demand watch party Module VII-4: Investigation Process; ৩। এক নজরে সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ ও এর পটভূমি;	০৬-০৯-২০২১	০৮ জন	১। জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩.	১। দেওয়ানী কার্যবিধি; ২। শিরোনাম ও সংজ্ঞাসমূহ, সচিবালয় সংগঠন, কর্মবন্টন ও কর্মপরিকল্পনা: সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪;	০৭-০৯-২০২১	০৮ জন	১। জনাব নাসরিন বেগম, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৪.	১। Session-I: Investigation Planning & Process; ২। Session-II: Developing Reliable Evidence- Documents & Data; ৩। অফিস পদ্ধতি: সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪;	০৯-০৯-২০২১	০৮ জন	২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৫.	১। ICN Training on demand watch party Module VI-2: Interviewing witnesses: Who, What, Where, When, Why & How; ২। Session-III: Developing Reliable Evidence- Interviews/ Third Party Calls; ৩। কার্যনিষ্পত্তি: সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪	১৬-০৯-২০২১	০৮ জন	১। জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষক/আলোচক
৬.	১। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন (১ম অংশ); ২। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন (২য় অংশ); ৩। সভা: সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪;	২০-০৯-২০২১	০৮ জন	১। জনাব নাসরিন বেগম, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৭.	১। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২; ২। ই-কমার্স সেক্টরে প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা; ৩। সাধারণ: সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪;	২২-০৯-২০২১	০৮ জন	১। জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন; ২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৮.	১। প্রতিযোগিতা কমিশনকে সক্রিয়করণে কর্মকর্তাদের ভূমিকা; ২। মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস সেক্টরে প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা; ৩। স্থায়ী নিরাপত্তা: সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪;	২৭-০৯-২০২১	০৮ জন	১। জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন; ২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৯.	১। সাক্ষ্য আইন-১৮৭২ (১ম অংশ); ২। সাক্ষ্য আইন-১৮৭২ (২য় অংশ); ৩। নাগরিক সেবা প্রদান: সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪;	২৮-০৯-২০২১	০৮ জন	১। জনাব নাসরিন বেগম, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
১০.	১। ICN Training on demand watch party Module VI-4: Introduction to International Cooperation; ২। Session-IV: International Cooperation; ৩।ক্রোড়পত্র ১-১৫: সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪;	২৯-০৯-২০২১	০৮ জন	১। জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
১১.	১। Intellectual Property in Practice; ২। ক্রোড়পত্র ১৬-৩৩: সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪;	০৩-১০-২০২১	০৮ জন	১। জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত সচিব) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর; ২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
১২.	১। পত্র, পত্রের প্রকারভেদ ও পত্র লিখন (তত্ত্বীয়); ২। হাতে কলমে পত্র লিখন শেখা; ৩। নোট লিখন, নোট উপস্থাপন, সাধারণ ও ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা;	১২-১০-২০২১	৩০ জন	১। জনাব মোহাম্মদ খালেদ রহীম এমডিএস (যুগ্মসচিব) বিসিএস প্রশাসন একাডেমী; ২। জনাব জি এম সালেহ উদ্দীন সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষক/আলোচক
১৩.	১। প্রারম্ভিক ধারণা- Development; ২। Rules of Business and its origins; ৩। Rules of Business; Chapter-1 General;	১৪-১১-২০২১	০৮ জন	১। জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন; ২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্তসচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
১৪.	১। Rules of Business, **Chapter-2** Reference to the President and the Prime Minister; ২। Rules of Business , **Chapter-3** Inter-Ministerial Consultation; ৩। Rules of Business, **Chapter-4** Procedure for the Cabinet	১৫-১১-২০২১	০৮ জন	১। মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
১৫.	১। Rules of Business, **Chapter-5** Miscellaneous; ২। Rules of Business (Schedule 1 to 7); ৩। ভ্রমণ ভাতা (Travelling Allowance);	১৬-১১-২০২১	০৮ জন	১। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন; ২। জনাব মুহাম্মদ রায়হান আলম হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
১৬.	১। Allocation of Business and its origins; ২। Allocation of Business: Presidents' office; ৩। ভবিষ্য তহবিল (Provident funds);	১৭-১১-২০২১	০৮ জন	২। জনাব মুহাম্মদ রায়হান আলম হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
১৭.	১। Allocation of Business and Armed Forces Division, Cabinet Division; ২। Allocation of Business: Ministry of Commerce, Ministry of finance; ৩। Rules of Business এবং Rules of Allocation প্রশিক্ষণের সমাপনী আলোচনা;	১৮-১১-২০২১	০৮ জন	১। জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন; ২। জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
১৮.	UNCTAD Initiatives for Competition Legal Framework Development	০৯-০২-২০২২	২০ জন	কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যবৃন্দ
১৯.	Training on Techniques of Inquiry and Investigation	০৬-৩-২০২২	২০ জন	কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যবৃন্দ
২০.	সহায়ক কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০৪-০৪-২০২১	২৪ জন	জনাব মোঃ আব্দুস সবুর, (উপসচিব) সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
২১.	Predatory Pricing	২৩-০৩-২০২২	১১ জন	জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের, প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
২২.	১। পেশাগত আচরণ ও দক্ষতা এবং Manners & Etiquette, Discipline & Punctuality; ২। শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা এবং সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি; ৩। আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা।	১৭-০৪-২০২২	২১ জন	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষক/আলোচক
২৩.	পেশাগত আচরণ ও দক্ষতা এবং Manners & Etiquette;	১৮-০৪-২০২২	২৩ জন	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
২৪.	১। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন চাকরি বিধিমালা, ২০১৯; ২। ছুটি বিধিমালা ও বেতন ভাতাদি সম্পর্কে ধারণা (পে স্কেল-২০১৫); ৩। সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮।	১৯-০৪-২০২২	২১ জন	জনাব মোঃ আব্দুস সবুর (উপসচিব) সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
২৫.	১। ছুটি বিধিমালা; ২। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা।	২০-০৪-২০২২	২৩ জন	জনাব মোঃ আব্দুস সবুর (উপসচিব) সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
২৬.	দাপ্তরিক নিরাপত্তা।	২৪-০৪-২০২২	২৩ জন	জনাব মোঃ আব্দুস সবুর (উপসচিব) সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
২৭.	১। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সনদ; ২। বাংলাদেশের সংবিধান;	২৫-০৪-২০২২	২১ জন	জনাব মোঃ মাহবুব আলম উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
২৮.	১। টেলিফোন নীতিমালা; ২। সরঞ্জামাদির যথাযথ ব্যবহারে নৈতিকতা অনুশীলন।	২৫-০৪-২০২২	২৪ জন	জনাব মোঃ আব্দুস সবুর (উপসচিব) সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
২৯.	কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান।	২৬-০৪-২০২২	২৪ জন	জনাব মোঃ জসিম উদ্দীন উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩০.	১। অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত; ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর-সংস্থাসমূহের কার্যক্রম; ৩। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল।	১৮-০৫-২০২২	২১ জন	১। জনাব এস. এম. তারিকুজ্জামান পরিচালকের চলতি দায়িত্বে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২। জনাব মোঃ জসিম উদ্দীন উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩১.	১। অন্যান্য কমিশন সম্পর্কে ধারণা, নোট লিখন; ২। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬; ৩। Market, Inequality and LDC graduation: Role of BCC	২২-০৫-২০২২	২০ জন	১। জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিত কমিশন; ২। জনাব নূর মোহাম্মদ মাসুম পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিত কমিশন; ৩। জনাব এস. এম. তারিকুজ্জামান পরিচালকের চলতি দায়িত্বে, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩২.	১। আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা; ২। নথি ব্যবস্থাপনা, পত্র লিখন, পত্রের প্রকারভেদ;	২৩-০৫-২০২২	২৪ জন	১। জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক ও চেয়ারপার্সন এর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩৩.	১। সিটিজেন চার্টার; ২। সময়ানুবর্তিতা।	২৪-০৫-২০২২	২৪ জন	১। জনাব মোঃ মাহবুব আলম, উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩৪.	১। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, (নথি ব্যবস্থাপনা, পত্র লিখন, পত্রের প্রকারভেদ); ২। ই-নথি ও ই-অফিস; ৩। Vision-2041, SDG: Role of BCC;	২৫-০৫-২০২২	১৯ জন	১। জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন; ২। জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক ও চেয়ারপার্সন এর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষক/আলোচক
৩৫.	১। ডাক উপস্থাপন, পেন্ডিং লিস্ট ও ব্যবস্থাপনা, যাতায়াত ভাতা; ২। গাড়ি চালকদের লগ বই পূরণ ও অধিকাল ভাতা প্রদান;	২৬-০৫-২০২২	২৪ জন	জনাব মুহাম্মদ রায়হান আলম হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩৬.	পত্রজারী, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ ও নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত্ব;	২৯-০৫-২০২২	২৪ জন	জনাব সারাওয়াত মেহজাবীন উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩৭.	১। সভা, সেমিনার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা; ২। অতিথি আপ্যায়ন বিষয়ক দায়িত্ব;	৩০-০৫-২০২২	২৪ জন	জনাব নাঈমুর রহমান সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩৮.	১। গণখাতের ক্রয় ব্যবস্থাপনা। (PPR-2006, PPR-2008); ২। বাজার ও অর্থ ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণা; ৩। CR4, HHI calculation Use of Different Statistical Tools	৩১-০৫-২০২২	২০ জন	১। ড. এ এফ এম মনজুর কাদির সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২। জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী এনিডিসি, সদস্য, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন; ৩। জনাব মোঃ আব্দুল মালেক উপপরিচালক ও চেয়ারপার্সন এর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩৯.	১। The Companies Act, 1994; The Contract Act, 1872; ২। The Bengal Record Manual, 1943, Code of Civil Procedure, 1908, Intellectual Property Act সম্পর্কিত আইন সমূহ; ৩। The Official Secrets Act, 1923, Court Fee Act, 1870, Copyright Act, 2000;	০৫-০৬-২০২২	২১ জন	জনাব নাসরিন বেগম সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৪০.	১। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং এই আইনের আওতায় প্রণীত ও প্রণিতব্য বিধিমালা/প্রবিধানমালা এবং কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা; ২। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা আইন; ৩। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সংস্থাসমূহ।	১৫-০৬-২০২২	২১ জন	জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৪১.	১। বাজেট ব্যবস্থাপনা ও iBAs++ সংক্রান্ত; ২। প্রতিবেদন, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী লিখন; ৩। ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন Terminology;	১৬-০৬-২০২২	২০ জন	১। ড. এ এফ এম মনজুর কাদির সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন; ২। জনাব মীর আব্দুল আউয়াল আল মেহেদী উপসচিব, আপন বিভাগ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়;

৪.২ কমিশনের আর্থিক কার্যক্রম

৪.২.১ বাজেট বরাদ্দ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। কমিশন বার্ষিক যৌক্তিক চাহিদা নিরূপণ করে সরকারের নিকট বাজেট বরাদ্দ চেয়ে থাকে এবং কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী সরকারের বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। কমিশন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকার হতে ৮,৭৪,১৪,০০০/- (আট কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চৌদ্দ হাজার মাত্র) টাকা সাহায্য মঞ্জুরি হিসেবে বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়।

প্রাপ্ত বাজেটের প্রধান প্রধান খাত উল্লেখপূর্বক একটি সংক্ষিপ্ত ব্যয় বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ এবং সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের কোড নম্বর, খাতওয়ারী প্রকৃত খরচের হিসাব বিবরণী:

অফিস: ১৩১০১৯৭০১ -বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন					(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
কোড নম্বর	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সমর্পনযোগ্য অর্থ	মন্তব্য
৩৬৩১১০১ বেতন বাবদ সহায়তা	১,৭৭,৫৬	১,৭৭,৫৬	১,৩৮,০৭	৩৯,৪৮	২০২১-২০২২ অর্থবছরে অব্যয়িত উদ্বৃত্ত ১,৫৪,৭৯,২৩০/- (এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ উনআশি হাজার দুইশত ত্রিশ) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
৩৬৩১১০২ ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১,৬৮,৮২	১,৬৮,৮২	১,৩২,৭৪	৩৬,০৭	
৩৬৩১১০৩ পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৩,৩৪,২৬	৩,৪৪,৭৬	৩,৪৪,৭৬	০	
৩৬৩১১০৮ গবেষণা অনুদান	১২,০০	১২,০০	১২,০০	০	
৩৬৩২১০৩ যানবাহন বাবদ অনুদান	১,৫৮,০০	১,৫৮,০০	৭৮,৭৬	৭৯,২৩	
৩৬৩২১০৫ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১,০০	১৩,০০	১৩,০০	০	
মোট=	**৮,৫১,৬৪**	**৮,৭৪,১৪**	**৭,১৯,৩৪**	**১,৫৪,৭৯**	

৪.২.২ ক্রয় পরিকল্পনা:

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কমিশনের অবকাঠামোগত এবং দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশনের জন্য কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ আইসিটি সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনাসহ কমিশনের জন্য পণ্য ও সেবার স্থায়ী ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ, কমিশনের কর্মকান্ডের পূর্ণাঙ্গ চিত্রসহ প্রতিযোগিতা সাময়িকী প্রকাশ, সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন, পণ্য ও সেবার বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধে পত্রিকায়বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং বিশেষজ্ঞের সহায়তায় মার্কেট মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুতকরণ, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও এসোসিয়শনের জন্য বাজার প্রতিযোগিতা বিষয়ক ম্যানুয়াল বা গাইড লাইন প্রণয়ন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনে জ্ঞানভিত্তিক স্থায়ী জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বই, জার্নাল, পিরিয়ডিক্যাল সংগ্রহ, কতিপয় প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইটের সাবস্ক্রিপশন নেয়া এবং কর্তৃত্বময় অবস্থান ও মার্জারের সীমা (Threshold) নির্ধারণসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে কমিশনের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.২.৩ ক্রয় কার্যক্রম:

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ডেস্কটপ কম্পিউটার ০৮টি, লেজার প্রিন্টার (সাদা-কালো) ০৮টি, পেন-ড্রাইভ ২০টি, ক্যামেরা ০১টি, কনফারেন্স রুমের চেয়ার ৩০টি, কম্পিউটার টেবিল ০৫টি, স্টীল আলমিরা ০৪টি, ফাইল কেবিনেট ০৮টি, ফ্রিজ (ছোট) ০১টি, ফটোকপি মেশিনের জন্য টেবিল ০১টি, কনফারেন্স রুমের ক্রোকারিজ রাখার জন্য লকার ০১টি এবং স্টেশনারী সামগ্রীসহ অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়। এছাড়াও কনফারেন্স রুমের জন্য ০৩টি এসি এবং সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়।

৪.৩ অডিট:

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৪(২) ধারা বলে মহা-হিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রতিনিধি হিসেবে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা দল বিগত ০৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নিরীক্ষা সমাপ্ত করেছে। নিরীক্ষা শেষে প্রাথমিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রদর্শিত ০৮টি নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাব কমিশন কর্তৃক বিগত ০৮ মে, ২০২২ তারিখে ৪৮৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর নিকট প্রেরণ করা হয়।

৪.৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল:

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন বিগত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো: আবদুল হামিদ এঁর নিকট পেশ করা হয়। উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মো: মফিজুল ইসলাম, কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, সদস্য ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, সদস্য জনাব নাসরিন বেগম প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উল্লিখিত অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম, সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্য এবং কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন

৪.৫ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা:

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্রমিক	কার্যক্রম/কর্মসূচি	পরিমাণ/ সংখ্যা	প্রস্তাবিত ব্যয় লক্ষ টাকায় (২০২২-২৩)
১	শূন্য পদ পূরণ	১৩ টি	-
২	নতুন অর্গানোগ্রাম অনুমোদন	০১ টি	-
৩	নতুন জনবলের স্থায়ীকরণ নীতিমালা চূড়ান্তকরণ	০১ টি	-
৪	প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নপূর্বক চূড়ান্তকরণ	০১টি	১.০০
৫	কমিশনের সকল বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ	-	৬.৫১
৬	কমিশনের সকল বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী কম্পিউটার ক্রয় ও সরবরাহ	-	১২.০০
৭	কমিশনের সকল বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ও সেবা ক্রয়/সরবরাহ;	-	১০.০০
৮	মেরামত ও সংরক্ষণ	-	১৬.০০
৯	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৬০ টি	১২.০০
১০	বিভিন্ন উৎসব/অনুষ্ঠান আয়োজন	০৫ টি	৩.০০
১১	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ	২৪ জন	৬২.৪০
১২	কমিশনের হট লাইন চালু করা	০১ টি	২০.০০
১৩	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	৮০০ কপি	৩.০০
১৪	সাময়িকী প্রকাশ	৪০০০ কপি	২.৪০
১৫	মাইক্রোবাস ভাড়া	০১ টি	৩.০০
১৬	লাইব্রেরীর জন্য বই ক্রয়/সংগ্রহ	২০০ কপি	১.০০
১৭	কমিশনের সকল বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী কতিপয় প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট সাবস্ক্রিপশন নেয়া	০৩ টি	০.২০
১৮	দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ	০২ জন	৪.০০

cÂg Aa¨vq

৫. এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম এবং প্রতিযোগিতা আইনের সুফল সম্পর্কে পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসাধারনসহ সকল অংশীজনকে অবহিত করা ও আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ দেশব্যাপী মতবিনিময় সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, রচনা প্রতিযোগিতা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি আয়োজন করে যাচ্ছে। এ সকল কর্মসূচীতে অংশীজনদের মতামত/পরামর্শ কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনায় ইতিবাচক অবদান রাখছে। বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সংস্থার প্রতিযোগিতা আইন ও পলিসি পর্যালোচনাপূর্বক উত্তম অনুশীলনসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোকে কমিশন কর্তৃক অনুসরণের ক্ষেত্রেও এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য নীতি সহায়তা প্রদান করছে। UNCTAD, OECD, ICN সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থার সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫.১ এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম: সেমিনার, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা ইত্যাদি

৫.১.১ "প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে Economic Reporters Forum এর ভূমিকা" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন

বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১, রবিবার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত **"প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে Economic Reporters Forum এর ভূমিকা"** শীর্ষক কর্মশালা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম, ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকসহ ফোরামের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ ও কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। কর্মশালায় মূল পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন।

কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলামের নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন
মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

সুপারিশসমূহ:

- ই-কমার্স খাতের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি এ খাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করা; এ খাতের বৈষম্যমূলক অবস্থা দূর করতে বাজার সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন করার জন্য Economic Reporter Forum সহ অন্যান্য অংশীজনদের সাথে কাজ করা;
- দেশের ই-কমার্স খাতসহ সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করা;
- কমিশনের কর্মপরিধি এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিজস্ব জনবল নিয়োগ করা;
- বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত সংবাদের তথ্য-উপাত্ত যাচাই করে কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা;
- দরপত্র জালিয়াতি (Bid rigging) এবং বাজারে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টিকারী সিন্ডিকেট নির্মূলে কমিশনের আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করা;
- বাজারের প্রতিযোগিতা সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম এবং সভা সেমিনারের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে Economic Reporters Forum (ERF) কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ERF কর্তৃক কমিশনকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা; এবং
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং ERF কর্তৃক যৌথভাবে প্রতিযোগিতা বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা।

"প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে Economic Reporters Forum এর ভূমিকা" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশী, এমপি

৫.১.২ "পটুয়াখালী জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অবহিতকরণ সভা" আয়োজন

বিগত ২৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখ শনিবার পটুয়াখালী সার্কিট হাউসে **"পটুয়াখালী জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অবহিতকরণ সভা"** অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন, জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী। উক্ত অবহিতকরণ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম, জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, পিপিএম, পুলিশ সুপার, পটুয়াখালী ও কমিশনের কর্মকর্তাগণসহ পটুয়াখালী জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ। পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের বিশেষ আমন্ত্রণে অবহিতকরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী ২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আ স ম ফিরোজ।

অবহিতকরণ সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক, প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সুফল, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্পৃক্ততা ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। মাননীয় সংসদ সদস্য আ স ম ফিরোজ সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি সহ সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সুফল সম্পর্কে দেশব্যাপী ব্যাপক জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ প্রদান করেন।

৫.১.৩ "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক বরিশাল বিভাগীয় সেমিনার

এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত ২৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখ রবিবার বরিশাল সার্কিট হাউসে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে এবং বিভাগীয় প্রশাসন, বরিশাল ও জেলা প্রশাসন, বরিশালের সার্বিক সহযোগিতায় "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক বরিশাল বিভাগীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: আব্দুর রাজ্জাক, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), বরিশাল। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব প্রণয় চিসিম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ। সেমিনারে কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল বিভাগের চারটি জেলার জেলা প্রশাসকবৃন্দ, বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, চেম্বার প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম, প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সুফল, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্পৃক্ততা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক বরিশাল বিভাগীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

সুপারিশসমূহঃ

- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ে জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা;
- বড় কোম্পানিগুলো ছোট কোম্পানিগুলোকে বাজার থেকে বিতাড়িত করছে এবং করার চেষ্টা করছে এ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ক্ষুদ্র/কম পুঁজির ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার্থে কমিশনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- প্রতিযোগিতা আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় বিধি ও প্রবিধানসমূহ প্রণয়ন করে আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করা;
- মাঠ প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা;
- বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনের অফিস চালু করা;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শাখার মাধ্যমে বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে কমিশনকে অবহিত করা;
- চামড়া শিল্পে চামড়া সরবরাহ, বিপণন ও বাজারজাতকরণে কোন ধরনের প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যক্রম সংঘটিত হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে কমিশনের জোরালো অনুসন্ধান এবং তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
- বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য পুলিশের বিশেষ শাখা থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.১.৪ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ক ঢাকা বিভাগীয় সেমিনার

বিগত ২০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি: তারিখ সোমবার "বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ক ঢাকা বিভাগীয় সেমিনার" ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মো: মফিজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হাবিবুর রহমান, বি পিএম (বার) পিপিএম (বার) ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

এছাড়াও কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারগণসহ ঢাকা বিভাগের ১২ টি জেলার জেলা প্রশাসকগণ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সেমিনারে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন। সেমিনারে বক্তারা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উদ্দেশ্য, প্রতিযোগিতা আইনের প্রেক্ষাপট, প্রতিযোগিতা আইনের উল্লেখযোগ্য বিধানসমূহ, আইন বাস্তবায়নের সুফল সমূহ, চ্যালেঞ্জ, করণীয় সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

"বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ক ঢাকা বিভাগীয় সেমিনার"-এ বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ খলিলুর রহমান

সুপারিশসমূহঃ

- প্রতিযোগিতা আইনের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের সুবিধার্থে জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা;
- বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করা এবং প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নেয়া;
- উন্নয়ন সমন্বয় সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম এবং প্রতিযোগিতা আইনের সুফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা;
- তথ্য সংগ্রহ ও তদন্ত প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনে কমিউনিটি পুলিশ ও পুলিশের বিশেষ শাখার সহায়তা গ্রহণ করা;
- অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ন্যায় দেশের ই-কমার্স খাতেও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- বিভিন্ন পণ্য ও সেবা সামগ্রীর উৎপাদন, সরবরাহ ও আমদানি-রপ্তানির সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা;
- কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হলে তার/তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- চটকদার বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইন ভঙ্গ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক থাকা;
- সরকারি মেগা প্রকল্পগুলোকে ব্যবহার করে অতিরঞ্জিত বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড সংঘটিত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ভোক্তা পর্যায়ে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের মাধ্যমে বাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সেবা প্রদান এবং অভিযোগ দায়েরের সুবিধার্থে হটলাইন চালু করা;
- আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত সকল নথি পত্র সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক ও রপ্তানিকারকগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- খুচরা পর্যায়ে পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য পাইকারি পর্যায়েও মূল্য তালিকা সংযোজন করা;
- সম্প্রতি ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধির পেছনে প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন কর্মকান্ড হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধান করা;
- ঔষধ শিল্প এবং রিয়েল এস্টেট খাতে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধান করা;
- প্রতিযোগিতা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান ভেদাভেদ না করে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
- অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করা; এবং
- প্রয়োজনে কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করা;

৫.১.৫ "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক খুলনা বিভাগীয় সেমিনার আয়োজন

বিগত ০৬ জানুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক খুলনা বিভাগীয় সেমিনার সার্কিট হাউজ, খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। এছাড়াও, সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম-বার, ডিআইজি, খুলনা রেঞ্জ এবং জনাব মো: মাসুদুর রহমান ভূঞা, পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, কমিশনের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ, খুলনা বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, জনপ্রতিনিধি, চেম্বার প্রতিনিধি, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারীগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম দেশের বিভিন্ন পণ্য ও সেবার বাজারকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক

উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও টেকসইকরণে সহযোগিতা করার জন্য বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, চেম্বার প্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও গণমাধ্যমকর্মী সহ সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি কমিশনের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার বিষয়ে কমিশনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে উন্মুক্ত আলোচনা সঞ্চালন করেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। সেমিনারের সভাপতি বিভাগীয় কমিশনার খুলনা, বিশেষ অতিথিদ্বয় এবং আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারীগণ মাঠ পর্যায়ে কমিশনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরো বাড়ানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করেন এবং কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। বিভিন্ন জেলার চেম্বার প্রতিনিধিগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার বিষয় সেমিনারে তুলে ধরেন। গণমাধ্যম কর্মীগণ বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের সংবাদ সমূহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আরো বেশি প্রচারের আহবান জানিয়ে এক্ষেত্রে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতার বিষয়টি পূণর্ব্যক্ত করেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য ড. এ এফ এম মঞ্জুর কাদির এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন।

"ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক খুলনা বিভাগীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

"ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক খুলনা বিভাগীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ

সুপারিশসমূহঃ

- বাজার সিন্ডিকেট নির্মূল করা, মনোপলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সকল পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত ও সম্পৃক্ত করে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি তৈরি করা;
- অসৎ ব্যবসায়ীদের উপর নজরদারির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাতে প্রতিযোগিতা আইন ভঙ্গকারী আড়তদার, মজুতদারদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনা যায়;
- বাজারে সিন্ডিকেট রোধে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিটি বাজার কমিটিকে সম্পৃক্ত করা;
- তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও সেমিনার/ওয়ার্কশপ/মতবিনিময় সভা ইত্যাদি আয়োজন করা;
- ঢাকার বাইরে কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা;
- নারী উদ্যোক্তা সহ SME উদ্যোক্তাগণের বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- যেসব প্যাকেটজাত পণ্যের গায়ে দাম লিখা থাকে না সেসব পণ্যের সঠিক দাম নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সৃষ্ট নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট দূরীকরণে জোরালো ভূমিকা পালন করা;
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমে প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করা;
- বাজার গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
- হটলাইন চালু করা; এবং
- সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে মিডিয়ার সাহায্য নেয়া।

৫.১.৬ UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review সংক্রান্ত সভা আয়োজন

UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review কার্যক্রম গ্রহণের প্রেক্ষিতে UNCTAD নিযুক্ত Consultant এবং Fact Finding Mission বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে ১ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে ১০ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ভার্চুয়ালি এবং সরাসরি মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতা আইনটি তুলনামূলকভাবে নতুন এবং অনেক অংশীজন এ আইন এবং আইনবলে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিকভাবে অবহিত না থাকায় UNCTAD এর Consultant এবং Fact Finding Mission এর সঙ্গে আলোচনার পূর্বে আইনটি Review করার প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা সম্পর্কে সকল অংশীজনকে অবহিত রাখা সমীচীন মর্মে অনুমিত হওয়ায় কমিশনের সভাকক্ষে বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review বিষয়ক একটি জরুরি সভা অয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। উক্ত সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়,অর্থ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিআইডিএ), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশ এবং মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্ট এন্ড সার্ভিস এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

৫.১.৭ "ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন

বিগত ১৬ মে ২০২২ খ্রি. রোজ সোমবার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত "ব্যবসা- বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন এবং বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির সভাপতি ও মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নাজমুল হাসান, এমপি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যমন্ডলী জনাব জি. এম সালেহ উদ্দিন, ড.এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম, জনাব এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান, মহাপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনাব এস এম আওলাদ হোসেন, ট্রেজারার, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন, জনাব নাজমা বেগম, যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনাব আব্দুল লতিফ বকসী, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনাব নাছিমা খানম, উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, মোঃ মামুন-অর-রশিদ, ব্যবস্থাপক, এলএফএমইএবি, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, সভাপতি বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন, জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন, জনাব প্রীতি চক্রবর্তী , পরিচালক , উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, জনাব মুহাম্মদ মুনির-উজ-জামান, সহ-সভাপতি, নাসিব, জনাব হাবিবুল্লাহ এন করিম, ভাইস প্রেসিডেন্ট, এমসিসিআই, জনাব মোঃ ওয়াসফি তামিম, সিইও, বাংলাদেশ সেন্টার অব এক্সিলেন্স, জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ, সহ- সভাপতি, বিসিএমএ, জনাব এস সোহরাব হোসেন, প্রচার- প্রকাশনা পরিচালক, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন, ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, সহ- সভাপতি, রিহ্যাব, জনাব আজমল হোসেন, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, রিহ্যাব, জনাব মোঃ শামসুল আলম খান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, জনাব জাহাঙ্গীর আলম শোভন, নির্বাহী পরিচালক, ই-ক্যাব, জনাব মোহাম্মদ মনসুর, জেনারেল সেক্রেটারী, বিএফভিএপিইএ, জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম, অফিস সেক্রেটারী, বিএসএম ওনার্স এসোসিয়েশন, জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের, বেসরকারি উপদেষ্টা, বিসিসি, জনাব এম. এস সিদ্দিক, বেসরকারি উপদেষ্টা, বিসিসি, জনাব আজহার উদ্দিন ভূঁইয়া, বেসরকারি উপদেষ্টা, বিসিসি, জনাব ইফফাত আরা বেগম, যুগ্মসচিব, এফবিসিসিআই, জনাব মোঃ মনির হোসেন শেখ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুগার রিফাইনার্স এসোসিয়েশন, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ ও কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য ড. এ এফ এম মনজুর কাদির। ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের ভূমিকা, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের গুরুত্ব, "Competition Compliance Program" চালুকরণ সহ ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের প্রাসঙ্গিক ভূমিকা সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম সালেহ উদ্দিন।

এ সময় উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি জনাব নাজমুল হাসান, এমপি, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এর সহ-সভাপতি জনাব হাবিবুল্লাহ এন করিম, উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রি এর পরিচালক জনাব প্রীতি চক্রবর্তী , নাসিব এর সহ-সভাপতি জনাব জনাব মুহাম্মদ মুনির-উজ জামান।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকে আহবান জানান। প্রতিযোগিতা আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার জন্য তিনি ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেন। বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি জনাব নাজমুল হাসান এমপি দেশের ঔষধ শিল্পের অবদান তুলে ধরেন এবং এ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানান। তিনি ঔষধ শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

"ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের ভূমিকা"
শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি বলেন, দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ী থেকে ভোক্তা পযন্ত সকল স্তরের জনগণকে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সম্পর্কে অবগত করা অতিব জরুরী। এছাড়াও তিনি সেমিনারে উপস্থিত সকলকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রতিযোগিতা কমিশনকে সর্বাত্মক সহায়তা করার আহবান জানান। মাননীয় মন্ত্রী ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সমূহের সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সেমিনারে উপস্থিত সকলেই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিযোগিতামূলক সংস্কৃতি গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম কমিশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরে বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কোন অনুশীলন বা কর্মকান্ড, কারসাজি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকলে সে বিষয়ে কমিশনকে অবগত করতে সকলের প্রতি আহবান জানান। বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকলে পণ্য ও সেবার উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী ও বিক্রেতাগণ যৌক্তিক লভ্যাংশ সহ ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন এবং ভোক্তাগণ সকলেই ন্যায্যমূল্যে উৎকৃষ্ট মানের পণ্য বা সেবা পাবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সুপারিশসমূহ:

- শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহে CCP (Competition Compliance Program) চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এ লক্ষ্যে FBCCI সহ অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের সঙ্গে MoU সম্পাদন করা;
- বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে FBCCI সহ অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- প্রতিযোগিতাপূর্ণভাবে ভোক্তাবান্ধব ব্যবসা পরিচালনার জন্য ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহিত করা;
- ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আয়োজন করা;
- ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের কোন কর্মকান্ড যাতে বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে নজর রাখা;
- ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের মধ্যে কেউ প্রতিযোগিতাবিরোধী কর্মকান্ড করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; প্রয়োজনে সরকার, কমিশন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করা;
- সরকার এবং কমিশনকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা; এবং
- ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পসমূহও যেন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে এ বিষয়ে সহযোগিতা করা।

৫.১.৮ প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সচেতন করা এবং যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরামর্শ সভা আয়োজন

বিগত ২৪ মে ২০২২ খ্রি: রোজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও এসএমই ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের সচেতন করা এবং যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ পরামর্শ সভা এসএমই ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এমএমই ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সালাহ উদ্দিন মাহমুদ। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, জনাব নাসরিন বেগম, কমিশনের পরিচালক জনাব সালাউদ্দিন আহম্মদ, সহকারী পরিচালক জনাব নাজমুল হোসেন এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন।

সেমিনারে প্রতিযোগিতা আইন সম্পর্কে এসএমই উদ্যোক্তাগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, আইন বাস্তবায়নে কমিশন ও এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মতবিনিময় সভায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ, MSME গুলোর সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তাঁদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা, প্রতিযোগিতা সংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, অংশীজন বিশেষ করে বিসিক, নাসিবসহ অন্যান্য সংস্থার সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন, যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, উদ্যোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, ব্রান্ডিং স্বীকৃতিসহ প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

সুপারিশসমূহঃ

- নাসিব ও বিসিকের সঙ্গে পৃথক পৃথক মতবিনিময় সভা আয়োজন;
- ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পোদ্যোক্তা সহ অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজন;
- ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পোদ্যোক্তাগণের জন্য ট্যাক্স-ভ্যাটের হার পুনঃনির্ধারন;
- ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পোদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ প্রদান;
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে গবেষণা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।

৫.১.৯ Role of Different Ministries/Divisions And Regulatory Bodies in Implementing Competition Law And Policy শীর্ষক সেমিনার

বিগত ০৮ জুন ২০২২ খ্রি. রোজ বুধবার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত "Role of Different Ministries/Divisions And Regulatory Bodies in Implementing Competition Law And Policy" শীর্ষক সেমিনার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব আনার কলি মাহবুব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ জাফরুল ইসলাম আজিজি, অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব নাসিমা পারভীন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব সুলতানা ইয়াসমীন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব জুবাইর হোসেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক জনাব আলী আকবর ফরাজী, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালক জনাব গাজী এ কে এম ফজলুল হক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব রিপন কুমার দেবনাথ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. এ এফ এম আমীর হোসেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের সচিব (উপসচিব) ব্যারিষ্টার মোঃ খলিলুর রহমান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন, সিপিটিইউ এর উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী, খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা ব্যরিষ্টার মাফরুহা মারফি, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের যুগ্ম প্রধান (চলতি দায়িত্ব) জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব জনাব মোঃ ওয়াহিদ উল্লাহ খান, বিটিআরসির সিনিয়র সহকারী পরিচালক জনাব অরুপ বাড়ৈ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ।

"Role of Different Ministries/Divisions And Regulatory Bodies in Implementing Competition Law And Policy" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব নাসরিন বেগম। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা, প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সেক্টর রেগুলেটর ও দপ্তর/সংস্থার ভূমিকাসহ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন। মুক্ত আলোচনা পর্বে প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মতামত প্রদান করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বাস্তবায়নে সবাইকে সর্বাত্মক সহায়তা করতে হবে। তিনি বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা/অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আন্তঃ সেক্টর সমন্বয় ও সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি প্রতিযোগিতা আইনের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোকে সংশোধনপূর্বক

আইনটিকে হালনাগাদ ও অধিকতর কার্যকর করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশনের অব্যাহত প্রয়াসের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং এক্ষেত্রে কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। সভাপতির বক্তব্যে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম কমিশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরে বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কোন অনুশীলন, কর্মকান্ড বা কারসাজি বিদ্যমান থাকলে সে বিষয়ে কমিশনকে অবগত করতে সকলকে আহবান জানান। টেকসই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ, ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে (এলডিসি) উত্তরণের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি জানান যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বজায় না থাকলে বিনিয়োগ কমে যাবে, কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে, আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের পণ্য ও সেবার অবস্থান হুমকির সম্মুখীন হবে। বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকলে একদিকে যেমন উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তাসহ সাপ্লাই চেইনের সকলেই ন্যায্য মূল্যে উৎকৃষ্ট মানের পণ্য ও সেবা পাবে, অপরদিকে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দেশের পণ্য ও সেবার বাজার সম্প্রসারিত হবে।

সুপারিশসমূহ:

- বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সেক্টর রেগুলেটর, দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার বাজারে সিন্ডিকেট নির্মূলের লক্ষ্যে কমিশনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকার পরও কারসাজির মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদিসহ বাজারে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টিকারীদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা;
- সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজ ও ঋণ বিতরণে প্রতিযোগিতামূলক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা;
- প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কার্যক্রম সম্পর্কে কমিশনকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করা;
- ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈষম্য ও বিদেশি পণ্যের আমদানি নির্ভরতা কমানো;
- কিছু কিছু পণ্য ও সেবার বাজারে সীমিত সংখ্যক ব্যবসায়ীর কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার রোধে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- CMSME গুলোকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;
- ঔষুধ শিল্প খাতে নতুন ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা প্রবেশে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে কি না এ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধান করা; এবং
- প্রতিযোগিতা আইনের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোকে দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

"Role of Different Ministries/Divisions And Regulatory Bodies in Implementing Competition Law And Policy" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন
কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

৫.১.১০ "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনার

বিগত ১৯ জুন ২০২২ রবিবার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনার চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। এছাড়াও সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, বিপিএম-বার, পিপিএম (বার) ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, জনাব শ্যামল কুমার নাথ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং জনাব মাহবুবুল আলম, সভাপতি চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিআই)। এছাড়াও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম, কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারগণ, চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, চেম্বার প্রতিনিধি, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি.এম.সালেহ উদ্দিন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর আমন্ত্রিত অতিথিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম দেশের বিভিন্ন পণ্য ও সেবার বাজারকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও টেকসইকরণে সহযোগিতা করার জন্য বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, চেম্বার প্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকসহ সকলকে আহবান জানান। তিনি কমিশনের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার বিষয়ে কমিশনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। উন্মুক্ত আলোচনা সঞ্চালন করেন বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন। সেমিনারের সভাপতি বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারীগণ মাঠ পর্যায়ে কমিশনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরো বাড়ানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করেন এবং কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। বক্তাগণ আমদানীকৃত পণ্যের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ, বাজার মনিটরিং জোরদার, MSME গুলোর উন্নয়ন, এবং ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের কার্যকর ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গণমাধ্যম কর্মীগণ বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের সংবাদসমূহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আরো বেশি প্রচারের জন্য আহবান জানিয়ে এক্ষেত্রে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন জেলার চেম্বার প্রতিনিধিগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার বিষয় তুলে ধরেন।

"ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

"ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু গ্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম

সুপারিশসমূহ:

- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম কাস্টমস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সহযোগিতায় চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিআই) কর্তৃক বিভিন্ন আমদানী পণ্যের ডাটাবেজ তৈরী এবং তা হালনাগাদ করা;
- SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে MSME গুলোর উন্নয়ন এবং এগুলোকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;

- MSME গুলোকে সহজ শর্তে অধিক হারে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ফুড প্রসেসিং ব্যবসায়ীগণকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১৮ টির মত লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়; এ সংখ্যা কমানোসহ প্রক্রিয়া সহজীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- কৃষি পণ্য সরবরাহ ও বিপণনে অতি মুনাফার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা;
- প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পেঁয়াজ আমদানি না করা;
- অতিরিক্ত পণ্য আমদানির আশংকা এড়াতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রকৃত চাহিদা ও উৎপাদন এবং আমদানী সম্পর্কিত সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- দেশে আমদানিকৃত পণ্যের হালনাগাদ তালিকা, সংখ্যা ও পরিমাণ সহ ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত রাখা;
- কর্পোরেট কোম্পানিসমূহ পণ্য মজুতের মাধ্যমে বাজারকে অস্থিতিশীল করছে কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা;
- এফবিসিসিআই সহ অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে MoU এর উদ্যোগ গ্রহণ;
- কৃষকেরা যেসকল পণ্য বেশি উৎপাদন করে সেসকল পণ্য আমদানি একান্ত আবশ্যক না হলে নিরুৎসাহিত করা;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা;
- সরকারের ধান চাল সংগ্রহ নীতিতে কৃষক যাতে সরকারের কাছে সরাসরি ধান ও চাল বিক্রি করতে পারে সে উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জনবল বৃদ্ধি করা; এবং
- বিভিন্ন পণ্য ও সেবার প্রতারণামূলক এবং চটকদার বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.১.১১ "বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সংস্থাসমূহের আইন পর্যালোচনাপূর্বক উত্তম অনুশীলনসমূহ চিহ্নিতকরণ" বিষয়ক সেমিনার:

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থা সমূহের বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক উত্তম অনুশীলনগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোকে কমিশনের চলমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব দেয়া হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন দেশ/সংস্থার আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করে কমিশনে উপস্থাপনের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। বিগত ২০ জুন ২০২২ এবং ২৯ জুন ২০২২ তারিখে কমিশনের ০৫ জন NGA সহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণে এ বিষয়ে ৩ (তিন) টি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থা	দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী
যুক্তরাজ্য	জনাব মোঃ জসিম উদদীন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
কেনিয়া	জনাব মোঃ মাহবুব আলম, উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
মালয়েশিয়া	জনাব সারাওয়াত মেহজাবীন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
সিঙ্গাপুর	জনাব মিনারা নাজমীন, উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশপ্রতিযোগিতা কমিশন
কানাডা	জনাব মোঃ আদনান আরিফ, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
ফ্রান্স	জনাব মোঃ নাজমুল হোসেন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
ইন্দোনেশিয়া	জনাব নূর মোহাম্মদ মাসুম, পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
ভিয়েতনাম	জনাব নাঈমুর রহমান, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
পাকিস্তান	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
যুক্তরাষ্ট্র	জনাব ইশরাক মুহম্মদ অন্তিক, সহকারী পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
European Commission	জনাব মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম, পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

৫.১.১২ "Workshop on ICN Work Products" শীর্ষক কর্মশালা:

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ICN এর পাঁচটি ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ৫ টি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। প্রতিটি গ্রুপ ICN এর বিভিন্ন উত্তম অনুশীলন ও work product সমূহ কমিশনের চলমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এ লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। কমিশনের NGA গণ সহ কমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণে ৫ টি Working Group বিগত ২০ জুন ২০২২, ২২ জুন ২০২২, ২৯ জুন ২০২২ এবং ৩০ জুন ২০২২ তারিখ সমূহে মোট ৫ (পাঁচ) টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ICN-এর ওর্য়াকিং গ্রুপ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তালিকা নিম্নরূপ:

ICN ওয়ার্কিং গ্রুপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্ব
Advocacy Working Group (AWG)	জনাব খালেদ আবু নাছের, (পিআরএল ভোগরত), সাবেক পরিচালক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	আহ্বায়ক
	জনাব মিনারা নাজমীন, সিনিয়র সহকারী সচিব বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	সদস্য
Agency Effectiveness Working Group (AEWG)	জনাব নূর মোহাম্মদ মাসুম, পরিচালক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	আহ্বায়ক
	জনাব সারাওয়াত মেহজাবীন, উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	সদস্য
	জনাব মোঃ শেখ তানভীর জামান, সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	সদস্য
Cartel Working Group (CWG)	জনাব মোঃ মাহবুব আলম, উপপরিচালক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	আহ্বায়ক
	জনাব আনোয়ার-উল-হালিম, উপপরিচালক (বদলিকৃত) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	সদস্য
Merger Working Group (MWG)	জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ,পরিচালক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	আহ্বায়ক
	জনাব মোঃ জসিম উদদীন, উপপরিচালক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	সদস্য
	জনাব মোঃ তারেক হোসেন, সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	সদস্য
Unilateral Conduct Working Group (UCWG)	জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ, পরিচালক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	আহ্বায়ক
	জনাব মোঃ জসিম উদদীন, উপপরিচালক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	সদস্য
	জনাব আনোয়ার-উল-হালিম, উপপরিচালক (বদলিকৃত) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	সদস্য
	ইশরাক মুহম্মদ অন্তিক, সহকারী পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	সদস্য

৫.১.১৩ প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত গণবিজ্ঞপ্তিসমূহ:

অস্বাভাবিক ডিসকাউন্ট, লোভনীয় অফার এবং বৈষম্যমূলক বা কৃত্রিমভাবে হ্রাসকৃত মূল্যে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় প্রতিরোধ বিষয়ক একটি গণবিজ্ঞপ্তি বিগত ২৩/০৯/২০২১ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বেসরকারি উপদেষ্টা (এনজিএ) সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক একটি বিজ্ঞপ্তি দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকায় ২৩ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখে প্রকাশিত হয়।

এছাড়াও, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অবৈধ মজুত ও অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক একটি জরুরী গণবিজ্ঞপ্তি ০১/০৬/২০২২ তারিখে 'দৈনিক যুগান্তর' ও "দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন" পত্রিকায় এবং ০২/০৬/২০২২ "**The Daily Star**" পত্রিকায় প্রচারিত হয়।

৫.১.১৪ টেলিভিশন ইন্টারভিউ/টকশোতে অংশগ্রহণ:

এশিয়ান টিভির লাইভ টকশোতে অংশগ্রহণ:

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ সন্ধ্যা ৬.৩৫ ঘটিকায় এশিয়ান টিভির "টেবিল টক" শিরোনামের লাইভ টকশোতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন।

চ্যানেল আই এর ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ:

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকায় চ্যানেল আই-তে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ইভ্যালির বিরুদ্ধে গৃহিত কার্যক্রমের বিষয়টি তুলে ধরে ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম।

একাত্তর টিভির ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ:

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে একাত্তর টিভি-তে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ইভ্যালির বিরুদ্ধে গৃহিত কার্যক্রম তুলে ধরেন।

৫.১.১৫ প্রতিযোগিতা সাময়িকী প্রকাশ

আগস্ট ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে প্রতিযোগিতা সাময়িকীর ২য় বর্ষের সংখ্যা ৩, নভেম্বর ২০২১ হতে জানুয়ারি ২০২২ সময়ে প্রতিযোগিতা সাময়িকীর ২য় বর্ষের সংখ্যা ৪, এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৩য় বর্ষের সংখ্যা ১ প্রকাশ করা হয়েছে।

৫.২ পলিসি বিশ্লেষণ:

২০২১-২২ অর্থবছরে এ বিভাগ নিম্নে উল্লিখিত বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সংস্থার প্রতিযোগিতা আইন ও পলিসিসমূহ পর্যালোচনা পূর্বক অনুসরণযোগ্য উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিত করেছে:-

৫.২.১ ইন্দোনেশিয়া:

Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition:

- একচেটিয়া অনুশীলন বা অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে এমন ধরণের ট্রাস্ট গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছে; (ধারা ১২)
- বিদেশি পক্ষসমূহের সাথে এমন চুক্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে যাতে একচেটিয়া অনুশীলন বা অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়; (ধারা ১৬)
- একচেটিয়া অনুশীলন এবং/অথবা অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকলে একই ধরনের সংশ্লিষ্ট বাজারে একই ব্যক্তির দুটি কোম্পানিতে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর সদস্য বা কমিশনার হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে; (ধারা ২৬)
- প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারি শাস্তি হিসেবে আর্থিক জরিমানা ও কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে; (ধারা ৪৮)
- ফৌজদারি শাস্তি হিসেবে ব্যবসায়িক লাইসেন্স বাতিল এবং কোম্পানিতে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (ধারা ৪৯)

৫.২.২ ফ্রান্স:

Best Practices of France Competition Authority (FCA) in case of Merger Control:

- মার্জারের ক্ষেত্রে প্রি-নোটিফিকেশন Advisable, বাধ্যতামূলক নয়। তবে, Threshold এবং শর্ত পূরণ করলে যে কোন প্রকার মার্জারের জন্য নোটিফিকেশন বাধ্যতামূলক;
- একটি মার্কেট ক্ষতিগ্রস্থ বলে গণ্য হয় যদি পক্ষবৃন্দ সম্মিলিতভাবে ২৫% বা তার বেশি মার্কেট শেয়ারের অধিকারী হয়;

- নোটিফিকেশন ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে গোপনীয় বলে গণ্য হবে না। এ জন্য FCA বরাবর আবেদন করতে হবে;
- ম্যানুফ্যাকচারিং সিক্রেটস বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিক্রেটস, বাণিজ্যিক কৌশল এবং নন-পাবলিক টার্নওভার ডাটা ও মার্কেট শেয়ার সংক্রান্ত বিষয়গুলো গোপনীয় হিসেবে গণ্য হবে;
- আগ্রহী তৃতীয়পক্ষ চাইলে মার্জার বিষয়ে FCA-কে মতামত দিতে পারে;
- Notifying party অসত্য তথ্য প্রদান করলে বা নোটিফিকেশন প্রক্রিয়ায় তথ্য দিতে অস্বীকার করলে France Competition Authority (FCA) উক্ত ফার্মকে তার বার্ষিক টার্নওভার এর উপর ৫% পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারে;
- FCA এর মতামতের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পক্ষ এমনকি তৃতীয় পক্ষও আপিল করতে পারে।

৫.২.৩ ভিয়েতনাম:

Competition Law, 2018:

- টার্নওভার অথবা পণ্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় এর পরিমাণের ভিত্তিতে মার্কেট শেয়ার নির্ণয়ের বিধান রয়েছে; (ধারা-১০)
- কোন প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার যদি ৩০% অথবা তার বেশি হয় তাহলে ধরে নেয়া হবে বাজারে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে; (ধারা-২৪)
- যৌথভাবে দুটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার ৫০% বা তার বেশি হলে, তিনটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার ৬৫% বা তার বেশি হলে, চারটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার ৭৫% বা তার বেশি হলে এবং পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার ৮৫% বা তার বেশি হলে বাজারে তাদের কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে বলে ধরা হবে; (ধারা-২৪)
- প্রতিযোগীদের বাজার থেকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে মুখ্য খরচের কমে পণ্য ও সেবা বিক্রয় করাকে প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; (ধারা-৪৫)
- ট্রেড সিক্রেট প্রকাশ করে দেয়া অথবা মালিকের অনুমতি ছাড়া ট্রেড সিক্রেট ব্যবহার করাকে অনৈতিক প্রতিযোগিতা অনুশীলন হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। (ধারা-৪৫)

৫.২.৪ কানাডা:

Competition Act, RSC (Revised Statutes of Canada), 1985, C-34:

- কোনো গঠনগত বা কারিগরি ত্রুটির জন্য এ আইনের অধীনে সম্পাদিত কোনো বিচারকার্য অবৈধ বলে বিবেচিত হবে না; (ধারা ৩)
- কোনো ব্যক্তি আদালত কর্তৃক সমনকৃত হলে তার জন্য ভাতা ও সম্মানীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে; [ধারা ১২(২)]
- অকুস্থল তল্লাশীর জন্য উর্ধ্বতন আদালতের অনুমতিক্রমে ওয়ারেন্ট জারির বিধান রয়েছে; (ধারা ১৫, ১৬ ও ১৭)
- কমিশনের অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আদালতে এবং/অথবা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার বিধান রয়েছে; [ধারা ৩৪(৩.১)]
- মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত উপস্থাপনা বা প্রচারণা, বিভ্রান্তিমূলক টেলিমার্কেটিং, পুরস্কার জয়ের বিভ্রান্তিমূলক নোটিশ, ডাবল টিকেটিং, মাল্টিলেভেল মার্কেটিং, পিরামিড স্কিম ইত্যাদিকে প্রতিযোগিতা বিরোধী এবং অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; [ধারা ৫২(১,২), ৫৩(১,২,৩), ৫৪(১,২), ৫৫(১,২)]
- ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ এবং দরপত্র জালিয়াতির জন্য অনধিক ১৪ বছরের কারাদন্ডের বিধান রয়েছে। [ধারা ৪৫(২) এবং ৪৭(২)]

৫.২.৫ কেনিয়া:

Competition Act of Kenya, 2010:

- এ আইনের অধীন অপরাধের জন্য সরকারকে সাজা বা জরিমানা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে; [ধারা ৫(৪)]

- কম্পিটিশন অথরিটিকে নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্তভাবে যেকোন প্রকার ভয়ভীতি বা আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা দেয়া হয়েছে; [ধারা ৭(২)]
- কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার এবং ভোক্তা স্বার্থ পরিপন্থী যে কোন কাজকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; [ধারা ২৪(৩) ও ধারা ৭০]
- কম্পিটিশন অথরিটিতে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী বা বিশেষজ্ঞের বা সদস্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করার বিধান রয়েছে। এর ব্যত্যয় হলে চাকুরিচ্যুতির বিধান রয়েছে। (ধারা ৮৫, তফসিল অনু:-৪)

৫.২.৬ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

দ্য শারমেন অ্যান্টিট্রাস্ট অ্যাক্ট (১৮৯০):

- বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা বিরোধী ট্রাস্ট গঠন অবৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য আর্থিক জরিমানা এবং অনুর্ধ্ব দশ বছরের কারাদন্ডের বিধান রয়েছে। (ধারা ১, ধারা ৩)

ফেডারেল ট্রেড কমিশন অ্যাক্ট (১৯১৪):

- প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ডের কারণে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থগিত (Cease & Disist) করার বিধান রয়েছে; [ধারা ৫(জি)]
- মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য জরিমানার বিধান রয়েছে। [ধারা ১২(ও)]

রবিনসন-প্যাটম্যান অ্যাক্ট, (১৯৩৬)/ Anti-Price Discrimination Act:

- একই পণ্য বা সেবা বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন মূল্যে বিক্রয় করাকে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী বৈষম্যমূলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে; (ধারা ৩)
- মার্জারের ক্ষেত্রে প্রি-মার্জার নোটিফিকেশনের বিধান রয়েছে। [ধারা ৭(এ)]

দ্য ক্লেটন অ্যাক্ট (১৯১৪):

- প্রাইভেট পার্টি আদালতে ক্ষয় ক্ষতি প্রতিকারের জন্য আবেদন করতে পারে এবং আবেদনের বিষয়বস্তু প্রমাণ করতে পারলে তিনগুণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিধান রয়েছে। (ধারা ৪)

৫.২.৭ সিঙ্গাপুর:

Competition Act, 2004:

- তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ইন্সপেক্টর অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে দুই কর্মদিবস পূর্বে নোটিশ জারীর মাধ্যমে ওয়ারেন্ট ব্যতীত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতে পারবেন; [ধারা ৬৪ (২) (এ)]
- Rights of Private Action/Damage Compensation এর বিধান রয়েছে; (ধারা ৮৬)
- কমিশন ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে প্রতিযোগিতা বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তার জন্য চুক্তির বিধান রয়েছে; (ধারা ৮৭)
- মার্জার বিষয়টি নির্ধারিত ৯টি কার্যক্রম যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিকমিউনিকেশন্স, অক্সিলারি পুলিশ, পোস্টাল সেবা, পাইপজাত খাবার পানি সরবরাহ, বাস সেবা, কার্গো টার্মিনাল, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। (ধারা ৫৫)

৫.২.৮ ফিলিপাইন:

The Philippine Competition Act (PCA) or R.A. 10667:

- প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের ফলে ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হলে উক্ত অভিযোগের তদন্ত Office of Competition (OFC) করে থাকে;

- প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পরিমান টার্নওভার অতিক্রম করলে মার্জারের ক্ষেত্রে Notification বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে পক্ষ বা পক্ষগণ Notification না করলে আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে; (ধারা-১৭)
- কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা আইন লঙ্ঘন করেও উহার দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে শাস্তির বিধান থেকে দায়মুক্তি দেয়া যাবে; (ধারা-২১)
- নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য তিনগুণ জরিমানার বিধান রয়েছে। (ধারা-৪১)

৫.২.৯ মালয়েশিয়া:

The Malaysian Competition Act of 2010:

- প্রয়োজন হলে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিধান রয়েছে; [ধারা ২৫(১)]
- ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যেকোন রেকর্ডপত্র, একাউন্ট, ডকুমেন্ট, কম্পিউটারাইজড ডাটা ইত্যাদি অনুসন্ধান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের বিধান রয়েছে। যেকোনো অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কম্পিউটারাইজড ডাটা প্রদানে বাধ্য থাকবে; (ধারা- ২৭)
- ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ারেন্ট ইস্যুর মাধ্যমে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিনা ওয়ারেন্টে যেকোনো প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা এবং আলামত/তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে; (ধারা-২৬)
- প্রতিযোগিতা লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠান তদন্ত কাজে সঠিক তথ্য প্রদান করলে আর্থিক জরিমানা থেকে অব্যাহতির বিধান রয়েছে। (ধারা-৪১)

৫.২.১০ দক্ষিণ আফ্রিকা:

Competition Act 89 of 1998:

- আইনের উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; (ধারা ২)
- ঐতিহাসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জাতিগোষ্ঠীগুলোর ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের স্বার্থে তাদের নিয়ন্ত্রিত বা মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিযোগিতা আইনের বিধান থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে; [ধারা-১০(২)]
- মার্জারের অন্তর্গত পক্ষ বা পক্ষদ্বয় মার্জার সম্পন্ন হবার অনধিক সাত দিনের মধ্যে মার্জার কার্যক্রম সম্পর্কে একটি নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা কমিশনকে অবহিত করতে বাধ্য থাকবে; (ধারা-১৩)
- মার্জারের অন্তর্ভুক্ত পক্ষ বা পক্ষদ্বয় মার্জারের নোটিশ প্রদান না করলে প্রতিযোগিতা ট্রাইবুন্যাল জরিমানা করতে পারবে; (ধারা-৬১)
- ট্রাইবুন্যাল প্রদত্ত জরিমানা আদেশের তিন বছর পর মার্জারের পক্ষ বা পক্ষদ্বয় উচ্চতর আদালতে আপিল করতে পারবে না। [ধারা-৬৪(৩)]

৫.২.১১ যুক্তরাজ্য:

Competition Act, 1998:

- যদি কোনো পক্ষ/পক্ষসমূহ মনে করে যে তাদের মধ্যে সম্পাদিত/সম্পাদিতব্য চুক্তিটি প্রতিযোগিতা আইনের লঙ্ঘন করতে পারে, সেক্ষেত্রে কোন একটি পক্ষের আবেদনক্রমে কমিশন উক্ত চুক্তির বিষয়ে পরীক্ষা করতে পারে। কমিশন স্বপ্রনোদিতভাবেও এ ধরণের চুক্তি পরীক্ষা বিবেচনায় নিতে পারে; (ধারা ১২-১৫)
- কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত তদন্তকারী কর্মকর্তা কমপক্ষে ০২ কার্যদিবস পূর্বে নোটিশ দিয়ে তদন্তের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো স্থানে/প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে পারবে; (ধারা ২৭-২৯)
- কোনো ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবিবেচকভাবে নথিপত্র বা দলিলাদি ধ্বংস করে বা অন্য কোনো উপায়ে নিষ্পত্তি করে মিথ্যা বলে বা গোপন করে বা বিভ্রান্তিকর তথ্য বা উপাদান সরবরাহ করে তাহলে তিনি Summary Trial এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ জরিমানা, কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। (ধারা ৪৩-৪৪)

৫.২.১২ পাকিস্তান:

Competition Act of Pakistan:

- আইনে Individual exemption এবং Block exemption এর বিধান রয়েছে; (ধারা ৫,৭,৮)
- যৌক্তিক কারণে কমিশনের তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ ও তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে; (ধারা-৩৪)
- কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন তদন্ত কর্মকর্তাকে তদন্তের আওতাভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ এবং তল্লাশিতে বাধা প্রদান করলে কমিশনের যেকোনো দুজন সদস্যের লিখিত আদেশক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি ও প্রবেশ করতে পারবে; (ধারা-৩৫)
- কমিশনের আদেশ পালনে ব্যর্থতা বা তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী প্রদানে বাধা প্রদানের কারনে অনধিক ৭৫ মিলিয়ন রুপি বা কোম্পানির বার্ষিক টার্নওভারের অনধিক ১০% জরিমানার বিধান রয়েছে; (ধারা-৩৮)
- প্রতিযোগিতা আইন লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানগুলো তদন্তকাজে সঠিক তথ্য প্রদান করলে তাদের আর্থিক জরিমানা বা শাস্তি থেকে দায়মুক্তির বিধান রয়েছে। (ধারা-৩৯) (Leniency)

৫.২.১৩ ইউরোপীয় কমিশন:

- ইউরোপীয় কমিশনের তদন্ত পরিচালনা করার এবং নথিপত্রের কপি, ইলেক্ট্রনিক ফাইল, ই-মেইল এবং নথি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়াও ইউরোপীয় কমিশনের ডন রেইড (Dawn Raid) পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে; [অনুচ্ছেদ ১০১(২)]
- কর্তৃত্বময় অবস্থানধারী কর্তৃক Discounting and loyalty incentive প্রদানের মাধ্যমে পণ্য ব্যবহারকারীদেরকে আকৃষ্ট করে পণ্যে ক্রেতা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা অবৈধ। (অনুচ্ছেদ ১০২)

৫.৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক:

৫.৩.১ প্রতিযোগিতা পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সংস্থা: UNCTAD, OECD, ICN

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development): ১৯৬৪ সালে আঙ্কটাড প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর জেনেভাতে অবস্থিত। আঙ্কটাড ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন ইস্যু নিয়ে কাজ করে থাকে এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। আঙ্কটাডের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, অর্থ ও প্রযুক্তিসহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রস্তুত করা। আঙ্কটাড প্রতিযোগিতা বিষয়ক মডেল "ল" তৈরি করেছে। এর আলোকে সদস্য দেশসমূহ প্রতিযোগিতা বিষয়ক আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করতে পারে। ১৯৮০ সালের ৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ৩৫ তম সাধারণ সভায় ৩৫/৬৩ নং রেজুলেশন মূলে The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices' অনুমোদন করা হয়। প্রতিবছর প্রতিযোগিতা আইন ও নীতি বিষয়ক আন্তঃদেশিয় বিশেষজ্ঞ দল প্রতিযোগিতা আইন ব্যবহার ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার ঘটাতে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে। United Nations Review Conferences পাঁচ বছর পরপর the set on competition policy রিভিউ করে থাকে। সর্বশেষ রিভিউ সম্মেলন অক্টোবর, ২০২০ মাসে (অনলাইন ও অফলাইন) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রধানগণ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। আগামী ২০-২২ জুলাই তারিখে Intergovernmental Group of Experts (IGE) এর ২০তম অধিবেশন জেনেভায় অনুষ্ঠিত হবে।

OECD-GFC (Organization for Economic Co-operation and Development-Global Forum on Competition): ওইসিডি-জিএফসি (OECD-GFC) ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা বিষয়ে ওইসিডি ও ওইসিডি বহির্ভূত সদস্যদের এক প্ল্যাটফর্মে এনে এর পরিধি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ওইসিডি-জিএফসি গড়ে তোলা হয়। প্রতিবছর ওইসিডি-জিএফসি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রায় ১০০টিরও বেশি কম্পিটিশন এজেন্সি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে থাকে। সরকারি এজেন্সির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, আইনজীবী এবং প্রতিযোগিতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ এতে অংশ নেন। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত।

ICN (International Competition Network): ২০০১ সালে ICN গঠিত হয়। এর ভার্চুয়াল সদর দপ্তর কানাডায় অবস্থিত। আইসিএন হল প্রতিযোগিতা নিয়ে কাজ করা সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে সবচেয়ে বড় অনানুষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম। এর মূল লক্ষ্য হল সদস্য দেশগুলোকে সুষ্ঠু Competition policy প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা। কাজের সুবিধার্থে আইসিএন ৫টি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ফেব্রুয়ারি' ২০১৮ মাসে আইসিএন এর সদস্যপদ লাভ করেছে।

৫.৩.২ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যক্রম:

UNCTAD সম্পর্কিত কার্যক্রম

UNCTAD

- **Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Competition Law and Policy-র ১৯তম সভায় অংশগ্রহণ:** UNCTAD এর Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Competition Law and Policy-র ১৯তম সভা ০৭-০৯ জুলাই, ২০২১ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের এবং উপপরিচালকের দায়িত্বে জনাব আতিকুল ইসলাম। জেনেভাস্থ স্থায়ী মিশনে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী অধিবেশনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।
- **Global Initiative Towards Post-Covid-19 Resurgence of the MSME Sector প্রজেক্টের সভায় অংশগ্রহণ:** UNCTAD এর Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Competition Law and Policy-র ১৯তম সভায় অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে UNCTAD Secretariat এর আমন্ত্রণে গত ২৮ জুলাই ২০২১ তারিখে Global Initiative Towards Post-Covid-19 Resurgence of the MSME Sector প্রজেক্টের অংশ হিসেবে একটি সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন, দুই জন সম্মানিত সদস্য, তিন জন কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।
- **UNCTAD এর চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ:** বিগত ৩ থেকে ৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে UNCTAD এর চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সম্মেলনে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য বর্তমানে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা ও বৈষম্য এবং করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। উক্ত সম্মেলনে কমিশনের কর্মকর্তাগণ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।
- **Ad-Hoc Expert Group Meeting on Competition Law and Policy on Cross-border Cartel এ অংশগ্রহণ:** বিগত ২৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে Ad-Hoc Expert Group Meeting on Competition Law and Policy on Cross-border Cartel অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা, চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), মোঃ মাহবুব আলম, উপপরিচালক, জনাব আনোয়ার-উল-হালিম, উপপরিচালক ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

- **Global Events-এ অংশগ্রহণ:** বিগত ১-৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে UNCTAD কর্তৃক Global Events ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত Global Events এর ০৩ (তিন) টি মূল প্রতিপাদ্য হলো Digitalization of MSMEs, Government Support এবং Inter-Agency Cooperation. অনুষ্ঠানের ২য় দিন Government Support বিষয়ক অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে অংশগ্রহণের জন্য UNCTAD-কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত Global Events-এ জনাব মোঃ নাজিম সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ), জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ, পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং জনাব মোঃ তারেক হোসেন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন অংশগ্রহণ করেন।
- **Sixth Meeting of Working Group on Modalities of UNCTAD Voluntary Peer Review Exercises বিষয়ক মিটিং এ অংশগ্রহণ:** বিগত ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখ UNCTAD এর Sixth Meeting of Working Group on Modalities of UNCTAD Voluntary Peer Review Exercises ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ অংশগ্রহণ করেন।
- **"Impact of Covid-19 on Micro-small and medium sized enterprises (MSMEs) in Southern Africa: country experiences, with a focus on building back better in Mauritius" বিষয়ক ওয়েবিনেয়ারে অংশগ্রহণ:** The United Nations Economic Commission for Africa Sub-Regional Office for Southern Africa (SRO-SA), the Southern African Development Community (SADC) Business Council এবং the Ministry of Industrial Development, SMEs and Cooperatives of Mauritius এর যৌথ উদ্যোগে বিগত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ দুবাই-এ ভার্চুয়ালি "Impact of Covid-19 on Micro-small and medium sized enterprises (MSMEs) in Southern Africa: country experiences, with a focus on building back better in Mauritius" বিষয়ক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়েবিনারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আদনান আরিফ অংশগ্রহণ করেন।
- **Seventh meeting of Working Group on modalities of UNCTAD voluntary peer review exercises এ অংশগ্রহণ:** বিগত ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ Working group on modalities of UNCTAD voluntary peer review exercises এর ৭ম সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায়, কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ অংশগ্রহণ করেন।
- **UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review কার্যক্রম:** UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার রিপোর্ট চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আগামী ২২ জুলাই, ২০২২ তারিখে UNCTAD এর ২০তম IGE অধিবেশনে চূড়ান্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করা হবে। এ অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
- **"UNCTAD, ESCAP, TCCT Event on Competition and MSME Policies:** Strengthening MSMEs Post-COVID-19" **শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ:** বিগত ২৭-২৮ জুন, ২০২২ তারিখ The United Nation Economic Commission for Asia and Pacific (ESCAP) ও Trade Competition Commission Thailand (TCCT) এর সঙ্গে যৌথভাবে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অবস্থিত VIE Hotel Bangkok এ "UNCTAD, ESCAP, TCCT Event on Competition and MSME Policies: Strengthening MSMEs Post-COVID-19" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগের পরিচালক জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপক জনাব আবু সাইদ অংশগ্রহণ করেন।

ICN সম্পর্কিত কার্যক্রম

International Competition Network

- **Virtual ICN Promotion & Implementation Workshop -এ অংশগ্রহণ:** বিগত ০২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে প্রি-ওয়ার্কশপ ওয়েবিনার এবং পরবর্তীতে ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে কেইস অনুসন্ধান ও তদন্ত সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে চারটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেশনসমূহে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে সদ্য যোগদানকৃত সহকারী পরিচালকগণ সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।
- **2021 ICN Annual Conference এ অংশগ্রহণ:** বিগত ১৩ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ২০২১ ICN Annual Conference হাঙ্গেরি বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, পরিচালক মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা, উপপরিচালক জনাব আতিকুল ইসলাম এবং সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ তারেক হোসেন, ইশরাক মুহম্মদ অন্তিক, মোঃ আদনান আরিফ, মোঃ নাজমুল হোসেন ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনের শেষ দিন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম বক্তব্য প্রদান করেন।
- **2021 Cartel Workshop এ অংশগ্রহণ:** বিগত ১৭ নভেম্বর ২০২১ হতে ১৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ICN কর্তৃক 2021 Cartel Workshop অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে পনেরটি Breakout Session এবং তিনটি Plenary Session ছিল। উক্ত কর্মশালায় জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা, চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব), জনাব আতিকুল ইসলাম, উপপরিচালকের দায়িত্বে, জনাব মোঃ তারেক হোসেন, সহকারী পরিচালক ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।
- **ICN virtual Spotlight competition enforcement in the digital economy ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ:** বিগত ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ (বাংলাদেশ সময় ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ রোজ মঙ্গলবার ১:০০ ঘটিকায়) ICN Spotlight: Future direction of competition enforcement in the digital economy বিষয়ক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়েবিনারে জনাব মোঃ তারেক হোসেন, সহকারী পরিচালক ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।
- **ICN Agency Effectiveness Working Group webinars এ অংশগ্রহণ:** বিগত ১ মার্চ ২০২২, ১৫ মার্চ ২০২২ ও ৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ICN এর Agency Effectiveness Working Group এর ০৩ (তিন) টি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়েবিনার সমূহে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
- **2022 ICN Annual Conference এ অংশগ্রহণ:** আইসিএন এর ওয়ার্ক প্রোডাক্টসমূহ ব্যবহার করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কিভাবে উপকৃত হচ্ছে সে বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বিবরনী প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণের জন্য ICN হতে অনুরোধ করা হয়। আইসিএন এর ওয়ার্ক প্রোডাক্টসমূহ ব্যবহার করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কিভাবে উপকৃত হচ্ছে তা বর্ণনাপূর্বক একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয় যা জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত 2022 ICN Annual Conference এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

OECD-GFC সম্পর্কিত কার্যক্রম

- **Global Forum on Competition এর ২০ তম সম্মেলনে অংশগ্রহণঃ** বিগত ৬ ডিসেম্বর ২০২১ সোমবার হতে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ বুধবার পর্যন্ত Global Forum on Competition এর ২০ তম সম্মেলন ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের মূলভাব/বিষয় "Trade, Development and Competition"। কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ে কম্পিটিশন ও বাণিজ্য নীতিতে Level playing field কিভাবে বজায় রাখা সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও, সম্মেলনে একটি interactive সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে কমিশনের চেয়ারপার্সন, বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ এবং কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ হতে 20th OECD Global Competition Forum এ Neutrality by Competition Authorities-session বিষয়ে লিখিত মতামত (Written Contribution) প্রদান করা হয়।

- **Peer Review of Eurasian Economic Union (EAEU) কার্যক্রমে অংশগ্রহণঃ** OECD এর আমন্ত্রণে বিগত ০৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি Peer Review of Eurasian Economic Union (EAEU) কার্যক্রমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন হতে জনাব আতিকুল ইসলাম, উপপরিচালকের দায়িত্বে এবং জনাব মোঃ তারেক হোসেন, সহকারী পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।
- **Workshop on Regulatory Barriers to Competition in Professional Services এ অংশগ্রহণঃ** বিগত ১৮ নভেম্বর ২০২১ হতে ১৯ নভেম্বর ২০২১ OECD Online Workshop on Regulatory Barriers to Competition in Professional Services অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন, বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, সকল কর্মকর্তা এবং কমিশনের পরামর্শক ব্যারিস্টার মাফরুহা মারফি অংশগ্রহণ করেন।

৫.৩.৩ UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review কার্যক্রমঃ

Competition Law & Policy বিষয়ে UNCTAD এ যাবত ৩০ টি সদস্য দেশে Voluntary Peer Review করেছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা ও উত্তম চর্চা সমূহের আলোকে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ কে আরো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বিগত ০৩ মে ২০২১ তারিখের ৭ম সভায় UNCTAD কর্তৃক Voluntary Peer Review-র বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত কমিশনের ২৭ মে ২০২১ তারিখের প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এফটিএ-৫ অধিশাখা হতে ২৭ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড বরাবর প্রেরণ করা হয়। জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন থেকে প্রস্তাবটি যথাসময়ে UNCTAD বরাবর প্রেরণ করা হয়।

পরবর্তীতে, বিগত ০৭-০৯ জুলাই, ২০২১ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনলাইনে এবং অফলাইনে অনুষ্ঠিত UNCTAD এর Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Competition Law and Policy-র ১৯তম সভায় কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন এবং বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ ভার্চুয়ালি এবং জেনেভাস্থ স্থায়ী মিশনে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সিলর সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। বিগত ২৮ জুলাই ২০২১ তারিখে UNCTAD Secretariat এর আমন্ত্রণে Global Initiative Towards Post-Covid-19 Resurgence of the MSME Sector প্রজেক্টের একটি ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্যবৃন্দ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় বাংলাদেশ গ্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review এবং করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে UNCTAD বরাবর কারিগরি সহায়তার প্রস্তাব করেন।

UNCTAD Consultant Ms Leni Papa এঁর সঙ্গে আয়োজিত বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের চেয়ারপার্সন

UNCTAD Consultant Ms Leni Papa এঁর সঙ্গে আয়োজিত বৈঠকে অংশগ্রহণকারীগন

এরই ধারাবাহিকতায় UNCTAD কর্তৃক আয়োজিত একটি জরুরী ভার্চুয়াল সভা বিগত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ দুপুর ২:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় UNCTAD এর পক্ষে Competition and Consumer Policies Branch এর প্রধান Ms. Teresa Moreira এবং Legal Affairs Official Dr. Pierre Horna সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এবং কমিশনের পক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সম্মানিত সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, এস এম ই ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মফিজুর রহমান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ আবদুছ সামাদ আল আজাদ এবং জেনেভাস্থ স্থায়ী মিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় UNCTAD এর Global Initiative Towards Post-Covid-19 Resurgence of the MSME Sector প্রজেক্টের আওতায় সম্পূর্ণ বিনা খরচে UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং UNCTAD কর্তৃক Ms Ma Leonila Papa কে Independent Consultant হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

পরবর্তীতে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ সময় দুপুর ২:৩০ মিনিটে UNCTAD আরও একটি অনলাইন সভা আয়োজন করে। উক্ত সভায় UNCTAD কর্মকর্তাগণ, UNCTAD Consultant Ms Ma Leonila Papa, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন ও সদস্যবৃন্দ সহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আবদুছ সামাদ আল আজাদ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, এস এম ই ফাউন্ডেশন এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, জেনেভাস্থ স্থায়ী মিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী এবং জনাব মাজেদুল ইসলাম UN Resident Co-ordination Office, Dhaka অংশগ্রহণ করেন।

Consultant Ms Leonila Papa এর সঙ্গে ১ মার্চ থেকে ৪ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কমিশন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থাসহ অন্যান্য অংশীজনের ভার্চুয়ালি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে Independent Consultant ০৫ মার্চ, ২০২২ তারিখে স্বশরীরে বাংলাদেশ সফর করেন এবং ০৬ মার্চ, ২০২২ থেকে ১০ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত স্বশরীরে কমিশনসহ বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়/সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

UNCTAD এর Independent Consultant এবং Fact Finding Mission সরেজমিন এবং ভার্চুয়ালি অংশীজনের মতামত গ্রহণ ও তথ্য সংগ্রহ শেষে UNCTAD সচিবালয়ে রিপোর্ট প্রদান করেন। UNCTAD Model Law এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সংস্থার আইন ও উত্তম চর্চা সমূহের আলোকে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ কে আরো যুগোপযোগী, হালনাগাদ এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে উক্ত রিপোর্টে ৩১ টি সুপারিশ দেয়া হয়। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে Competition Commission of India (CCI), Philippine Competition Commission (PCC) এবং Competition Commission of South Africa (CCSA) কে Voluntary Peer Reviewer হিসেবে UNCTAD দায়িত্ব প্রদান করে। আগামী ২০-২২ জুলাই, ২০২২ তারিখে জেনেভাস্থ জাতিসংঘ দপ্তরে "Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy" এর ২০ তম অধিবেশনের আলোচ্য সূচীতে "Voluntary Peer Review of Competition Law & Policies: Bangladesh" অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত অধিবেশনে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর Voluntary Peer Review Report উপস্থাপন করা হবে। UNCTAD থেকে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন কে উক্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ অধিবেশনেই UNCTAD এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কমিশনকে কিভাবে সহায়তা প্রদান করা যায় এ বিষয়ে UNCTAD সচিবালয়, সম্ভাব্য দাতা সংস্থা এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হবে।

৫.৩.৪ কমিশনের কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:

কমিশনের সচিব জনাব মোঃ আব্দুস সবুর এর নেতৃত্বে জনাব মোঃ জসিম উদদীন, উপপরিচালক, জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক ও চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব, জনাব নাঈমুর রহমান, সহকারী পরিচালক এবং জনাব ইশরাক মুহম্মদ অন্তিক, সহকারী পরিচালক বিগত ০৮ মে ২০২২ তারিখ হতে ১২ মে ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনে (Competition Commission of India) প্রশিক্ষণ/ Expousure Visit এ অংশগ্রহণ করেন।

ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব অশোক কুমার গুপ্ত এঁর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সচিব জনাব মোঃ আব্দুস সবুর

ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়

৫.৪ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রমিক	কার্যক্রম	সংখ্যা	প্রস্তাবিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
(ক) এ্যাডভোকেসি			
০১.	ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠনের সাথে মতবিনিময় সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন।	০৪	৪.০০
০২.	প্রতিযোগিতা, আইন ২০১২ ও কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভা।	০৩	১.৫০
০৩.	ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার।	০৬	৩.০০
০৪.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও সেক্টর রেগুলেটরদের সাথে মতবিনিময় সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন।	০৫	২.৫০
০৫.	বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা/সেমিনার আয়োজন।	১০	১৫.০০
০৬.	MSME বিষয়ক মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন।	০৫	৫.০০
০৭.	বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অবহিতকরণ কর্মসূচী/কর্মশালা আয়োজন।	০৪	৪.০০
০৮.	কমিশনের ০৫ টি অগ্রাধিকার সেক্টর হিসেবে খাদ্য, কৃষি, নির্মান, স্বাস্থ্যসেবা ও ই-কমার্স সেক্টরের সঙ্গে মতবিনিময় সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন।	০৫	২.৫০
০৯.	ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ও Digital Economy বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন।	০১	৫.০০
১০.	এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বুকলেট (booklet) তৈরি ও প্রচার করা।	০৪	২.০০
১১.	অংশীজনের সঙ্গে Competition Compliance Programs বিষয়ক মতবিনিময় সভা আয়োজন।	০৫	৫.০০

ক্রমিক	কার্যক্রম	সংখ্যা	প্রস্তাবিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
(খ) পলিসি			
০১.	প্রতিযোগিতা আইনের আলোকে বিদ্যমান সরকারি নীতিমালা/আইন/বিধি পর্যালোচনা।	০৩	১.০০
০২.	বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা নীতিমালা পর্যালোচনা।	০৪	১.০০
০৩.	"বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা নীতিমালা" (Bangladesh Competition Policy) প্রণয়নের যৌক্তিকতা সরকারের নিকট উপস্থাপন।	০১	১.০০
০৪.	"Competition Compliance Guidelines for Enterprises" প্রণয়নের প্রাথমিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।	০১	২.০০
০৫.	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) এর আলোকে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	০১	১.০০
০৬.	Sustainable Development Goals 2030 এর আলোকে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	০১	১.০০
০৭.	সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে প্রতিযোগিতা কমিশনের করণীয় নির্ধারণ ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন।	০১	১.০০
০৮.	বিভিন্ন MoU, PTA, FTA, CEPA ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের করণীয় সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরি করা।	০৪	২.০০
(গ) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক			
০১.	UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর Voluntary Peer Review Report এর dissemination ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;	০২	৩.০০
০২.	UNCTAD এর IGE সম্মেলন ও অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।	০২	৮.০০
০৩.	ICN এর বার্ষিক সম্মেলন, ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যক্রমসহ এবং বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।	১০	(ভার্চুয়ালি)
০৪.	OECD-GFC-র বার্ষিক সম্মেলন, কর্মশালা ও ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ।	০২	৭.০০
০৫.	OECD-KPC-র কর্মশালা ও ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ।	০৬	(ভার্চুয়ালি)
০৬.	JFTC ও KFTC এর সঙ্গে MoU স্বাক্ষর।	০২	১০.০০
০৭.	ভারত, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউরোপীয়ান কমিশন এবং যুক্তরাষ্ট্রের এফটিসি ও ডিওজে এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ।	০৫	৫.০০
০৮.	কমিশনের কর্মকর্তাগণের বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সংস্থায় প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর আয়োজন।	১০	২৫.০০

lô Aa¨vq

৬. ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ

কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার লক্ষ্যে আমদানিকৃত, রপ্তানিকৃত এবং দেশে উৎপাদিত নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের বাজার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ, জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পণ্য ও সেবা খাত সম্পর্কে গবেষণা বা স্টাডি পরিচালনা, বাজার কাঠামো নির্ণয়, বাজারে কার্টেল (Cartel) এর অস্তিত্ব যাচাই, কর্তৃত্বময় (Dominant) অবস্থানের অপব্যবহার ও প্রতিযোগিতা বিরোধী কোনো চুক্তি বা কর্মকান্ড বিষয়ে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও এ বিভাগ বিভিন্ন পণ্য ও সেবা খাত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা আয়োজন করে থাকে। সর্বোপরি, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমকে বেগবান করার ক্ষেত্রে এ বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৬.১ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে সম্ভাব্য কার্টেল প্রতিরোধের লক্ষ্যে আয়োজিত সভা:

৬.১.১ ভোজ্য তেলের বাজারে সাম্প্রতিককালে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান সংক্রান্ত সভাঃ

ভোজ্য তেলের বাজারে সাম্প্রতিককালে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান এবং বাজারে ভোজ্য তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার গতিপ্রকৃতিসহ এ বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও আশু করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ০৫-০৯-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ দেশে ভোজ্য তেল আমদানিকারী ও পরিশোধনকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত:

- ❖ কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ
  - বিগত এক বছরে ভোজ্য তেলের আমদানি, উৎপাদন ও পরিশোধনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে;
  - ভোজ্য তেলের দেশিয় ও বৈশ্বিক বাজার পর্যালোচনাপূর্বক সার্বিক পরিস্থিতি যাচাই বাছাই করবে;
  - দেশে তেল পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠান দিন দিন কমে যাবার কারণ উদ্‌ঘাটন করবে;
  - ভোজ্য তেলের বাজারে ওলিগোপলির অস্তিত্ব যাচাই করবে;
  - ভোজ্য তেলের বাজার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য (যেমন- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও আমদানীকারকের সংখ্যা, বিগত সময়ে ভোজ্য তেলের বাজারে মূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি, আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্য তেলের মূল্য, দেশিয় উৎপাদন, আমদানির পরিমাণ ও চাহিদা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে; এবং
- ❖ ভোজ্য তেলের বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং ভোজ্য তেলের মূল্য সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার বিষয়ে ভোজ্য তেল ব্যবসায়ীগণ ভূমিকা পালন করবেন।

৬.১.২ চিনির বাজারে সাম্প্রতিককালে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ উদ্‌ঘাটন সংক্রান্ত সভাঃ

চিনির বাজারে সাম্প্রতিককালে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ উদ্‌ঘাটন এবং বাজারে চিনির মূল্য ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বাজার পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, ও আশু করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ০৫-০৯-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি

সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ চিনি সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আমদানীকারক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- ❖ কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ
    - চিনির দেশিয় ও বৈশ্বিক বাজার পর্যালোচনাপূর্বক সার্বিক পরিস্থিতি যাচাই করবে;
    - দেশে চিনি পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠান দিন দিন কমে যাবার কারণ উদ্‌ঘাটন করবে;
    - চিনির বাজারে ওলিগোপলির অস্তিত্ব অনুসন্ধান করবে;
    - এ বাজারে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য (যেমন- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও আমদানিকারকের সংখ্যা, বিগত সময়ে চিনির বাজারে মূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য, দেশিয় উৎপাদন, আমদানির পরিমাণ ও চাহিদা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে; এবং
- ❖ চিনির বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং চিনির মূল্য সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ ভূমিকা পালন করবেন।

৬.১.৩ ই-কর্মাস সেক্টরের সাম্প্রতিক কার্যক্রম সংক্রান্ত সভাঃ

ই-কর্মাস সেক্টরের সাম্প্রতিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিগত ২১-০৯-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, ই-ক্যাব, ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ এবং দেশের বিভিন্ন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- ❖ ই-ক্যাবের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন মেনে চলার শর্তারোপ করা, বিদ্যমান সদস্যদের বিজনেস মডেল যাচাই করা এবং সদস্যগণ বাজারে যেন কোনো প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত না হয় সেজন্য ই-ক্যাব যথাযথভাবে মনিটরিং করবে।
- ❖ কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ
    - প্রতিযোগিতা আইন-২০১২ সম্পর্কে ই-কমার্স উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করবে;
    - ই-কমার্স সেক্টরে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিদ্যমান আছে কিনা তা যাচাই করবে;
    - সভায় আমন্ত্রিত অথচ অনুপস্থিত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে; এবং
- ❖ কমিশনের প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ এবং কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ ই-কমার্স মার্কেট বিষয়ক নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, মনিটরিং ও মার্কেট ট্রেন্ড সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়ার জন্য আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.১.৪ রাসায়নিক সারের বাজারে কৃত্রিম সংকটের কারণ অনুসন্ধান ও কার্টেলের অস্তিত্ব পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভাঃ

রাসায়নিক সারের বাজারে কৃত্রিম সংকটের কারণ অনুসন্ধান ও কার্টেলের অস্তিত্ব পর্যালোচনা সংক্রান্ত একটি সভা বিগত ১৪-১২-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএ), এ সেক্টর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং অন্যান্য অংশীজন অংশগ্রহণ করেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

❖ কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ

- সারের বাজার বিশ্লেষণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট থেকে সারের আমদানি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর নিকট থেকে সারের আমদানি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে;
- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর নিকট থেকে সারের বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে;
- সার আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএ) এর মেম্বারশিপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক কিনা এবং অত্যাবশ্যক হলে তা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর আওতায় যৌক্তিক কিনা সেটি যাচাই করবে;
- সারের বাজারের মার্কেট স্ট্রাকচার নির্ধারণসহ আমদানির ক্ষেত্রে বাজারে প্রবেশে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা কিংবা কোনো কৃত্রিম সংকটের কারণে দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা তা যাচাই এবং দেশে সারের মূল্যের উপর আর্ন্তজাতিক বাজারমূল্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব বিশ্লেষণ করবে;

❖ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সার বিতরণে কোনো অনিয়ম বিদ্যমান রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতির মতামত সংগ্রহ করবে।

৬.১.৫ "মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার ও বিমানের টিকেট 'সিন্ডিকেট' বন্ধের দাবি" সংক্রান্ত সভাঃ

"মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার ও বিমানের টিকেট 'সিন্ডিকেট' বন্ধের দাবি" সংক্রান্ত প্রতিবেদনের উপর বিগত ১০-০২-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লি: (বোয়েসেল) এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

❖ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূকে

- ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে নির্ধারিত চার্জ অনুযায়ী লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল অ্যাপসের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পরামর্শ প্রদান করা হয়;
- শ্রমিক রপ্তানিতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রেখে এজেন্সি নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়;

❖ মালয়েশিয়ায় শ্রমিক রপ্তানিতে বোয়েসেল এর দায়িত্ব পালনের সুযোগ না থাকার কারণসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়; এবং

❖ দেশিয় রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সাথে মালয়েশিয়ার এজেন্সিগুলো পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করার ক্ষেত্রে যেন সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকে তা নিশ্চিতকরণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৬.১.৬ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর সাথে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর সম্পর্কিত মতবিনিময় সভাঃ

ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের বাজার সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর সাথে বিগত ২৪-০২-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি), বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

❖ কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট হতে বাংলাদেশে রপ্তানিকৃত ফার্মাসিউটিক্যালের কাঁচামালের পরিমাণ সম্পর্কিত দেশ ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করবে;
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে ঔষধের মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে;
- বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির একই জেনেরিক নামের সম মাত্রার ঔষধের মূল্যের বিভিন্নতার কারণ জানবে; এবং

❖ বাজারে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় বন্ধে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে যথাযথ মনিটরিং ও ডাটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৬.১.৭ ভোজ্য তেলের বাজার পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভাঃ

ভোজ্য তেলের বাজার পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিগত ২৪-০২-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), সিটি গ্রুপ, সেনা কল্যাণ সংস্থা, গ্লোব এডিবল অয়েল লিমিটেড, টিকে গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

❖ কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ

- বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট হতে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত ভোজ্য তেলের (সয়াবিন ও পামওয়েল) মাসিক ও বার্ষিক মোট পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে;
- বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট হতে ভোজ্য তেলের (সয়াবিন ও পামওয়েল) আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য সম্পর্কিত তথ্য এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর নিকট হতে ভোজ্য তেলের (সয়াবিন ও পামওয়েল) দেশিয় বাজারে খুচরা ও পাইকারী মূল্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে; এবং
- ভোজ্য তেল পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পরিশোধনের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে।

৬.১.৮ BIWTA ও লঞ্চ মালিক সমিতিসহ সকল অংশীজন সমন্বয়ে আয়োজিত সভাঃ

BIWTA ও লঞ্চ মালিক সমিতিসহ সকল অংশীজন সমন্বয়ে বিগত ২৪-০২-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লঞ্চ মালিক সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

❖ লঞ্চ ও নৌ-পরিবহন সেক্টরে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের অস্তিত্ব চিহ্নিতকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬.২ ডাটাবেইজ তৈরি/প্রণয়নঃ

কমিশনের কাজের সুবিধার্থে পণ্য ও সেবার ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১০ (দশ)টি দল গঠনপূর্বক প্রাথমিকভাবে ৪৬ (ছিচল্লিশ)টি পণ্য ও ১৩ (তের)টি সেবা খাতকে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত পণ্য ও সেবার বাজার সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবার বাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য (উদাহরণস্বরূপ: মাস ভিত্তিক বাজার মূল্য, আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য, আমদানি মূল্য ও আমদানির পরিমাণ, আমদানিকারকের তালিকা, মোট চাহিদার পরিমাণ, শীর্ষ ১০ আমদানিকারকের তথ্য, সরবরাহ চেইন, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন ও সংরক্ষণ মৌসুম ইত্যাদি) সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

"দেশের পোল্ট্রি ফিড, পশুখাদ্য ও মৎস্য খাদ্যের বাজার" সম্পর্কে সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিষয়ক ভ্যালিডেশন সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী।

"বাংলাদেশের চালের বাজার" সম্পর্কে সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিষয়ক ভ্যালিডেশন সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন খাদ্য সচিব জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি।

পণ্য ও সেবার ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশনের নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ১০ (দশ)টি দল কর্তৃক ১০টি পণ্য ও সেবার সমীক্ষা প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করা হয়েছে।

দলের নাম	সমীক্ষার নাম	কর্মকর্তার নাম	দায়িত্ব
দল-০১	দেশের পোল্ট্রি ফিড, পশুখাদ্য ও মৎস্য খাদ্য বাজার সমীক্ষা	জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ, পরিচালক	আহ্বায়ক
		জনাব মোঃ তায়েব-উর-রহমান আশিক, উপপরিচালক	সদস্য
দল-০২	বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষাখাতে টিউশন ফি, সেশন ফি, উন্নয়ন ফি বিষয়ক সমীক্ষা	জনাব নূর মোহাম্মদ মাসুম, পরিচালক	আহ্বায়ক
দল-০৩	বাংলাদেশের চামড়ার বাজার সমীক্ষা	জনাব মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম, পরিচালক	আহ্বায়ক
		জনাব মোঃ আদনান আরিফ, সহকারী পরিচালক	সদস্য
দল-০৪	বাংলাদেশের চিনির বাজার সমীক্ষা	জনাব মোঃ আব্দুস সবুর, সচিব	আহ্বায়ক
		জনাব মোঃ ইশরাক মুহম্মদ অন্তিক, সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	সদস্য
দল-০৫	বাংলাদেশে এমএস রডের বাজার সমীক্ষা	জনাব মোঃ মাহবুব আলম, উপপরিচালক	আহ্বায়ক
		জনাব নাঈমুর রহমান, সহকারী পরিচালক	সদস্য
দল-০৬	বাংলাদেশে পেঁয়াজের বাজার সমীক্ষা	জনাব মোঃ জসিম উদ্দীন, উপপরিচালক	আহ্বায়ক
		জনাব শেখ রুবেল, লাইব্রেরীয়ান	সদস্য
দল-০৭	দেশের ঔষধের বাজার সমীক্ষা	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক	আহ্বায়ক
		জনাব মোঃ নাজমুল হোসেন, সহকারী পরিচালক	সদস্য
দল-০৮	বাংলাদেশের চালের বাজার সমীক্ষা	জনাব সারাওয়াত মেহজাবীন, উপপরিচালক	আহ্বায়ক
		জনাব মোঃ শেখ তানভীর জামান, সহকারী পরিচালক	সদস্য
দল-০৯	বাংলাদেশের বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সমীক্ষা	জনাব মিনারা নাজমীন, সিনিয়র সহকারী সচিব	আহ্বায়ক
		জনাব মোঃ তারেক হোসেন, সহকারী পরিচালক	সদস্য
দল-১০	দেশে আলুর বাজার সমীক্ষা	জনাব মুহাম্মদ রায়হান আলম, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	আহ্বায়ক
		জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য

"বাংলাদেশের চিনির বাজার সমীক্ষা" সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিষয়ক ভ্যালিডেশন সেমিনার।

"বাংলাদেশের চামড়ার বাজার" বিষয়ক সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিষয়ক ভ্যালিডেশন সেমিনার।

"বাংলাদেশের বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সমীক্ষা" *সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রতিবেদন* বিষয়ক ভ্যালিডেশন সেমিনার।

"বাংলাদেশের পেঁয়াজের বাজার সমীক্ষা" *সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রতিবেদন* বিষয়ক ভ্যালিডেশন সেমিনার।

বাজার গবেষণার অংশ হিসেবে ১০ টি পণ্য ও সেবার সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনসমূহে উল্লিখিত ফলাফল ও মতামত নিম্নরূপ:

সমীক্ষার নাম	প্রাপ্ত ফলাফল
দেশের পোল্ট্রি ফিড, পশুখাদ্য ও মৎস্য খাদ্য বাজার সমীক্ষা	সমীক্ষালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যে, ফিড বাজার অধিকতর কেন্দ্রিভূত (Highly Concentrated)। বাজারে ১৫ টি কোম্পানি ৭০% দখল করে আছে। বাকি ১১৪ টি কোম্পানি মাত্র ৩০% দখল করে আছে।
বাংলাদেশের চামড়ার বাজার সমীক্ষা	১. চামড়ার সরবরাহ মৌসুম ভিত্তিক। সুতরাং খুবই কম সময়ের মধ্যে সারা বছরের সরবরাহের একটি বিশাল অংশ বাজারে প্রবেশ করে; ২. এতো অল্প সময়ে এ বিশাল সরবরাহ বাজারে প্রবেশ করায় একটি সরবরাহ শঙ্কা তৈরী হয়। সুতরাং এ বাজারটি প্রশমিত করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে; ৩. চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খলটি খুবই পুরাতন পদ্ধতির। তাই এখানে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ ও এতে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রবেশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, সরবরাহ শৃঙ্খলের নিচের স্তরে কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ নেই। বিষয়টি বিবেচনা করে সরবরাহ শৃঙ্খলটি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে; ৪. সাভারে চামড়া শিল্প নগরীর Central Effluent Treatment Plant (CETP) এর সক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় কম। বর্তমান সিইটিপির সক্ষমতা ২৫ হাজার ঘনমিটার হলেও রপ্তানি নির্ভর চামড়া শিল্পে মাত্র ০৪ টি ট্যানারির Leather Working Group (LWG) সনদ রয়েছে; ৫. চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত সকল ট্যানারী মালিকদের LWG সনদ নেই যা বর্তমান চামড়ার বাজারের পূর্ণ সমীক্ষা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে অন্তরায়। সুতরাং সকল ট্যানারীর জন্যই LWG সনদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

সমীক্ষার নাম	প্রাপ্ত ফলাফল
বাংলাদেশে এমএস রডের বাজার সমীক্ষা	১) এমএস রডের মার্কেটের উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় ৩৬.২৬% আবুল খায়ের স্টিল, বিএসআরএম, কেএসআরএম, জিপিএইচ এ ৪ টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি CR4 এর মানের সীমা অনুযায়ী ০% থেকে ৪০% সীমার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এম এস রডের মার্কেটটি Low Concentrated এবং এটি মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন মার্কেট কাঠামোর অধীন; ২) সারা দেশে এমএস রডের মোট উৎপাদনের প্রায় ৩৩.৬৫% উপর্যুক্ত ৪ টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি উপরে উল্লিখিত CR4 এর মানের সীমা অনুযায়ী ০% থেকে ৪০% সীমার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, মোট উৎপাদনের ভিত্তিতেও এমএস রডের মার্কেটটি Low Concentrated এবং এটি মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন মার্কেট কাঠামোর অধীন; ৩) অন্যদিকে, উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে এমএস রডের মার্কেটের সকল প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের বর্গের যোগফল বা HHI প্রায় ৪৪২.৪৮, যা ১৫০০ এর কম। এ থেকে বলা যায় যে, এমএস রডের মার্কেটটি Low Concentrated; ৪) বাস্তব উৎপাদনের ভিত্তিতে এমএস রডের মার্কেটের সকল প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের বর্গের যোগফল বা HHI প্রায় ৪১১.৬২, যা ১৫০০ এর কম। এ থেকে বলা যায় যে, এমএস রডের মার্কেটটি Low Concentrated; ৫) এমএস রড উৎপাদনের মোট খরচের প্রায় ৮০ শতাংশ কাঁচামাল ক্রয় বাবদ খরচ হয়। তাই কাঁচামালের (স্ক্র্যাপ লোহা) দাম বৃদ্ধির সাথে সাথেই এমএস রডের দাম বেড়ে যায়।
বাংলাদেশের পেঁয়াজের বাজার সমীক্ষা	১. পেঁয়াজ সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় পাবনা জেলায়, যা মোট উৎপাদনের ২৫% এবং সবচেয়ে কম উপাদন হয় ফেনী জেলায়, যা মোট উৎপাদনের .০০১%; ২. সব সময়ই দেশি পেঁয়াজের খুচরা বিক্রয় মূল্য আমদানিকৃত পেঁয়াজের খুচরা বিক্রয় মূল্য থেকে বেশি থাকে; ৩. যে বিভাগগুলোতে পেঁয়াজের উৎপাদন কম সে বিভাগগুলোতে পেঁয়াজের বিক্রয়মূল্য সাধারণত বেশি থাকে; ৪. দেশে মোট ২.৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ আবাদ করা হয়, যা মোট আবাদি জমির ১.২৫%। পেঁয়াজ চাষের জন্য ০.৭৫% আবাদি জমি বৃদ্ধি তথা ২% জমিতে পেঁয়াজ আবাদ করা গেলে দেশিয় চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে; ৫. পেঁয়াজের চাহিদা প্রায় ২% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে; ৬. পেঁয়াজ উৎপাদন খরচের মধ্যে সবচেযে বেশি খরচ হয় বীজ ক্রয়ে, যা মোট খরচের প্রায় ২৯%; ৭. উৎপাদন মূল্যের উপর পাইকারি বাজার মূল্যের সম্পর্ক দেখা যায় না। তবে পাইকারি মূল্যের উপর খুচরা মূল্যের সম্পর্ক রয়েছে। পাইকারি মূল্য ১০০% বৃদ্ধি পেলে খুচরা মূল্য ৯১% বৃদ্ধি পায়; ৮. বাংলাদেশের মোট পেঁয়াজ আমদানির ৬০% আসে ভারত থেকে; ৯. পেঁয়াজ পরিবহনে রেলওয়ের চেয়ে সড়ক পথে খরচ অপেক্ষাকৃত কম এবং পেঁয়াজ পরিবহনে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয় সড়ক পথে টেকনাফ স্থলবন্দর দিয়ে আমদানির ক্ষেত্রে।
দেশের ঔষধের বাজার সমীক্ষা	১. কোম্পানীগুলোর বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতার তুলনায় বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ কম; ২. দেশিয় কাঁচামালের অপ্রতুলতার কারণে আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীলতা বেশী; ৩. একক প্রতি উৎপাদন খরচ, একক প্রতি পাইকারী মূল্য ও একক প্রতি খুচরা মূল্য এর মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; ৪. Price Fixation Policy, ১৯৯২ কার্যকর থাকলেও উক্ত Policy অনুযায়ী প্রতি বছর ঔষধের মূল্য নির্ধারণ করা হয় না; ৫. HHI এর ভিত্তিতে প্যারাসিটামল ও মেট্রোনিডাজল গ্রুপের ঔষধের মার্কেটটি Concentrated।
বাংলাদেশের চিনির বাজার সমীক্ষা	১. ২০০৫ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত দেশিয় চিনির উৎপাদন হার ক্রমে হ্রাস পেয়েছে; কেজি প্রতি চিনির উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশিয় চিনির মোট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে; বার্ষিক মোট আমদানিকৃত চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং চিনি উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে; ২. দেশিয় চিনিকল সমূহে ২০০৫ সালে যেখানে কেজি প্রতি সুদসহ চিনি উৎপাদন খরচ ছিল ৩৭.৫৯ টাকা সেখানে ২০২০ সালে তা শতকরা প্রায় ৮৪.৫৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৩.২৩ টাকা হয়েছে;

সমীক্ষার নাম	প্রাপ্ত ফলাফল
	৩. চিনির উৎপাদন ১% বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কেজি প্রতি চিনির উৎপাদন খরচ ৬০.৮০ টাকা হ্রাস করা সম্ভব; ৪) Time Series Analysis এর মাধ্যমে (Forecast Model) দেখা যায়, ২০০৫ হতে চলমান বর্তমান পর্যন্ত গতি প্রকৃতি অব্যাহত থাকলেও অন্যান্য সকল Factor অপরিবর্তিত থাকলে, ২০৩০ সাল পর্যন্ত চিনির কেজি প্রতি উৎপাদন মূল্য শতকরা প্রায় ৩৩.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৬.৪৫৪ টাকায় উন্নীত হতে পারে এবং বার্ষিক মোট চিনির উৎপাদন প্রায় শূন্যের কোটায় অবতরণ করতে পারে; ৬) চিনির খুচরা বাজার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির Statistically Significant প্রভাব নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির মূল্য বৃদ্ধির কারণে দেশের খুচরা বাজারে অস্বাভাবিক হারে চিনির মূল্য বৃদ্ধির পেছনে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড দায়ী থাকতে পারে বলে ধারণা করা যায়; ৭) বর্তমানে দেশের বার্ষিক মোট চিনির চাহিদার প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ ৫ টি বেসরকারি চিনি আমদানিকারক পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণ করা হয় এবং কেবল শতকরা ২ ভাগ দেশিয় চিনি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন পূরণ করে; ৮) চিনির বাজারে শীর্ষ ৪ টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে সিটি সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (সিটি গ্রুপ), ইউনাইটেড সুগার মিলস লিমিটেড (মেঘনা গ্রুপ), দেশবন্ধু সুগার লিমিটেড ও এস.আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক বাজারের প্রায় ৯৫% নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ বার্ষিক মোট যোগান (supply) এর ভিত্তিতে চিনির বাজারটি একটি highly concentrated মার্কেট এবং গাঠনিকভাবে (structurally) এটি একটি ওলিগোপলি (oligopoly) মার্কেট কাঠামোর অধীন; ৯) চিনির বাজারে HHI প্রায় ২৮৩৫.২৯, যা ২৫০০ এর অধিক। সুতরাং HHI অনুযায়ী, বাজারে বিদ্যমান আমদানি ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চিনির বার্ষিক মোট যোগানের ভিত্তিতে চিনির বাজার একটি highly concentrated বাজার; ১০) কেজি প্রতি র'সুগার (Raw Sugar) বন্দর পর্যন্ত আমদানিতে মূল্য সংযোজন ৫১.৪৮%; কেজি প্রতি আমদানিকৃত র'সুগার হতে পরিশোধিত প্যাকেটজাত চিনি উৎপাদনে মূল্য সংযোজন হয় ২০.৯১% এবং কেজি প্রতি পরিশোধিত প্যাকেটজাত চিনি সরবরাহসহ MRP তে মূল্য সংযোজন হয় ৯.০৮%।
বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষা খাতে টিউশন ফি, সেশন ফি, উন্নয়ন ফি বিষয়ক সমীক্ষা	১. <u>প্রতিযোগিতামূলক বা তুলনামূলক ফি নির্ধারণে জটিলতা</u> ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, সেশন, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, পরীক্ষা, ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের শিক্ষায়তনে অধ্যয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উচ্চ র‍্যাংকিং সম্পন্ন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় নানাবিধ ফি আদায়ের পরিবর্তে কেবল টিউশন ফি আদায় করে এবং টিউশন ফি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, ল্যাবরেটরি, পরীক্ষা গ্রহণ, ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবা প্রদান করে থাকে। ফলে, এ সকল উচ্চ র‍্যাংকিং সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নের জন্য একজন শিক্ষার্থীর মোট কত টাকা খরচ হবে তা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের টিউশন ফি দেখে সহজেই বোঝা যায়। ফলে শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতামূলক খরচ সম্পর্কে অতি সহজেই ধারণা লাভ করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ টিউশন ফি ছাড়াও অন্যান্য খাতে নানাবিধ ফি আদায় করে থাকে। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কোনো প্রোগ্রামে অধ্যয়নের জন্য একজন শিক্ষার্থীকে মোট কত টাকা ফি প্রদান করতে হয় তার তুলনামূলক বা প্রতিযোগিতামূলক বিবরণী নিরূপণ করা বেশ জটিল ও সময় সাপেক্ষ। এ কারণে সাধারণ শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক বা অন্যান্যদের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক সামষ্টিক ফি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ ও সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দুরূহ। এমনকি অনেক শিক্ষার্থী কম টিউশন ফি দেখে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পরবর্তীতে অন্যান্য ফি দেখে তা পরিশোধ করতে না পেরে সেখানে লেখাপড়া পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন মর্মে অভিযোগ রয়েছে। বেসরকারি অন্যান্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও এটি অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নানাবিধ ফি পুনর্বিবেচনাপূর্বক সকল ফি এর পরিবর্তে একীভূত টিউশন ফি নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এ সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হতে পারে।

সমীক্ষার নাম	প্রাপ্ত ফলাফল
	২. প্রতিযোগিতা বিরোধী অনুশীলন (কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার, মূল্য বৈষম্য, ইত্যাদি) আছে কিনা ২.১. জাতীয় শিক্ষাক্রমের আওতায় পরিচালিত স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ ও কলেজ এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবেচনাযোগ্য। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ফি এর পরিমাণ খুবই সামান্য এবং তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। অপরদিকে, এমপিওভুক্ত এবং আংশিক এমপিওভুক্ত এবং নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ফি এর উর্ধ্বসীমা নির্ধারণের বিষয়টি সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বোচ্চ ফি এবং সর্বনিম্ন ফি এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের মোট ফি এর মধ্যে পার্থক্য বেশ কম। এখানে উল্লেখ্য, উপরে আলোচনা করা হয়েছে যে, এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃত্বময় অবস্থানে নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়। ২.২. ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইংরেজি মিডিয়াম লেভেলে কেবল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান, কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। সরকার ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলসমূহের ক্ষেত্রে কোনো ফি নির্ধারণ করেনি। স্কুলসমূহে সর্বোচ্চ ফি এবং সর্বনিম্ন ফি এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের মোট ফি এর মধ্যে পার্থক্য বেশ কম। অধিকাংশ স্কুল বেশি লাভ করার জন্য অধিক ফি নির্ধারণ ও তা আদায় করে থাকে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে, এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃত্বময় অবস্থানে নেই। ২.৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কোনো ফি নির্ধারণ করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বোচ্চ ফি এবং সর্বনিম্ন ফি এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের মোট ফি এর মধ্যে পার্থক্য বেশ কম। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বেশি লাভ করার জন্য অধিক ফি নির্ধারণ ও তা আদায় করে থাকে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ফি নির্ধারণ করে থাকে। নিম্ন সারির বিশ্ববিদ্যালয় যেমন গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ও সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি ভাল শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য তাদের নিকট থেকে তুলনামূলকভাবে কম ফি নিয়ে থাকে। এতে ফি এর ক্ষেত্রে মূল্য বৈষম্য প্রতীয়মান হয়। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃত্বময় অবস্থানে নেই।
বাংলাদেশের চালের বাজার সমীক্ষা	১) অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ/২০২২ মৌসুমে ১/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৩১,৫০৯ টন বোরো ধান এবং ১,৭৭,০১২ মে.টন চাল যা চালের আকারে মোট ১,৯৭,৪৯৩ মে. টন সংগৃহীত হয়েছে; ২) দেশিয় চাল ব্যবসায়ীরা বাজারে বড় অংশ ধারণ করে। বাজারের কয়েকটি করপোরেট প্রতিষ্ঠান মিল থেকে বেশি দামে চাল কিনে আরো বেশি দামে বাজারে বিক্রি করছে। এতে দাম বাড়ছে; ৩) ছয়টি প্রতিষ্ঠান কেজি প্রতি ৬০ থেকে ৬৫ টাকার চাল প্যাকেটজাত করে ৮০ থেকে ৮৫ টাকায় বিক্রি করছে; ৪) স্থানীয়ভাবে অন্য ব্যবসায়ীরা হঠাৎ ধান-চাল মজুতের ব্যবসায় নেমেছেন; ৫) সাধারণ ভোক্তাদের অনেকে চালের বাজার অস্থির দেখে কয়েক মাসের চাল একসঙ্গে কিনে রাখছেন। এভাবে চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে; ৬) কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সবমিলে ৬ থেকে ৭ লাখ টন চাল প্যাকেট করে বাজারজাত করছে।
বাংলাদেশের বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সমীক্ষা	১) স্বাস্থ্য সেবা খাতের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম এবং দুর্নীতি বিদ্যমান রয়েছে; ২) নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের দুর্বল তদারকি ব্যবস্থায় এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না; ৩) অপরিকল্পিতভাবে এ খাতের সম্প্রসারণের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে; ৪) বেসরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে প্রধানত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বিবেচনায়; ৫) অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষার মূল্য ও অন্যান্য সার্ভিস চার্জ সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য এলাকার নির্ধারিত মূল্য বিবেচনা সাপেক্ষে ঐ এলাকার মালিক সমিতি নির্ধারণ করে।

সমীক্ষার নাম	প্রাপ্ত ফলাফল
মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বাজার সমীক্ষা	১) MFS সেক্টরের সূচনালগ্ন হতে বর্তমান পর্যন্ত এ মার্কেটের প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট গ্রাহক সংখ্যা (End User), মোট Agent সংখ্যা, দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ এবং ক্যাশ-আউট (Cash-Out) লেনদেনের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হলেও MFS সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে MFS মার্কেটটি দিন দিন concentrated হচ্ছে; ২) প্রতি ১০০০ টাকা ক্যাশ আউট লেনদেনের ক্ষেত্রে শীর্ষ ৩ মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিকাশ সাপ্লাই চেইনের Distributor/Super agent, Agent ও SMS সেবা প্রদানকারী মোবাইল ফোন অপারেটরদের এসএমএস চার্জ হিসেবে অপর দুই প্রতিষ্ঠান রকেট ও নগদের তুলনায় অতিরিক্ত চার্জ প্রদান করে থাকে। ফলে সরবরাহ চেইনের Distributor/Super Agent, Agent I SMS সেবা প্রদানকারী অংশীজন অতিরিক্ত লাভের আশায় গ্রাহককে অন্যান্য MFS প্রতিষ্ঠানের সেবার পরিবর্তে কেবল বিকাশের মাধ্যমে লেনদেন করতে পরামর্শ প্রদান করে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য MFS প্রতিষ্ঠানের সেবা available নেই বলে লেনদেনে অস্বীকৃতি জানায়। এতে বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বিনষ্ট হয়; ৩) MFS প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট গ্রাহক সংখ্যা (End User) ও ক্যাশ-আউট (Cash-Out) লেনদেনের পরিমাণের ভিত্তিতে MFS মার্কেটটি Highly Concentrated এবং মোট এজেন্ট সংখ্যার ভিত্তিতে মার্কেটটি Medium Concentrated; ৪) MFS প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট গ্রাহক সংখ্যা (End User), মাসিক মোট ক্যাশ-আউট লেনদেন সংখ্যা, দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ এবং মোট Agent সংখ্যার ভিত্তিতে MFS মার্কেটটি একটি ওলিগোপলি (Oligopoly) মার্কেট; ৫) MFS প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদানে বিদ্যমান ব্যাংক-লেড মডেল অনুসরণ করায় অনেক নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ ও বিনিয়োগ থাকার পরও এ বাজারে প্রবেশ করতে পারে না, যা এক ধরণের পরোক্ষ Entry Barrier।

কার্যপদ্ধতি:

কোনো মার্কেটে বিদ্যমান ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যার উপর মার্কেটকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা:

ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যার ভিত্তিতে বাজারের গঠন প্রকারভেদ

কর্তৃত্বময় অবস্থানে থাকা ক্রেতা/ বিক্রেতা	১টি	২টি	২টি বা ততোধিক
বিক্রেতা	মনোপলি	ডুয়োপলি	ওলিগোপলি
ক্রেতা	মনোপসনি	ডুয়োপসনি	ওলিগোপসনি

ছক- অনুযায়ী মনোপলি মার্কেটে সাধারণত একটি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান থাকে; ডুয়োপলিতে দুটি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান থাকে এবং ওলিগোপলিতে দুই বা ততোধিক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান থাকে। ওলিগোপলি মার্কেটের জন্য সাধারণত বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কোন উর্ধ্বসীমা নেই। তবে এই সংখ্যাটি এমন low enough হতে হবে যেন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যকলাপকে significantly প্রভাবিত করে। ওলিগোপলি মার্কেটের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মার্কেট শেয়ার কম হয় কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো সংখ্যায় বেশি হয় এবং CR4 Index এর মান ৭০% থেকে ১০০% এর মধ্যে অবস্থান করে। অপরদিকে ক্রেতা সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কোনো মার্কেটের গঠনকে মনোপসনি, ডুয়োপসনি, ওলিগোপসনি ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

CR4 (4-Firm Concentration Ratio)

একটি মার্কেটের শীর্ষ চারটি মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের যোগফলকেই CR4 বা 4-Firm Concentration Ratio বলা হয়। এটি শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এটি দ্বারা মূলত বোঝা যায় কোন মার্কেট, অল্প সংখ্যক বড় প্রতিষ্ঠান দিয়ে গঠিত অথবা অধিক সংখ্যক ছোট প্রতিষ্ঠান দ্বারা গঠিত।

CR4 নির্ণয়ের সূত্র, $CR4= C_1 + C_2 + C_3 + C_4$;

এখানে, C_i = একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার এবং i= 1, 2, 3, 4।

বিখ্যাত ওয়েবসাইট ইনভেস্টোপিডিয়া অনুযায়ী, "The concentration ratio, in economics, is a ratio that indicates the size of firms in relation to their industry as a whole. Low concentration ratio in an industry would indicate greater competition among the firms in that industry, compared to one with a ratio nearing 100%, which would be evident in an industry characterized by a true monopoly"। কোনো মার্কেটের CR4 দ্বারা ঐ মার্কেটের concentration level সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। আর কোনো মার্কেটের level of concentration ঐ মার্কেটে বিদ্যমান প্রতিযোগিতার মাত্রা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে কাজ করে।

কোনো মার্কেটের শীর্ষ শেয়ারধারী ৪টি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের পরিবর্তে ৩টি (CR3), ৫টি (CR5) কিংবা ৮টি (CR8) কোম্পানির মার্কেট শেয়ার ব্যবহার করেও **Concentration Ratio** করা যায়। বাজারে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মার্কেট শেয়ারের আকার অনুযায়ী CR3, CR5 ও CR8 এর মাঝে কোন্ নির্দেশক ব্যবহার করা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। ইনভেস্টোপিডিয়া অনুযায়ী, কোনো মার্কেটের CR5 এর মান যদি শতকরা ৬০ ভাগের বেশি হয়, তবে সে মার্কেটের গঠন (Structure) ওলিগোপলি (Oligopoly) বলে ধরে নেওয়া হয়। বিজফ্লুয়েন্ট ও উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কোনো মার্কেটের concentration এর মাত্রা সম্পর্কে নিম্নের ছকে উল্লিখিত সীমা অনুসরণ করা যায়:

CR4 এর ভিত্তিতে মার্কেট Concentration এর মাত্রা ও প্রতিযোগিতার মাত্রা

CR4	Market Concentration	Degree Of Competition	Comments
০%	No Concentration	Perfect Competition	মার্কেটে বিদ্যমান সকল প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার সমান।
০% থেকে ৪০%	Low Concentration	Fair Competition to Monopolistic Competition	০% থেকে ৪০% সীমার অন্তর্ভুক্ত হলে বাজারকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বলা যাবে। ০% এর কাছাকাছি হলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং ৪০% এর কাছাকাছি হলে মনোপলিস্টিক প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ মার্কেটে বেশি সংখ্যক কম মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান।
৪০% থেকে ৭০%	Medium Concentration	Likely Oligopolistic Market To Oligopoly Market	৪০% থেকে ৭০% সীমার অন্তর্ভুক্ত হলে উক্ত মার্কেটে ওলিগোপলিস্টিক প্রতিযোগিতা বা সম্ভাব্য ওলিগোপলি বিদ্যমান বলা যায় অর্থাৎ মার্কেটে অল্প সংখ্যক অধিক শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
৭০% থেকে ১০০%	High Concentration	Oligopoly Market to Monopoly	মনোপলি অথবা ওলিগোপলি; মার্কেটে একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারই যদি উল্লিখিত সীমায় থাকে তবে মার্কেট স্ট্রাকচার মনোপলি; মার্কেটের দুইটি (ডুয়োপলি) বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের যোগফল যদি উল্লিখিত সীমায় থাকে তবে মার্কেট স্ট্রাকচার ওলিগোপলি।

HHI (Herfindahl-Hirschman Index):

কোনো সক্রিয় মার্কেটের শীর্ষ চারটি মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের বর্গকে যোগ করে যোগফলকে HHI (Herfindahl-Hirschman Index) বলা হয়। এটি দ্বারাও কোনো মার্কেটের concentration level সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এটি CR4 এর তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য, কারণ বর্গের যোগফল হওয়ার কারণে এটি একটি Standard weighted পরিমাপ। অর্থাৎ বড় মার্কেট শেয়ারে বেশি প্রাধান্য (weight) এবং ছোট মার্কেট শেয়ারে তুলনামূলক কম প্রাধান্য (weight) প্রদান করায় এটি আনুপাতিক পরিমাপ হিসেবে অধিক প্রযোজ্য।

HHI **নির্ণয়ের সূত্রঃ** $HHI = C_1^2 + C_2^2 + C_3^2 + ,,,,,,,,,,. + C_n^2$

এখানে, C_i **= একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার এবং** i= 1, 2, 3, ,,,,,,,,, n। ইনভেস্টোপিডিয়া অনুয়ায়ী, "The closer a market is to a monopoly, the higher the market's concentration (and the lower its competition). If, for example, there were only one firm in an industry, that firm would have 100% market share, and the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) would equal 10,000, indicating a monopoly. If there were thousands of firms competing, each would have roughly 0% market share, and the HHI would be close to zero, indicating nearly perfect competition." অর্থাৎ, কোনো মার্কেট যত মনোপলি এর দিকে ধাবিত হবে মার্কেট concentration তত বেশি হবে এবং ওই মার্কেটে প্রতিযোগিতার মাত্রা তত কম হবে। সাধারণত কোনো মার্কেটের concentration level সম্পর্কে ধারণা পেতে নিম্নের ছক এ উল্লিখিত সীমা গুলো অনুসরণ করা যায়ঃ

HHI এর ভিত্তিতে মার্কেট Concentration এর মাত্রা

HHI এর মান	Concentration level
১৫০০ বা ১৫০০ এর কম	Low Concentration
১৫০০ থেকে ২৫০০	Moderate Concentration
২৫০০ এর অধিক	High Concentration

৬.৩ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/কর্মসূচি	২০২২-২৩ (সংখ্যা/জন)	প্রস্তাবিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) (২০২২-২০২৩)
১.	অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর নির্বাচন, বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক পণ্য বা সেবাখাত ভিত্তিক ডাটাবেইজ প্রস্তুতের কাজ সম্পন্নকরণ।	খাদ্য, নির্মাণ, ই-কমার্স প্লাটফর্ম, স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবহন খাত = ০৫টি	৫.০০
২.	কমিশনের কর্মকর্তা ও স্টাফদের ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজার পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রক্ষেপণের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবহারিক স্ট্যাটিসটিক্যাল সফটওয়ারের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান (১-১.৫ মাস মেয়াদী)।	৮ জন	৪.০০
৩.	বাজার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।	৫টি	৫.০০
৪.	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সক্ষম মার্কেট ইনটেলিজেন্স সেল গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও আইসিটি-ডিটি সামগ্রী সংগ্রহ করা ও জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদান।	১টি	২.০০

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/কর্মসূচি	২০২২-২৩ (সংখ্যা/জন)	প্রস্তাবিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) (২০২২-২০২৩)
৫.	বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও এসোসিয়েশনের জন্য বাজার প্রতিযোগিতা সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়াল বা গাইড লাইন প্রস্তুত করা।	৩ টি (কার্টেল সম্পর্কিত গাইডলাইন, বিড রিগিং সম্পর্কিত গাইডলাইন, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সম্পর্কিত গাইডলাইন)	৪.৫০
৬.	ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি ও গবেষণা, বিভাগের পূর্ত (দপ্তর পুনর্গঠন ও সজ্জা), আইটি-ডিটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা।	-	৩.০০
৭.	বই, জার্নাল, পিরিয়ডিক্যাল সংগ্রহ করা;	-	২.০০
৮.	কতিপয় প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইটের সাবস্ক্রিপশন নেয়া।	-	২.০০
৯.	ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগের পরামর্শের জন্য বিশেষজ্ঞ প্যানেল সম্মানী।	১৫টি	১.০০
১০.	বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও বাজার গবেষণা পরিচালনা।	১০টি	১৫.০০
১১.	স্বল্প সময়ের মধ্যে Competition Economics and Competition Law কোর্স মূলস্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা কমিশনের তত্ত্বাবধানে ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য স্বল্পমেয়াদী (৩ মাস) ইন্টার্ণশীপ (Internship) কোর্স চালুকরণ।	(১০ জন)	৫.০০
		মোট	**৪৮.৫০**

mßg Aa¨vq

৭. আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগের কার্যক্রম

আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, আইনগত বিষয়ে মতামত প্রদান, বিনিয়োগকারীদের বাজারে প্রবেশ (Entry) ও বের হওয়া (Exit) সংক্রান্ত বাধা দূর করা, প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি পর্যালোচনা, কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা, অনুসন্ধান প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযোগ গঠন, মামলার বিবাদীদের নিকট নোটিশ জারিকরণ, মামলা সংক্রান্ত কাগজাদি, হালনাগাদ তথ্য, পক্ষবৃন্দ কর্তৃক দাখিলীয় ডকুমেন্ট, ইত্যাদিসহ মামলার নথি সংরক্ষণ, মামলার আদেশের সার্টিফাইড কপি প্রদান করা, উচ্চতর আদালতে কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিটিশন পরিচালনা করা এবং পরিচালনার নিমিত্তে আইনজীবী মনোনয়ন দেওয়া, ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

৭.১ ২০২১-২২ অর্থবছরে স্বপ্রণোদিত এবং দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ

৭.১.১ স্বপ্রণোদিত মামলা: প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ লংঘনের কারণে কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে ১২ টি মামলা রুজু করা হয়।

৭.১.২ দায়েরকৃত মামলা: অভিযোগের ভিত্তিতে কোন মামলা দায়ের হয়নি।

৭.১.৩ নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্রসার: (৩০ জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	০৯/২০২০	জনাব সঞ্জয় কুমার ঘোষ, হেড অফ সাপ্লাই চেইন, বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড (বিএসআর এম গ্রুপ অব কোম্পানিজ), আলী ম্যানশন, ১২০৭/১০৯৯, সদরঘাট রোড,চট্টগ্রাম	চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, এসবিসি টাওয়ার (৮ম ফ্লোর), ৩৭/এ, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	অভিযোগকারী বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বরাবরে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA)-কে বীমা বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA)-এর বিরুদ্ধে ০৩ (তিন) টি প্রতিকার চেয়ে প্রতিযোগিতা আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান উল্লেখ করে একটি আবেদন দাখিল করেন।	**২৯-১১-২০২১ খ্রিঃ**
২.	১০/২০২০	জনাব সঞ্জয় কুমার ঘোষ, হেড অফ সাপ্লাই চেইন, বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড (বিএসআর এম গ্রুপ অব কোম্পানিজ), আলী ম্যানশন, ১২০৭/১০৯৯, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম	কনভেনার, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল (WTC), সায়হাম স্কাইভিউ টাওয়ার, স্যুট ৫-সি, ৬ষ্ঠ তলা, ১৯৫ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী (পুরাতন ৪৫ বিজয়নগর), ঢাকা-১০০০	অভিযোগকারী নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নৌ-ভাড়ার হার নির্ধারণে বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড (BSRM) ০৩ (তিন) টি প্রতিকার চেয়ে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল (WTC) কে প্রতিপক্ষ করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বরাবরে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান উল্লেখক্রমে একটি আবেদন দাখিল করেন।	**২৯-১১-২০২১ খ্রিঃ**

ক্রমিক নং	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩.	০২/২০২১	প্রকৌশলী সফিকুল হক তালুকদার, সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ (বিএসিআই), নাহার গ্রীন সামিট (চতুর্থ তলা), বাড়ি নং-৪৩, রোড নং-১৬ (পুরাতন ২৭) ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯	প্রতিপক্ষ সুনির্দিষ্ট নয়	সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এম এস রড তথা ইস্পাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে দেশের নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য হস্তক্ষেপ কামনা	**১১-০৪-২০২২ খ্রিঃ**
৪.	০৫/২০২০	এম এস সিদ্দিক এন্ড কোং এর প্রোপ্রাইটর জনাব আবু বক্কর সিদ্দিকসহ অন্যান্য ১৩ জন (সর্বমোট ১৪ জন)	জনাব আকতার হোসেন, চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, কর্পোরেট হেড অফিস ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম ফ্লোর, সোনারতরী টাওয়ার, ১২, সোনারগাঁও রোড, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ	**২৯-১২-২০২১ খ্রিঃ**
৫.	০৮/২০২০	জনাব মোঃ আনোয়ার ইসলাম (বাবুল), প্রোপ্রাইটর, এম/এস মা ট্রেডার্স	প্রতিপক্ষ সুনির্দিষ্ট নয়	An application for enlistment for C&F and transportation contract for releasing imported fertilizer (TSP/DAP) from mother vessels through Chattagram and Mongla Seaport by following proper tender process as per Competition law	**২০-০৯-২০২১ খ্রিঃ** তারিখে অভিযোগটি খারিজ (dismissed for default) করা হয়েছে। [অভিযোগকারীকে ডেকে না পাওয়ায় এবং অভিযোগকারী কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত না থাকায়]

৭.১.৪ অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ও বর্তমান অবস্থা: (৩০ জুন, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত)

মামলার সংখ্যা সর্বমোট	১৮ টি
শুনানি পর্যায়ে	০৪ টি
তদন্তাধীন	১০ টি
চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের পর্যায়ে	০৪ টি

৭.১.৫ কমিশনের সম্মুখে অনিষ্পন্ন এবং চলমান মামলাসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্রসার:

(৩০ জুন, ২০২২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মামলার সর্বশেষ অবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	০৩/২০২০	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইভ্যালি ডট কম লিমিটেড, বাসা নং ৮ (২য় তলা), রোড ১৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩)(ক) এর বিধান লংঘন	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের অপেক্ষায়
২.	০৬/২০২০	জনাব রাফেল কবির, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিএনএস সফটওয়্যার লিমিটেড	রবি আজিয়াটা ও অন্যান্য ২ (দুই) প্রতিষ্ঠান	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ধারা ১৬ এর বিধান লংঘন	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের অপেক্ষায়
৩.	০৭/২০২০	জনাব পরিতোষ কান্তি সাহা, সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ লবণ মিল মালিক গ্রুপ, নারায়নগঞ্জ	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য ৯ জন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান	অত্যাবশ্যকীয় পণ্য লবণের বাজারে সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টিকরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের অপেক্ষায়
৪	০১/২০২১	জনাব এ এস এম শরিফুল সাঈদ, হেড অব ফাইনান্স, এম জি এইচ রেস্টুরেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, জাহাঙ্গীর টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা), ১০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা -১২১৫	ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রতিনিধি জনাব আম্বারিন রেজা, সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নাভানা প্রিস্টন পেভিলিয়ন (লেভেল-৮) প্লট-১২৮, ব্লক-সিইএন, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
৫.	৩/২০২১	জনাব মো: জহুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি	অভিযোগে প্রতিপক্ষকে সুনির্দিষ্ট করা না হলেও সার্বিক কাগজাদি পর্যালোচনায় প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	মুদ্রণ শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে প্রতিযোগিতা আইনের যথাযথ প্রয়োগ বিষয়ে আনীত অভিযোগ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের অপেক্ষায়

ক্রমিক নং	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মামলার সর্বশেষ অবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৬.	০৪/২০২১	জনাব এম. সাইফুল আনাম, লিগ্যাল স্পেশালিস্ট, ইউনাইটেড ঢাকা টোবাকো কোম্পানি লিমিটেড	ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড, নিউ ডিওএইচএস রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ধারা ১৬ এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে
৭.	০১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	আলেশা মার্ট, রুপসা টাওয়ার, ফ্লাট ১০/বি, প্লট-৭, রোড-১৭, বনানী বা/এ, ঢাকা- ১২১৩	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে
৮.	০২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	সিরাজগঞ্জ শপ ডট কম, রহমতগঞ্জ কাঠেরপুল, এম. এ মতিন রোড, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানী পর্যায়ে
৯.	০৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ধামাকা শপিং ডট কম, গ্রীন ডেলটা টাওয়ার, লেভেল ১১-১২, মহাখালী, ঢাকা	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানী পর্যায়ে
১০.	০৪/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	কিউকুম ডট কম, লেভেল-০২, বাসা-৮৬, রোড-১০/১, ব্লক-ডি নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানী পর্যায়ে
১১.	০৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	বসুন্ধরা মাল্টিফুড প্রডাক্টস লিমিটেড, বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেড কোয়ার্টার- ২ প্লট নং- ৫৬/এ, ব্লক- সি, উম্মে কুলসুম রোড, ২য় এভিনিউ, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা- ১২২৯	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে

ক্রমিক নং	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মামলার সর্বশেষ অবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১২.	০৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	মেঘনা ও ইউনাইটেড এডিবল অয়েলস রিফাইনারি লিমিটেড, ফ্রেশ ভিলা, হাউজ নং- ১৫, রোড নং- ৩৪, গুলশান- ০১, ঢাকা- ১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে
১৩.	০৭/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেড, সিটি হাউজ, প্লট# এন ডব্লিউ (জে) ০৬, রোড# ৫১, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে
১৪.	০৮/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড, ল্যান্ড ভিউ কমার্শিয়াল সেন্টার (১০ম তলা), ২৮ গুলশান উত্তর সি/এ, গুলশান সার্কেল ২, ঢাকা- ১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে
১৫.	০৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	গ্লোব এডিবল অয়েল লিমিটেড, প্লট ০৩/ক নিউ তেজগাঁও, শিল্প নগর, ঢাকা- ১২০৮	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে
১৬.	১০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	এস আলম সুপার এডিবল অয়েল লিমিটেড, এস. আলম ভবন, ২১১৯, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে
১৭.	১১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, টি. কে. ভবন (২য় তলা), ১৩, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে

ক্রমিক নং	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মামলার সর্বশেষ অবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৮.	১২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	প্রাইম এডিবল অয়েল লিমিটেড, নাভানা টাওয়ার, ৪৫ গুলশান এভিনিউ (১৬ তলা), ফ্লাট নং- ১৬/এ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এবং ধারা ৮ এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে

৭.১.৬ নিষ্পত্তিকৃত কতিপয় মামলার অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্রার্থিত প্রতিকার ও সিদ্ধান্ত:

মামলা নং ০৯/২০২০

অভিযোগ: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশে নৌ-বীমা এর প্রিমিয়ামের হার স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে নির্ধারণ, মনোপলি ও ওলিগোপলি অনুশীলন করে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) লংঘনের অভিযোগ

বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্, অতঃপর BSRM বলে উল্লিখিত, এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তপন সেনগুপ্ত কর্তৃক **বিগত ২২-০২-২০২১ খ্রি. তারিখে** বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বরাবরে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দাবী না করে এবং প্রতিপক্ষ চিহ্নিত না করে অভিযোগ দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে শুনানির এক পর্যায়ে **কমিশনের ১৩নং** আদেশের ধারাবাহিকতায় **বিগত ১৩-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখে** বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে (IDRA) প্রতিপক্ষ করে সংশোধিত আকারে BSRM এর পক্ষে সিনিয়র ম্যানেজার ও হেড অফ সাপ্লাই চেইন জনাব সঞ্জয় কুমার ঘোষ কর্তৃক তিনটি প্রতিকার চেয়ে অভিযোগ দাখিল করা হয়।

প্রার্থিত প্রতিকার:

(১) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নৌ-বীমার প্রিমিয়ামের ন্যূনতম হার নির্ধারণের বিষয়টি বেআইনি মর্মে ঘোষণা;

(২) নৌ-বীমার প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাজারে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান; এবং

(৩) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক উপযুক্ত ও যথাযথ বলে বিবেচিত অন্য যে কোন নির্দেশনা প্রদান।

সিদ্ধান্ত:

কমিশন কর্তৃক ২৯-১১-২০২১ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ:

"২। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এবং (ঙ) এর বিধানসহ উক্ত আইনের মুখবন্ধে উল্লিখিত বিষয়াবলী প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন নৌ-বীমা সংক্রান্ত বিষয় আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে নিম্নরূপ পরামর্শ প্রদান করেন:

(ক) নৌ-বীমার বিদ্যমান নির্ধারিত হার সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ নয় বলে বিবেচিত হয়;
নৌ-বীমার হার প্রতিযোগিতাপূর্ণ করার লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) এবং সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি (CRC) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(খ) বীমা বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে সকলের জন্য সমান সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোম্পানির বরাবরে বিশেষ রেট (Special Rate) ধার্য করা এবং বীমা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশন দেয়া ও নেয়ার চলমান প্রথার বিষয়ে বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি প্রবিধানমালা, ২০১২ এর বিধানাবলী বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) এবং সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি (CRC) কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন;

এ ব্যাপারে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।"

মামলা নং- ১০/২০২০

অভিযোগঃ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল (WTC) কর্তৃক বাংলাদেশে নৌ-কার্গো জাহাজ (লাইটার) এর মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের ভাড়া স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে নির্ধারণপূর্বক মনোপলি ও ওলিগোপলি অনুশীলন করে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) লংঘনের অভিযোগ

বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্, অতঃপর BSRM বলে উল্লিখিত, এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তপন সেনগুপ্ত কর্তৃক বিগত ২০-১০-২০২০খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বরাবরে কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এবং প্রতিপক্ষ চিহ্নিত না করে অভিযোগ দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে শুনানির এক পর্যায়ে কমিশনের বিগত ২২-০২-২০২১খ্রি. তারিখের ১৩ নং আদেশের ধারাবাহিকতায় বিগত ১৩-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখে অভিযোগকারী হিসেবে জনাব সঞ্জয় কুমার ঘোষ, সিনিয়র ম্যানেজার ও হেড অব সাপ্লাই চেইন, BSRM কনভেনার, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেলকে প্রতিপক্ষ করে ০৩ (তিন) টি প্রতিকার চেয়ে সংশোধিত আকারে অভিযোগ দাখিল করেন।

প্রার্থিত প্রতিকারঃ

(১) **WTC** কর্তৃক লাইটার জাহাজের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন মূল্য নির্ধারণকে বেআইনি মর্মে ঘোষণা;

(২) **WTC** এবং উহার সদস্যদের ভবিষ্যতে (any further) মনোপলিস্টিক বা **ওলিগোপলিস্টিক** চর্চায় জড়িত না হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান; এবং

(৩) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক উপযুক্ত ও যথাযথ বলে বিবেচিত অন্য যে কোন নির্দেশনা প্রদান।

সিদ্ধান্তঃ

কমিশন কর্তৃক ২৯-১১-২০২১ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপঃ

"২। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এবং (ঙ) এর বিধানসহ উক্ত আইনের মুখবন্ধে উল্লিখিত বিষয়াবলী প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল (**WTC**) এর কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয় আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর বরাবরে নিম্নরূপ পরামর্শ প্রদান করেন:

(ক) প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একচেটিয়া নীতির পরিবর্তে উন্মুক্ত বাজার হতে লাইটার জাহাজ ভাড়া নেয়ার সুযোগ দেয়া সমীচীন;

এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে নৌ পরিবহন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(খ) নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে লাইটার জাহাজের ব্যবস্থাপনা ও ভাড়া নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল (**WTC**) বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে আইনের অধীন একটি কাঠামোর মধ্যে আনা প্রয়োজন ও সমীচীন;

সে লক্ষ্যে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় Inland Shipping Ordinance, 1976 এর section 60 & 82 সহ অন্যান্য বিধান অনুসারে বিধিমালা বা অন্য কোন আইনানুগ দলিল (Legal Instrument) প্রণয়ন এবং জারির লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।"

মামলা নং- ০৫/২০২০

অভিযোগঃ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ

এম/এস সিদ্দিক এন্ড কোং এর প্রোপ্রাইটর জনাব আবু বক্কর সিদ্দিকসহ অন্যান্য ১৩ জন (সর্বমোট ১৪ জন) ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিবেচ্য মামলায় প্রথম পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার না চেয়ে শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৮ ও ১৯ ধারা উল্লেখক্রমে ইংরেজি ভাষায় এক আবেদন দাখিল করে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রার্থনা করেন। পরবর্তীতে ১৫ ও ১৬ ধারা উল্লেখপূর্বক উহা লংঘনের অভিযোগ আনয়ন করে **বিগত ০১-০২-২০২১ খ্রি.** তারিখে সংশোধিত আকারে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগকারীগণের দাখিলীয় আবেদন থেকে দেখা যায় যে, তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সনি টিভি আমদানি করে (প্রধানত সিঙ্গাপুর) বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী সরকারকে সকল প্রকার কর ও শুল্ক প্রদান করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আমদানি নিবন্ধন সনদ (IRC) নিয়ে বিভিন্ন শো-রুমের মাধ্যমে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য সামগ্রীর খুচরা বিক্রেতা, পাইকারী বিক্রেতা এবং সরবরাহকারী হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করেন। এছাড়াও অভিযোগকারীগণ এয়ার কন্ডিশনার এবং হোম এপ্লায়েন্সসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পণ্য যেমনঃ Panasonic, Sony, Samsung বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমনঃ সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, চায়না, জাপান থেকে সকল প্রকার কর ও শুল্ক প্রদান করে শো-রুমের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে র‍্যাংগস ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কোন আপত্তি দাখিল করেনি। র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড অভিযোগ করে যে, অভিযোগকারীগণ নকল সনি পণ্য বাংলাদেশে বিক্রয় করছেন, যা সত্য নয়।

অভিযোগকারীগণ আবেদনে আরো উল্লেখ করেন যে, যেহেতু তারা সনি ব্র্যান্ডের পণ্য আইনগতভাবে বিক্রয় করে আসছেন সেহেতু অভিযোগকারীগণদের বিক্রয় করা থেকে বিরত রাখার কোন কর্তৃত্ব র‍্যাংগস এর নেই। র‍্যাংগস এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষতিকর অভিপ্রায় নিয়ে অভিযোগকারীগণকে সনি ব্র্যান্ডের পণ্য বিক্রয় থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে বাজারে একচেটিয়া ব্যবসা পরিবেশ সৃষ্টি করা, যা স্পষ্টত প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ এর লংঘন।

প্রার্থিত প্রতিকারঃ

(১) প্রতিপক্ষকে **প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ লংঘন থেকে** বিরত রাখার আদেশ প্রদান এবং অভিযোগকারীগণকে বাংলাদেশে সনি পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ যেন কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা।

(২) অভিযোগকারীগণকে বাংলাদেশে সনি ব্র্যান্ডের পণ্য বিক্রয়ে প্রতিপক্ষ যাতে কোন বাধা প্রদান না করতে পারে সেজন্য চলমান শুনানি ও আবেদনের ভিত্তিতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করা।

(৩) বিজ্ঞ কমিশন কর্তৃক যথার্থ এবং সঠিক বলে বিবেচিত অন্য যে কোন আদেশ প্রদান করা।

সিদ্ধান্তঃ

কমিশন কর্তৃক ২৯-১২-২০২১ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপঃ

"১। দেশের ইলেকট্রনিক্স পণ্য সামগ্রীর বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করার, নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অভিযোগকারী কর্তৃক বিগত ২৭-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখে দাখিলীয় **উত্তোলন/প্রত্যাহার** সংক্রান্ত আবেদন এবং পক্ষবৃন্দ কর্তৃক দাখিলীয় আপোষনামার শর্ত বিবেচনাক্রমে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর বিধানাবলী অনুসারে ২ থেকে ৭ নং আদেশে উল্লিখিত কতিপয় **পরামর্শ ও নির্দেশনাসহ** মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। অভিযোগকারীগণ ও প্রতিপক্ষ -

(ক) সিটি কর্পোরেশন বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈধভাবে ইস্যুকৃত লাইসেন্স, উক্ত লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্ত, ব্যবসার ধরণ এবং ব্যবসার সময়কাল, ইত্যাদি অনুসরণক্রমে তাদের স্ব স্ব ব্যবসা পরিচালনা করবেন এবং ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুসারে যে কোন ধরনের

প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে আবশ্যিকভাবে বিরত থাকবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এবং সংশোধিত আমদানি নীতি আদেশ অনুসারে আমদানিযোগ্য ইলেকট্রনিক্স পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন, বিধি, পরিপত্র এবং সরকারি নির্দেশনা, ইত্যাদি প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকবেন;

(গ) ইলেকট্রনিক্স পণ্য বিশেষত SONY TV, ইত্যাদি বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার নকল SONY Logo তৈরী করে জনসাধারণ তথা ভোক্তাগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে বিরত থাকবেন;

(ঘ) ভুয়া ও মিথ্যা Declaration এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ইলেকট্রনিক্স পণ্য আমদানি করে বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, শো-রুম (Showroom) সজ্জিতকরণ, ইত্যাদি সম্পর্কিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের বিরত রাখবেন।

৩। অভিযোগকারীগণ তাদের-

(ক) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন ব্যতীত "Sony Authorized Sales Service Center" বা "Sony Authorized Dealer বা Distributor, ইত্যাদি" সাইন বোর্ড ব্যবহার বা প্রচারমূলক কার্যক্রম করতে পারবেন না;

(খ) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন ব্যতীত Rangs Electronics Ltd. কর্তৃক ডিজাইনকৃত বা উদ্ভাবনকৃত Rangs Logo, Tag, Warranty Card, Signboard, Promotional Leaflet, Banner ইত্যাদি হুবহু বা আংশিক পরিবর্তন বা পরিমার্জন করে তৈরীকৃত কোন কিছু ব্যবহার করতে পারবেন না;

(গ) SONY TV-সহ অন্যান্য Brand এর TV এর Logo ব্যবহার করা এবং শো-রুমে (Showroom) এবং দোকানে বা বাণিজ্য মেলায় এবং অনলাইন ভিত্তিক ই-কমার্স ব্যবসা পরিচালনাকালে গ্রাহক তথা ভোক্তা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে মিথ্যা এবং ভুল তথ্য প্রদানক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে নিজেদের বিরত রাখবেন।

৪। **পক্ষবৃন্দসহ অন্যান্য সমজাতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান** বিদেশ থেকে খুচরা যন্ত্রাংশ বৈধভাবে আমদানি করার পর উহার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত TV-র গায়ে Assemble-কারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা উল্লেখপূর্বক "Assembled in Bangladesh" শব্দগুলি আবশ্যিকভাবে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করবেন, যা **সহজে সকলের গোচরীভূত হয়।**

৫। **পক্ষবৃন্দসহ অন্যান্য সমজাতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান** Unauthorized Dealer হিসেবে Sony Logo ব্যবহার করে যেন গ্রাহকদের ক্ষতিগ্রস্ত না করে সে বিষয়ে **পক্ষবৃন্দসহ** সকল ইলেকট্রনিক্স পণ্য **আমদানিকারক এবং বিক্রেতাগণ সতর্ক** থাকবেন এবং এ বিষয়ে **কোন ব্যত্যয় হলে বা আইন লংঘন করা হলে** উক্ত **ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ** গ্রহণের বিষয়ে **সংশ্লিষ্ট সকলে সোচ্চার থাকবেন।**

৬। বিবেচ্য মামলার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে এরূপ কোন সংগঠন বা এসোসিয়েশন বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহ নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত সকল প্রকার TV প্রস্তুত, বাজারজাতকরণ, বিপণন, বিক্রয়, গুদামজাতকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন থাকবেন।"

মামলা নং- ০২/২০২১

অভিযোগঃ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এম এস রড তথা ইস্পাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে দেশের নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য হস্তক্ষেপ কামনা

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ (বিএসিআই) এর সভাপতি প্রকৌশলী মুনীর উদ্দীন আহমেদ বিগত ২৩-০১-২০১৮ তারিখে "সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এম এস রড তথা ইস্পাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে দেশের নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেউলিয়া হওয়ার সম্মুখীন থেকে রক্ষার জন্য মাননীয় মন্ত্রী (অর্থ মন্ত্রণালয়) মহোদয়ের সহৃদয় হস্তক্ষেপ কামনা" শিরোনামে একটি আবেদন করেন। উক্ত পত্র অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাজেট অনুবিভাগ-২, বাজেট শাখা-১২ এর

২৭-০২-২০১৮ তারিখে ০৭.০০.০০০০.১১২.৯৯.০০৩.১৮-২৪ নং স্মারকের মাধ্যমে সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক উহার অবা-৩ অধিশাখার ১৮-০৩-২০১৮ তারিখের ২৬.০০.০০০০.১১৩.৯৩.০২০.১৮.২৯৯ নং স্মারকের মাধ্যমে উক্ত পত্রটি চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বরাবর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

উক্ত পত্র প্রাপ্তির পর বিগত ২১-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখে ২৬.১২.০০০০.১০৮.২৭.০০৩.১৮-২৬৭ নং স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক গঠিত অনুসন্ধান ও তদন্ত কমিটি BSRM Steel Limited, Abul Khair Steel Melting Ltd., KSRM Steel Plant Ltd. ও GPH Ispat Ltd. এই চারটি প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশের রডের বাজারে সিংহভাগ মার্কেট রয়েছে মর্মে তথ্য প্রদান করে। পরবর্তীতে কমিশনের বিগত **২৪-০৩-২০২১** তারিখে অনুষ্ঠিত **২০২১ সনের ৬ষ্ঠ সভার** সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের সম্মুখে বক্তব্য পেশের লক্ষ্যে শুনানী করার জন্য অভিযোগকারীসহ চারটি প্রতিষ্ঠান বরাবরে নোটিশ জারি করা হয়। উল্লেখ্য, অভিযোগকারী তার আবেদনে প্রতিপক্ষ হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেনি।

শুনানি চলাকালীন এবং তথ্য ও কাগজাদি দাখিলের এক পর্যায়ে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ (বিএসিআই) এর বর্তমান সভাপতি প্রকৌশলী সফিকুল হক তালুকদার **বিগত ০৮-১১-২০২১, ১৮-১২-২০২১ এবং সর্বশেষ ০৭-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখে** পৃথক পৃথকভাবে অত্র মামলা প্রত্যাহার ও নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করেন। আবেদনের মূল বিষয় হলো:

> **"উপরোক্ত বিষয়ে আমাদের আর কোন অভিযোগ নেই। সে কারণে BACI এর পক্ষে সভাপতি হিসেবে মামলা প্রত্যাহারসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করা হলো।"**

ইতোমধ্যে **বিগত ০৯-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখের আদেশ নং ২৪ এর মাধ্যমে** মূল অভিযোগকারীর অনাপত্তি গ্রহণক্রমে **বর্তমান সভাপতি প্রকৌশলী সফিকুল হক তালুকদারকে মামলার অভিযোগকারী হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হয়।** মূলতঃ মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বরাবরে দাখিলীয় একটি আবেদনের মাধ্যমে বিবেচ্য মামলার সূত্রপাত ঘটেছিল। অভিযোগে সুনির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিপক্ষ করা হয়নি। সে কারণে প্রতিপক্ষবিহীন এই অভিযোগে অভিযোগকারী কোন প্রতিকার পাওয়ার হকদার নয়।

উচ্চ আদালত কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত **বিভিন্ন নজির** পর্যালোচনায় দেখা যায়:

> **"বাদী যদি কাঠামোগত ভুলের কারণে বা কাঠামোগত ত্রুটি ছাড়া অন্য কারণে মামলা তুলে নিতে চায় সেক্ষেত্রে আদালত সন্তুষ্ট হলে মামলা তুলে নেয়ার অনুমতি প্রদানের আদেশ দিতে পারে।"**

সিদ্ধান্ত:

কমিশন কর্তৃক ১১-০৪-২০২২ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ:

> "১। Bangladesh Association of Construction Industry (BACI) এর পক্ষে সভাপতি, প্রকৌশলী সফিকুল হক তালুকদার কর্তৃক বিগত ০৭ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে দাখিলীয় আবেদন মঞ্জুরক্রমে বিবেচ্য অভিযোগটি প্রত্যাহার করা হলো;
>
> ২। আবেদনকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগটি প্রত্যাহার হওয়ায় উহার উপর তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার আবশ্যকতা নেই বিধায় কমিশন কর্তৃক গঠিত তদন্ত দলকে উহার কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেয়া হলো;
>
> ৩। শুনানি চলাকালে দাখিলীয় বিভিন্ন সেক্টর, প্রতিষ্ঠান এবং এসোসিয়েশন থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন ও তথ্যাদিসহ তদন্ত চলাকালীন প্রাপ্ত তথ্যাদি ভবিষ্যতে কমিশনের প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

৭.২ কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল এবং আপিল মামলায় প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	মামলা নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আপিল মামলা নং	আপিলের আদেশ	তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	০১/২০২০	মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ, প্রো: জনাব মো: ইব্রাহীম মোল্লা	০১/২০২১	"প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ২৯(৩) ধারার বিধান অনুসারে জনাব মোঃ ইব্রাহীম মোল্লার বিরুদ্ধে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ (৭৯,৮৯৭/ টাকা জরিমানা) **বাতিল করা** হলো। তবে, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষকে **কমিশন কর্তৃক** প্রদত্ত **নির্দেশনা বহাল থাকবে।**"	**২/১১/২০২১খ্রি.**
২.	১০/২০২০	বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড (বিএসআরএম), আলী ম্যানশন, ১২০৭/১০৯৯, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম	০১/২০২২	"যেহেতু আবেদনকারী কর্তৃক আবেদিত বিষয়সমূহের মধ্যে লাইটার জাহাজের ভাড়া নির্ধারণের বিষয়টি প্রতিযোগিতা কমিশনের অধিক্ষেত্রভুক্ত নয় যে কারণে কমিশন তাদের আদেশমূলক রায় ঘোষণা না করে নির্দেশনামূলক রায় ঘোষণা করেছেন; এবং যেহেতু একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিযোগিতা কমিশন তাদের নির্দেশনামূলক প্রতিকার দিয়েছেন; সেহেতু ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল কর্তৃক লাইটার জাহাজ দ্বারা পণ্য পরিবহণের মূল্য নির্ধারণকে বেআইনি ঘোষণা এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিকার বিষয়ে আদেশ হলো যেহেতু মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিকারের বিষয় প্রতিযোগিতা কমিশনের বিধি মোতাবেক তাদের এখতিয়ারভুক্ত নয় বা এ বিষয়ে কোনো প্রমাণকও উপস্থাপিত হয়নি, সুতরাং এ বিষয়ে **গত ২৯.১১.২০২১** তারিখের **প্রতিযোগিতা কমিশনের আদেশ বহাল** রাখা হলো।"	**৩১/০৫/২০২২খ্রি.**

৭.৩ কমিশনের বিরুদ্ধে আনীত মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে চলমান রিট পিটিশন এবং কোম্পানি ম্যাটার সংক্রান্ত তথ্য:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে-

(ক) মোট ৯ (নয়) টি রিট পিটিশন; এবং

(খ) ১ (এক) টি কোম্পানি ম্যাটার (Company Matter) সংক্রান্ত আবেদন শুনানি পর্যায়ে রয়েছে।

ক অংশ: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশনসমূহ (নিষ্পত্তির অপেক্ষায়):

[৩০ জুন, ২০২১ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত দায়েরকৃত]

ক্র: নং	রিট পিটিশন নং	পিটিশনার	রেসপনডেন্ট	পিটিশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা (৩০ জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত)	দায়িত্ব পালনকারী বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	১৬৬০৫ / ২০১৭	জনাব এস এম খোরশেদুল আমিন পিতা-মৃত এসএম রফিকুল আমিন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৩ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	মামলার পিটিশনার চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন (সিএন্ডএফ) ব্যবসা পরিচালনা করার প্রেক্ষাপটে সিএন্ডএফ সেবা প্রদানের জন্য আহুত দরপত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যথাযথ বিধি মোতাবেক অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন (সিএন্ডএফ) হতে পিটিশনার নীতিমালা ভঙ্গ করেছে বলে জানানো হলে পিটিশনার সংক্ষুদ্ধ হয়ে বর্ণিত রিট পিটিশন দায়ের করেন।	শুনানি পর্যায়ে*	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার তৌফিক আনোয়ার চৌধুরী
২।	১৫৮৩২ / ২০১৮	জনাব এস এম খোরশেদুল আমিন, পিতা-মৃত এসএম রফিকুল আমিন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৬নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন (সিএন্ডএফ) প্রতিযোগিতা আইনের পরিপন্থী তাদের সাধারণ নীতিমালার শিরোনামে বাধ্যতামূলক সি এন্ড এফ কমিশন হার নির্ধারণ করে বাস্তবায়নের জন্য সকল সদস্যকে নির্দেশ করার প্রেক্ষাপটে পিটিশনার সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্ণিত রিট পিটিশন দায়ের করেন।	শুনানি পর্যায়ে*	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা
৩।	৩১৩২/ ২০২১	লিগ্যাল ভয়েস ফাউন্ডেশন, ঢাকা	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (৩ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	বাদী প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর বিধি ২৯(১) (খ), ৩১(৩), ৩১(৪) এবং ৩১(৬) এর Legality Challenge করে রিট পিটিশন দায়ের করেন। শুনানি শেষে মাননীয় হাইকোর্ট ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে রুল নিশি জারি করেন।*	শুনানি পর্যায়ে*	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা

*তথ্য/সূত্র: প্যানেল আইনজীবী

খ অংশঃ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশনসমূহ (নিষ্পত্তির অপেক্ষায়)

(২০২১-২০২২ অর্থবছরে দায়েরকৃত)

ক্রঃ নং	রিট পিটিশন নং	পিটিশনার	রেসপনডেন্ট	পিটিশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা	দায়িত্ব পালনকারী বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	**৭৮৬২/ ২০২১**	জনাব কামরুল ইসলাম	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৫ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	Challenging the inaction of the respondents to promote, ensure and sustain congenial atmosphere for the competition in trade and to prevent, control and eradicate collusion and monopoly and oligopoly, combination or abuse of dominant position or activities adverse to the competition. শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট রুল নিশি জারি করেন।	শুনানি পর্যায়ে	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা
২.	**৯৫৬১/ ২০২১**	জনাব এস.এম. খুরশেদুল আমিন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০১ ও ০২ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	পিটিশনার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর ১৬/০৯/২০২১ তারিখে ইস্যুকৃত আদেশের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট রুল নিশি জারি করেন।	শুনানি পর্যায়ে [চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর পক্ষে লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়া হয়েছে।]	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা
৩.	**১৩২১১ / ২০২১**	জনাব মোঃ ইব্রাহীম মোল্লা	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৩ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	Challenging the Judgement and Order dated 02.11.2021 passed by the Ministry of Commerce/ Respondent no. 2 in Appeal Case no. 01 of 2021 cancelling the penalty imposed upon the petitioner and affirming the judgement and order dated 24.02.2021 passed by the Competition Commission in Competition Commission Case no. 1 of 2020. শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট রুল নিশি ও স্থগিতাদেশ জারি করেন।	শুনানি পর্যায়ে	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা
৪.	**৮২০৩/ ২০২১**	ল' এন্ড লাইফ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট এবং অন্যান্য	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৯ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ মনিটর ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভোক্তাদের ও ই-কমার্স সংস্থাসমূহের স্বার্থ (Interest) রক্ষা করার বিষয়ে রিট পিটিশন। শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট রুল নিশি জারি করেন।	শুনানি পর্যায়ে ০২ টি রিট পিটিশন একত্রে (analogously) শুনানির অপেক্ষায়	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা
৫.	**৮২৯০/ ২০২১**	জনাব মোঃ দিদার হোসেন বাবু	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (১২ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভোক্তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে রিট পিটিশন। শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট রুল নিশি জারি করেন।		

৬.	**৩২৮৮/ ২০২২**	জনাব সৈয়দ মহীদুল কবিরসহ অন্যান্য ৪ জন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৪ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	ভোজ্যতেল এর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় , জনস্বার্থে, পিটিশনার রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট রুল নিশি জারি করেন।	শুনানি পর্যায়ে [পরবর্তী শুনানির তারিখ ০৮/০৮/২০২২ [চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর পক্ষে লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়া হয়েছে।]	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশার

বি. দ্র. কলাম (৫) এবং (৬) এ উল্লিখিত তথ্যাদি প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা এর নিকট থেকে প্রাপ্ত।

গ অংশঃ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত কোম্পানি ম্যাটার

(২০২১-২০২২ অর্থবছরে দায়েরকৃত)

ক্রঃ নং	কোম্পানি ম্যাটার নং	পিটিশনার	রেসপনডেন্ট	পিটিশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা	দায়িত্ব পালনকারী বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	২১২/ ২০২১	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৭ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ২৪১,২৪২ এবং ২৪৫ ধারা উল্লেখ করে ১ নং রেসপন্ডেন্ট ইভ্যালি ডট কম লিঃ এর বিরুদ্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিক্রয়, হস্তান্তর বা অন্যভাবে নিষ্পত্তি না করা সংক্রান্ত।	শুনানি পর্যায়ে*	বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব তাপস কান্তি বল

*তথ্য/সূত্র: বিজ্ঞ আইনজীবী

৭.৪ বিধিমালা ও প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন ও উহা চূড়ান্তকরণঃ

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৪৩ এবং ধারা ৪৪ এর বিধান অনুসারে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিধিমালা এবং প্রবিধানমালা প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে বিধিমালা এবং প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:-

৭.৪.১ বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রঃ

ধারা ৪৩ এর বিধান অনুসারে সরকার উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং কতিপয় ধারায় উল্লিখিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করবে। যে সব ধারায় বিধিমালা প্রণয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল:

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়
১।	৭ (২)	চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত;
২।	৮	কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংক্রান্ত;
৩।	১২ (৩)	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত;
৪।	৩১ (২)	তহবিলের পরিচালনা ও প্রশাসন; এবং
৫।	৪৩	সার্বিকভাবে আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী।

৭.৪.২ প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র:

ধারা ৪৪ এর বিধান অনুসারে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কতিপয় ধারায় উল্লিখিত বিষয়ে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করবে। যে সব ধারায় প্রবিধানমালা প্রণয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল:

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়
১।	১৮ (২)	তদন্ত পরিচালনা সংক্রান্ত ;
২।	২১ (১), ২১ (২)	জোটবদ্ধতা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের অনুমোদন, অনুসন্ধান এবং তদন্ত ও পরবর্তী কার্যক্রম;
৩।	২৯ (১)	কমিশনের আদেশ পুনর্বিবেচনা, আপিল, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধানাবলী, ফরম, ফি, ইত্যাদি;
৪।	৩১ (৫)	কমিশনের তহবিল ব্যবস্থাপনা, অর্থ উত্তোলন, ইত্যাদি; এবং
৫।	৪৪	সার্বিকভাবে, আইন ও বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা সাপেক্ষে, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী।

৭.৪.৩ কমিশন কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রবিধানমালা:

(১) "বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (অনুসন্ধান, তদন্ত, পুনর্বিবেচনা ও আপিল) প্রবিধানমালা, ২০২২" শীর্ষক খসড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) "বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (সভা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০২২" এর খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩) "বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (তহবিল) ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা, ২০২২" এর খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.৪.৪ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষাধীন বিধিমালা ও প্রবিধানমালা:

(১) ধারা ২১, ধারা ৪৪ এর সাথে পঠিতব্য, এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন জোটবদ্ধতা (Combination) প্রবিধানমালা, ২০২২** শীর্ষক একটি প্রবিধানমালার খসড়া কমিশনের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

(২) ধারা ১৬, ধারা ৪৪ এর সাথে পঠিতব্য, এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **কর্তৃত্বময় (Dominant) অবস্থানের অপব্যবহার** সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রণয়নের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।

(৩) ধারা ৪৩ এর বিধান অনুসারে আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(৪) ধারা ৪৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন এবং সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৭.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট হতে মতামত সংগ্রহ:

কমিশন কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের নিকট হতে মতামত চাওয়া ও গ্রহণ করা হয়েছে।

১। মামলা নং ০৩/২০২০ এর বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক এর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

২। মামলা নং ০২/২০২১ এর বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়, ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.৬ বিভিন্ন মামলায় প্রাপ্ত আদায়কৃত ফি সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত)

৭.৬.১ বিভিন্ন আদেশ, তদন্ত প্রতিবেদন, ইত্যাদির সার্টিফাইড কপি পক্ষ/ পক্ষবৃন্দ বরাবরে সরবরাহ করার লক্ষ্যে আদায়কৃত ফিঃ

ক্রঃ নং	মামলা নং	কার মাধ্যমে জমা	জমার রসিদ নং	আদায়কৃত ফি (টাকা)	তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
০১	০৪/২০২১	মোঃ রুহুল আমিন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষে।	খ ১৭৯৩৫২	৩০০/-	০৯-০২-২০২২
০২	০৪/২০২১	মোঃ সাইফুল আনাম, ইউনাইটেড ঢাকা টোব্যাকো এর পক্ষে।	খ ১৭৯৪৬১	৩০০/-	১৩-০২-২০২২
০৩	০৬/২০২০	মোঃ ফারুক শেখ, ডিএনএস সফটওয়্যার লিমিটেড এর পক্ষে।	খ ১৭৮৭৫১	২৩৩০/-	১৭-০২-২০২২
০৪	০৬/২০২০	মুনকালিব, ২নং প্রতিপক্ষ গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর পক্ষে।	খ ১৭৯৪২১	২৩৩০/-	২২-০২-২০২২
০৫	০৪/২০২১	মোঃ রুহুল আমিন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষে।	খ ১৭৯১৮০	৩০০/-	২৭-০২-২০২২
০৬	০৫/২০২০	মোঃ মনির তালুকদার, র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এর পক্ষে।	খ ১৭৮৭৬১	৯৩০/-	০৬-০৩-২০২২
০৭	০১/২০২১	মোঃ শামীম খান, এম জি এইচ রেস্টুরেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে।	-	১৩১৫/-	১০-০৩-২০২২
০৮	০১/২০২১	সুলতানা মমতাজ, ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষে।	খ ৪৫৫৯৫১	১৩১৫/-	১০-০৩-২০২২
০৯	১০/২০২০	সঞ্জয় কুমার ঘোষ, প্রতিপক্ষ WTC লিমিটেড এর পক্ষে।	খ ৪৫৫৮৩১	১৪২০/-	২২-০৩-২০২২
১০	০৪/২০২১	মোঃ রুহুল আমিন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষে।	খ ৪৫১৭২০	৩০০/-	২৪-০৩-২০২২
১১	০৪/২০২১	মোঃ সাইফুল আনাম, ইউনাইটেড ঢাকা টোব্যাকো এর পক্ষে।	খ ৪৫১৭০১	৬০০/-	২৪-০৩-২০২২
১২	০৩/২০২১	মোঃ সোহেল মাহমুদ, মুদ্রণ শিল্প সমিতি এর পক্ষে।	খ ৪৫২৬৯১	৭৫৫/-	২৯-০৩-২০২২
১৩	০৩/২০২১	মোঃ আবু সাঈদ, NCTB এর পক্ষে।	-	৭৫৫/-	০৭-০৪-২০২২
১৪	০৪/২০২১	মোঃ সাইফুল আনাম, ইউনাইটেড ঢাকা টোব্যাকো এর পক্ষে।	খ ৪৫১৭০২	৩০০/-	২৩-০৫-২০২২
১৫	০৪/২০২১	মোঃ রুহুল আমিন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষে।	খ ২৯৮৪২২	৬০০/-	০২-০৬-২০২২
১৬	০৪/২০২১	মোঃ সাইফুল আনাম, ইউনাইটেড ঢাকা টোব্যাকো এর পক্ষে।	খ ৪৫১৭০৪	৩০০/-	০৭-০৬-২০২২
১৭	০২/২০২১	সাব্বির আহমেদ, BSRM এর পক্ষে।	খ ২৯৮৪৩৩	৬৫০/-	০৮-০৬-২০২২
১৮	০১/২০২১	শামীম খান, ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড এর অভিযোগকারীর পক্ষে।	খ ৩৮৪৫৩১	১০৭০/-	১৬-০৬-২০২২
১৯	০১/২০২১	আরিফ খান, ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষে।	খ ২৯৮৫৮২	১০৭০/-	১৬-০৬-২০২২
				১৬,৯৪০/-	
	২০২১-২২ অর্থবছরের পূর্বে আদায়কৃত ফি			৭,৩১০/-	
				২৪,২৫০/-(চব্বিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)	

৭.৬.২ কোর্ট ফি সংক্রান্ত তথ্য [৩০ জুন, ২০২২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত]

ক্রমিক নং	মামলা নং	প্রাপ্ত কোর্ট ফি
(১)	(২)	(৩)
১	০২/২০১৮	২০/-
২	০৩/২০২০	৬০/-
৩	০৫/২০২০	২৭৫/-
৪	০৬/২০২০	৮৫০/-
৫	০৭/২০২০	৯০/-
৬	০৯/২০২০	৩১০/-
৭	১০/২০২০	৪২০/-
৮	০১/২০২১	১০৬০/-
৯	০২/২০২১	২৬০/-
১০	০৩/২০২১	২০০/-
১১	০৪/২০২১	১২১০/-
১২	০১/২০২২	৩০/-
১৩	০২/২০২২	৫০/-
১৪	০৪/২০২২	২০/-
১৫	০৫/২০২২	৪০/-
১৬	০৬/২০২২	৩০/-
১৭	০৭/২০২২	৩০/-
১৮	০৯/২০২২	৪০/-
১৯	১১/২০২২	৬০/-
	সর্বমোট=	**৫,০৫৫/-** **(পাঁচ হাজার পঞ্চান্ন টাকা মাত্র)**

৭.৭ ২০২২-২৩ সালের কর্মপরিকল্পনা:

ক্র. নং	কার্যক্রম/কর্মসূচি	সংখ্যা	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০১.	**প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম:** বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের নিমিত্ত- (১) যে-সকল বিধান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ তে বিদ্যমান নেই সেগুলো চিহ্নিত করে আমাদের দেশের জন্য যুগোপযোগী বিষয়সমূহ নিধার্রণ করে আইন সংশোধনের জন্য বিলের খসড়া প্রস্তুত করা; এবং (২) প্রতিযোগিতা আইন সম্পর্কে জ্ঞানী-গুণী, বিশেষজ্ঞ এবং এতদসংশিষ্ট অংশীজনদের সাথে বিলের খসড়া নিয়ে আলোচনা সভা ও কর্মশালা আয়োজন।	সভা ১০ টি; কর্মশালা ৫টি	৮.৫০	
০২.	**বিধিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও পরিমার্জন সংক্রান্ত কার্যক্রম:** বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (চেয়ারপার্সন ও সদস্য) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ সংশোধন ও পরিমার্জন।	সভা ১০ টি	১.০০	

ক্র. নং	কার্যক্রম/কর্মসূচি	সংখ্যা	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০৩.	**প্রবিধানমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:** বিভিন্ন দেশের মার্জার ও এ্যাকুইজিশন সংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালা গবেষণা করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন **জোটবদ্ধতা** (Combination) প্রবিধানমালা, ২০২২ সংক্রান্ত খসড়া প্রবিধানমালা প্রণয়ন।	সভা ১৫ টি; কর্মশালা ৪ টি	৫.৫০	
০৪.	আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উহার সার্থকতা/ চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক সেমিনার ও গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন।	সেমিনার ২; গোল টেবিল বৈঠক ২	১.৫০	
০৫.	**গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম:** (১) কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আইনের উপর গবেষণা করে প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক আলোচনা সভা ও কর্মশালা আয়োজন; (২) সমজাতীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ডাটা শেয়ারিং, গবেষণা কর্মসূচি, ইত্যাদি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর; (৩) প্রতিযোগিতা বিরোধী অপরাধ যেমন প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি, যোগসাজশ, দরপত্র জালিয়াতি ও কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের রায় গবেষণাপূর্বক আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে করণীয় নির্ধারণ; (৪) গবেষণালব্ধ ফলাফল কার্যকর ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ।	সভা ১০ টি; কর্মশালা ৪ টি	৭.০০	
০৬.	**প্রণীত বিধিমালা এর ইংরেজি অনুবাদকরণ:** বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০১৯ **প্রণীতব্য প্রবিধানমালাসমূহের ইংরেজি অনুবাদকরণ:** (১) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (অনুসন্ধান, তদন্ত, পুনর্বিবেচনা ও আপিল) প্রবিধানমালা, ২০২২; (২) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (তহবিল) ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা, ২০২২; (৩) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (সভা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০২২; (৪) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন জোটবদ্ধতা (Combination) প্রবিধানমালা, ২০২২।	৫টি	২.৫০	
০৭.	**প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:** (১) প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন; (২) সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন; (৩) প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ে সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন।	১০টি	১০.০০	

ক্র. নং	কার্যক্রম/কর্মসূচি	সংখ্যা	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০৮.	**লজিস্টিকস সংক্রান্ত কার্যক্রম:** (১) কমিশনে অভিযোগকারী, প্রতিপক্ষ এবং আইনজীবীদের জন্য অপেক্ষাগার/ ওয়েটিং রুম স্থাপন; (২) অপেক্ষাগার/ ওয়েটিং রুমে প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ক নিউজ লেটার/ জার্নাল সরবরাহ।	১টি ২টি	২.০০	
০৯.	**লাইব্রেরি সংক্রান্ত কার্যক্রম:** (১) প্রতিযোগিতা আইন সংক্রান্ত বই এবং উক্ত আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিমালার কপি সংগ্রহ করা; (২) প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ক দুটি আন্তর্জাতিক মানের ম্যাগাজিন ও জার্নালের অনলাইন ভার্সনের জন্য সাবস্ক্রাইব করা।		২.০০	

Aóg Aa¨vq

৮. অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ

৮.১ ভূমিকা:

"অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ" বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বাজারে বিদ্যমান ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডসমূহ অনুসন্ধান ও তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করাই এ বিভাগের দায়িত্ব।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিঘ্নিত হলে অথবা বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকলে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কমিশন বরাবরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বা সংক্ষুব্ধ যে কেউ আবেদন করতে পারেন। এরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশনের **"অনুসন্ধান ও তদন্ত"** বিভাগ হতে প্রাথমিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইনের প্রযোজ্যতা যাচাই করা হয়। অনুসন্ধানের সত্যতার ভিত্তিতে যথাযথ তদন্তপূর্বক কমিশন কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৮.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম:

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিত বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কমিশন প্রাথমিক অনুসন্ধান করে প্রতিযোগিতা আইন প্রয়োগের প্রযোজ্যতা প্রাথমিকভাবে যাচাই করে থাকে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে দায়েরকৃত/প্রাপ্ত ও স্বপ্রণোদিত অভিযোগের বিপরীতে অনুসন্ধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

৮.২.১ চলমান অনুসন্ধান তালিকা:

ক্রমিক নং	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
১.	৩২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ১) আনন্দের বাজার ২) ফাল্গুনি শপ ডট কম	ডিসকাউন্ট অফার/ কার্যক্রম সংক্রান্ত	স্বপ্রণোদিত
২.	২৮	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ১) ই-অরেঞ্জ ২) আদিয়ান মার্ট	ডিসকাউন্ট অফার/কার্যক্রম সংক্রান্ত	স্বপ্রণোদিত
৩.	৩৩	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ১) থলে ২) শ্রেষ্ঠ	ডিসকাউন্ট অফার/কার্যক্রম সংক্রান্ত	স্বপ্রণোদিত

৪.	৩০	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ১) দালাল পাস ২) 24tkt.com	ডিসকাউন্ট অফার/কার্যক্রম সংক্রান্ত	স্বপ্রণোদিত
৫.	৩৫	Bangladesh Cement Manufacturers Association	Ship Handling লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে দায়েরকৃত অভিযোগ	
৬.	৩৯	M. S. Siddiqui Legal Economist	মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিমান ভাড়ার বিষয়ে	
৭.	৪১	ব্যবসায়ী শ্রমিক ঐক্য পরিষদ কর্তৃক	লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লি: ছাতকস্থ কারখানায় অবৈধভাবে চুনাপাথর ক্রাশিং করে খোলাবাজারে বিক্রির ফলে অসম প্রতিযোগিতার বিরূপ প্রভাব বন্ধকরণের বিষয়ে	
৮.	৪২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের স্বপ্রণোদিত অভিযোগ	চালের দাম লাগামহীন এর বিষয়ে	
৯.	৪৩	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের স্বপ্রণোদিত অভিযোগ	মালিকদের অপকৌশলে জিম্মি লঞ্চযাত্রীরা	
১০.	৪৪	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের স্বপ্রণোদিত অভিযোগ	অখ্যাত কোম্পানি দুই বছরেই দেশের অন্যতম শীর্ষ ঠিকাদার	
১১.	৪৭	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের স্বপ্রণোদিত অভিযোগ	সারাদেশে নৌপথের বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী লঞ্চ বা নৌযান এর রোটেশন পদ্ধতির ফলে কোন যোগসাজশ এবং কোন প্রকার Entry barrier রয়েছে কিনা তা চিহ্নিতকরণ	
১২.	৪৬	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের স্বপ্রণোদিত অভিযোগ	নিউজপ্রিন্টের বাজারে অস্থিরতার বিষয় সংক্রান্ত	
১৩.	৪৮	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের স্বপ্রণোদিত অভিযোগ	লাগামহীন রডের বাজার সংক্রান্ত	
১৪.	৪৯	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের স্বপ্রণোদিত অভিযোগ	যুদ্ধের অজুহাতে গমের মূল্যবৃদ্ধির পাঁয়তারা সংক্রান্ত	
১৫.	৫০	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের স্বপ্রণোদিত অভিযোগ	আটা-ময়দার বাজারে অস্থিরতা সংক্রান্ত	

৮.২.২ দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন তালিকা:

ক্রমিক নং	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
১.	৩৪	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম বিকাশ লি:	বিকাশ লিমিটেডের সাম্প্রতিক কার্যক্রম সম্পর্কিত	স্বপ্রণোদিত
২.	৩১	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম কিউকুম ডট কম	ই- কমার্স প্লাটফর্ম কিউকুম ডট কম এর কার্যক্রম সম্পর্কিত	স্বপ্রণোদিত
৩.	৪৫	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী ০৮টি প্রতিষ্ঠান	ভোজ্য তেলের অ-স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কিত	
৪.	৩৬	Dr. Khandaker Jakir Hossain বনাম Lub-rref (Bangladesh) Ltd.	Lub-rref (Bangladesh) Ltd. বাজারে নিম্ন মানের Lubricants কম মূল্যে বিক্রয় করায় মানসম্পন্ন Lubricants বাজারজাতকারীদের জন্য সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি লক্ষ্যে দায়েরকৃত অভিযোগ	

৮.২.৩ নথিজাতকৃত অনুসন্ধানের তালিকা:

ক্রমিক নং	অভিযোগ নং	অভিযোগের বিষয়বস্তু	মন্তব্য
০১.	৩৭	RT PCR Test Kit ক্রয়ের দরপত্র জালিয়াতি সংক্রান্ত	সিএমএসডি এর বক্তব্য বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নথিজাতের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
০২.	৪০	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খাবার সরবরাহের দরপত্রে জালিয়াতি সংক্রান্ত	কমিশনের ২০২২ সনের ৩য় সভার ৮(খ) নং সিদ্ধান্ত মোতাবকে নথিজাতের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
০৩.	৩৬	লুব্রিক্যান্টস কম মূল্যে বিক্রয় করায় মানসম্পন্ন লুব্রিক্যান্টস বাজারজাতকারীদের জন্য অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হওয়া সংক্রান্ত	প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়নি

৮.৩ তদন্ত কার্যক্রম:

বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৮ ধারামতে, সম্পাদিত কোনো চুক্তি বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারের কারণে সংশ্লিষ্ট বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে কমিশনের প্রতীতি জন্মালে অথবা কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হলে তা তদন্তের বিধান রয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে অভিযোগের নিবিড়, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের নিমিত্ত কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে তদন্ত কর্মকর্তা/তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তকালে আনীত অভিযোগের আইনগত ভিত্তি নির্ধারণ, বাজার সংশ্লিষ্টতা যাচাই, বাজারে প্রতিযোগিতার বিরুপ প্রভাব নির্ধারণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব, ভোক্তা স্বার্থরক্ষা এবং সর্বোপরি, অভিযোগ প্রমাণের জন্য উপাদান চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়।

অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও দালিলিক প্রমাণকসহ

বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর আলোকে তদন্তকার্য সম্পাদন করে কমিশন বরাবরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কার্যক্রম প্রতিযোগিতা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডগুলোর একটি, যা আইন এবং বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে দায়েরকৃত/প্রাপ্ত অভিযোগের বিপরীতে তদন্ত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

৮.৩.১ চলমান তদন্তের তালিকা:

ক্রমিক নং	মামলা নং	অভিযোগকারী/অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
০১.	০৪/২০২১	ইউনাইটেড ঢাকা টোবাকো লিমিটেড বনাম ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো লিমিটেড	পণ্য সরবরাহের বাধা প্রদান	
০২.	০১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ই-কমার্স প্লাটফর্ম আলেশা মার্ট	ই-কমার্স প্লাটফর্ম আলেশা মার্ট এর কার্যক্রম	স্বপ্রণোদিত
০৩.	০৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্বপ্রণোদিত
০৪.	০৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম মেঘনা এডিবল অয়েলস রিফাইনারি লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্বপ্রণোদিত
০৫.	০৭/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্বপ্রণোদিত
০৬.	০৮/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্বপ্রণোদিত
০৭.	০৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম গ্লোব এডিবল অয়েল লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্বপ্রণোদিত
০৮.	১০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম এস আলম সুপার এডিবল অয়েল লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্বপ্রণোদিত
০৯.	১১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্বপণোদিত
১০.	১২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম প্রাইম এডিবল অয়েল লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্বপ্রণোদিত

৮.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/কর্মসূচি	সংখ্যা/জন	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০১	অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণের মেয়াদ সংস্থা প্রতি ০৫ দিন। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ০৪টি সংস্থা যথাক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ শুল্ক গোয়েন্দা সংস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এর সহযোগিতা গ্রহণ।	২৫জন	৫.০০	
০২	যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি, কার্টেল, জোটবদ্ধতা ও লেনিয়েন্সি বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন।	০৬টি	৩.৫০	
০৩	অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সেমিনার	৬টি	৩.০০	
০৪	অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং	প্রয়োজন অনুযায়ী	১.০০	
০৫	খসড়া অনুসন্ধান ও তদন্ত গাইড লাইন চূড়ান্তকরণ	১টি	২.০০	
০৬	ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী (ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার)	৪+৪+৪	৫.০০	
০৭	স্টেশনারি সামগ্রী	প্রয়োজন অনুযায়ী	২.০০	

৮.৫ এক নজরে খসড়া "অনুসন্ধান ও তদন্ত গাইডলাইন":

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর যথাযথ বাস্তবায়ন ও প্রতিযোগিতার সুফল ভোক্তা সাধারণের নিকট পৌঁছে দিতে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, বাজার সংশ্লিষ্ট অভিযোগসমূহের বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পাদন সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য শর্ত। এক্ষেত্রে বাজার সংক্রান্ত অভিযোগের বস্তুনিষ্ঠ **"অনুসন্ধান ও তদন্ত"** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাজারে বিদ্যমান মনোপলি, ওলিগোপলি, ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডসমূহ অনুসন্ধান ও তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে **"অনুসন্ধান ও তদন্ত"** কার্যক্রম। বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিঘ্নিত হলে অথবা বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকলে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কমিশন বরাবরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সংক্ষুব্ধ যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের নির্দেশে **"অনুসন্ধান ও তদন্ত"** কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কমিশনের **"অনুসন্ধান ও তদন্ত নির্দেশিকা"** এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ ও কমিশনের বিদ্যমান প্রবিধানের সাথে অভিযোজনের পাশাপাশি অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে ICN, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, হংকং, সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা আইন এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত নির্দেশিকা পর্যালোচনান্তে কমিশনের জন্য **"অনুসন্ধান ও তদন্ত নির্দেশিকা"** (Inquiry & Investigation Guideline) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। দক্ষ ও সুচারুরূপে অনুসন্ধান ও তদন্তকার্য সম্পাদনের পাশাপাশি এর গুণগত উৎকর্ষ সাধন ও ন্যায়বিচার ত্বরান্বিত করতে নির্দেশিকাটি সহায়ক হবে মর্মে প্রতীতি জন্মে।

৮.৫.১ "অনুসন্ধান ও তদন্ত নির্দেশিকা" এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

সর্বমোট ০৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত "অনুসন্ধান ও তদন্ত নির্দেশিকা" টিতে অনুসন্ধান ও তদন্ত সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল :

১ম অধ্যায়:

এ অধ্যায়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পর্কিত প্রাথমিক বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমকে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর আলোকে সংজ্ঞায়িত করার পাশাপাশি তাদের লক্ষ্য (Vision) ও উদ্দেশ্য (Mission) বর্ণিত হয়েছে।

তদুপরি, অনুসন্ধান ও তদন্ত নির্দেশিকা প্রয়োগের ক্ষেত্র ও মানদণ্ড, নির্দেশিকার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। নির্দেশিকাটিতে অনুসন্ধান ও তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে:

- ❖ নিরপেক্ষ ও কুসংস্কারমুক্ত
- ❖ অনুসন্ধিৎসু
- ❖ প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন
- ❖ অর্থনীতি, আইন ও বাজার সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী
- ❖ বিশ্লেষণ ক্ষমতা
- ❖ সততা ও নিষ্ঠা

এতদ্ব্যতীত, বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৬ ধারার বিধানমতে তদন্তকালে তদন্তাধীন তথ্য প্রকাশের বিধি-নিষেধের বিষয়েও নির্দেশিকাটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

২য় অধ্যায়:

অভিযোগের অনুসন্ধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা তদন্তের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। **"অনুসন্ধান"** সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এ অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। অভিযোগের উপাদান, অনুসন্ধানের স্তর বা ধাপসমূহ, অনুসন্ধান ডায়েরী, অনুসন্ধানের বিবেচ্য বিষয়াদি (Theory), তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহ, সম্ভাব্য ফলাফল ও প্রতিবেদন দাখিল ইত্যাদি এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান আলোচিত বিষয়। অনুসন্ধান কর্মকর্তা প্রতিটি কর্মকান্ড দৈনন্দিন ভিত্তিতে এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম সমাপ্তির পর পূর্ণ পরিকল্পনা অনুসন্ধান ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করবেন। কমিশনের অনুসৃত প্রবিধানের ৮ বিধিমতে, অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা ১৫ দিন। একই প্রবিধানের ১১ বিধিমতে, অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখা আবশ্যক মর্মে নির্দেশিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে :

০১. অনুসন্ধান কর্মকর্তা/দল অনুসন্ধান কার্য সমাপ্তির পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনের চেয়ারপার্সন বরাবর দাখিল করে অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগকে অবহিত করবে;

০২. প্রতিবেদন দাখিলের সময় ন্যায়বিচারের নীতি (Principle of Justice) এবং প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুসরণ করতে হবে;

০৩. অনুসন্ধান কর্মকর্তা বা অনুসন্ধানদল উক্ত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলীর উল্লেখ করবে, যথা :

(ক) অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(খ) অনুসন্ধান কার্যক্রম কীভাবে সম্পাদন করা হয়েছে তার বিবরণ;

(গ) বিবেচ্য পণ্য বা সেবার বাজারের বর্ণনা;

(ঘ) আনীত অভিযোগের সাথে অন্য কোন আইনের বিধানাবলীর সংশ্লিষ্টতা বা সাংঘর্ষিকতা রয়েছে কিনা;

(ঙ) আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি (যদি থাকে);

(চ) আনীত অভিযোগের সাথে প্রতিযোগিতা আইনের প্রাথমিক সত্যতা (Prima facie) আছে কিনা, থাকলে উহা কোন ধারার অধীন; এবং

(ছ) মতামত প্রদান।

৩য় অধ্যায়:

অভিযোগের তদন্ত সম্পাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য বিষয়। সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্তকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে "তদন্ত" সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয়াদি এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৮(১) (খ) ধারা এবং কমিশনের অনুসৃত প্রবিধির ১৬ বিধিমতে, প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অনুসন্ধানের পর যুক্তিসঙ্গত তথ্যের ভিত্তিতে কমিশন তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারে। কমিশন স্ব-প্রণোদিতভাবে অথবা অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা (prima facie) প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো কর্মকর্তাকে অথবা অনধিক ৩ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে দল গঠনপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের লক্ষ্যে তদন্তের দায়িত্ব দিতে পারে।

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৮(৩) ধারা এবং অনুসৃত প্রবিধানের ১৬ বিধিমতে, প্রতিযোগিতা বিরোধী অভিযোগের তদন্তের জন্য Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে কমিশন বা ক্ষেত্রমত, চেয়ারপার্সন বা কোনো সদস্যও এ ধারার অধীন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন:

০১. কোনো ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

০২. কোনো দলিল উদঘাটন ও উপস্থাপন করা

০৩. তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

০৪. কোনো অফিস হতে প্রয়োজনীয় কাগজাদি বা তার অনুলিপি তলব করা;

০৫. সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলিল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নোটিশ জারী করা; এবং

০৬. এ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যেকোনো বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

তদন্ত সম্পর্কিত কেস ডায়েরী সংরক্ষণ ও তা লিপিবদ্ধকরণে তদন্ত কর্মকর্তার করণীয়, কেস ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করা যাবেনা এমন বিষয়াদি ও তদন্তের প্রকারভেদ বর্ণনার পাশাপাশি তদন্তের ক্ষেত্রে "ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ" (Theory) এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। কমিশনের অনুসৃত প্রবিধানের ২৪ বিধিমতে, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময় অনুযায়ী তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি এবং প্রতিবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখা আবশ্যক:

০১ তদন্তকালে প্রাপ্ত তথ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত সম্পন্নকরণের জন্য বিন্যাসকরণ;

০২. অধিকতর সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে সত্যতা প্রমাণ;

০৩. সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে অভিযুক্তদের বিচারের জন্য স্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করা;

০৪. তদন্ত প্রতিবেদনে অন্যান্যের সাথে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলীর উল্লেখ থাকবে :

ক. পটভূমি

খ. অভিযোগের বর্ণনা

গ. থিওরি নির্ধারণ

ঘ. তদন্ত কৌশল

ঙ. মার্কেট প্লেয়ারদের বিবরণ

চ. সংশ্লিষ্ট বাজার নির্ধারণ

ছ. প্রাসঙ্গিক বাজারের বর্ণনা

জ. বিদ্যমান বাজারে প্রতিযোগিতার বিরূপ প্রভাবের বর্ণনা

ঝ. Market Concentration নির্ধারণ

ঞ. বাজারে প্রতিযোগীদের অবস্থান নির্ধারণ

ট. অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ঠ. অভিযোগের পক্ষে/বিপক্ষে মার্কেট প্লেয়ারদের বক্তব্য/আপত্তি, রেগুলেটরি/আইনি বিবরণ

ড. প্রতিযোগিতা আইনের সংশ্লিষ্টতা

ঢ. যৌক্তিকতা

ণ. মতামত

০৫. বিভ্রান্তিকর শব্দ বা বাক্য পরিহারপূর্বক সহজ ও সাবলীল ভাষায় তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে;

০৬. আইনের লঙ্ঘন হয়েছে কিনা, হলে তা কোথায় কোথায় লঙ্ঘিত হয়েছে, তা মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ;

০৭. সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া গেলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করা;

০৮. তদন্তের মতামত সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে কারণ তা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রয়োগের মানদণ্ড হিসেবে পরিগণিত হবে;

০৯. তদন্ত প্রতিবেদন সর্বোচ্চ উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ হবে। আবার উন্মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বা সংবেদনশীল তথ্যের গোপনীয়তাও বজায় থাকবে;

১০. প্রতিবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আলামতসহ কেস ডায়েরির অনুলিপি কমিশন বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

১১. তদন্ত প্রতিবেদনে তথ্যের সূত্র উল্লেখ করতে হবে; সূত্র প্রদানে Harvard University Style অনুসরণ করা যেতে পারে;

১২. প্রতিবেদনের প্রতি পৃষ্ঠায় তদন্ত দলের সকল সদস্যের অনুস্বাক্ষর এবং শেষ পৃষ্ঠায় নাম পদবিসহ স্বাক্ষরিত হতে হবে;

১৩. তদন্ত প্রতিবেদন সম্ভব হলে বাঁধাই করে সংযুক্তিসহ প্রদান করতে হবে;

১৪. প্রতিবেদনে Standard Margin থাকবে এবং Font Seize 13 রাখা যেতে পারে;

১৫. তদন্ত প্রতিবেদন Forwarding letter এর মাধ্যমে সীলগালাকৃত খামে কমিশন বরাবরে উপস্থাপন করতে হবে।

৪র্থ অধ্যায়:

অনুসন্ধান ও তদন্তের সাথে সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন: তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, গোপনে তথ্য সংগ্রহসহ তদন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাজিরা, নোটিশ প্রদান, জবানবন্দি গ্রহণ, রেকর্ডভুক্তি ও যৌক্তিকিকরণ, জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল, জবানবন্দি বিশ্লেষণের ফ্লোচার্ট, পিয়ার গ্রুপের সাথে আলোচনা, অন্য সংস্থার নিকট হস্তান্তর, তদন্তের সময়সীমা, প্রতিবেদন দাখিল, তদন্তকার্যে অসহযোগিতার শাস্তি ইত্যাদি বিষয় এ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণ/প্রণয়ন নির্দেশিকার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। উৎকৃষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিবেচ্য প্রতিটি বিষয় এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৫ম অধ্যায়:

বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইনের আওতায় তদন্তে প্রয়োজনীয় Digital Forensic Science এর সংজ্ঞায়ন থেকে শুরু করে তদন্ত প্রতিবেদনে DFS এর গুরুত্ব, ফরেনসিক বিশ্লেষণে ডিজিটাল সাক্ষ্য, ডিজিটাল ডিভাইস সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ, ডিজিটাল ডিভাইস হতে উদঘাটনযোগ্য তথ্য, ঘটনাস্থল হতে ডিজিটাল সাক্ষ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, ডাটা এনক্রিপশন ইত্যাদি বিষয়াদি এ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়:

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বলতে বাজারে বিদ্যমান বিভিন্ন উদ্যোগ, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ফার্ম বা অর্থনৈতিক সত্তার প্রতিযোগিতা বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডের আর্থিক প্রভাব নিরূপণ, লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণ (Cost Benefit Analysis), ক্ষতির তত্ত্ব (Thory of Harm) নির্ধারণ ও সর্বোপরি এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে সার্বিকভাবে ঐ বাজারে আরোপিত প্রভাব ও মাত্রার একটি সাবলীল কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণকে বোঝায়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ মূলত অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন উদ্যোগ, চুক্তি বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের ফলে বাজারে বিদ্যমান অন্যান্য প্রতিযোগী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব অর্থনৈতিক ভিত্তিতে (Economic point of view) নিরূপণ করা হয়। যে কোনো সফল ও সুষ্ঠু তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে উত্তম অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কোনো বিকল্প নেই। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের প্রথম ধাপ হলো প্রাসঙ্গিক বাজার নির্ধারণ যা মূলত একটি Hypothetical Monopolist Test/SSNIP Test (small but significant increase in price) এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সাধারণত দুটি ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক বাজারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

ক) পণ্য বা সেবার বাজার

খ) ভৌগোলিক বাজার

প্রাসঙ্গিক বাজার নির্ধারণ করার সময় বাজারের সরবরাহ ও যোগান এ দুটি মাত্রাকেই বিবেচনা করা হয়।

Hypothetical Monopolist Test/SSNIP Test পরিচালনাকালে সাধারনত নিচের এলগরিদমে উল্লিখিত পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়:

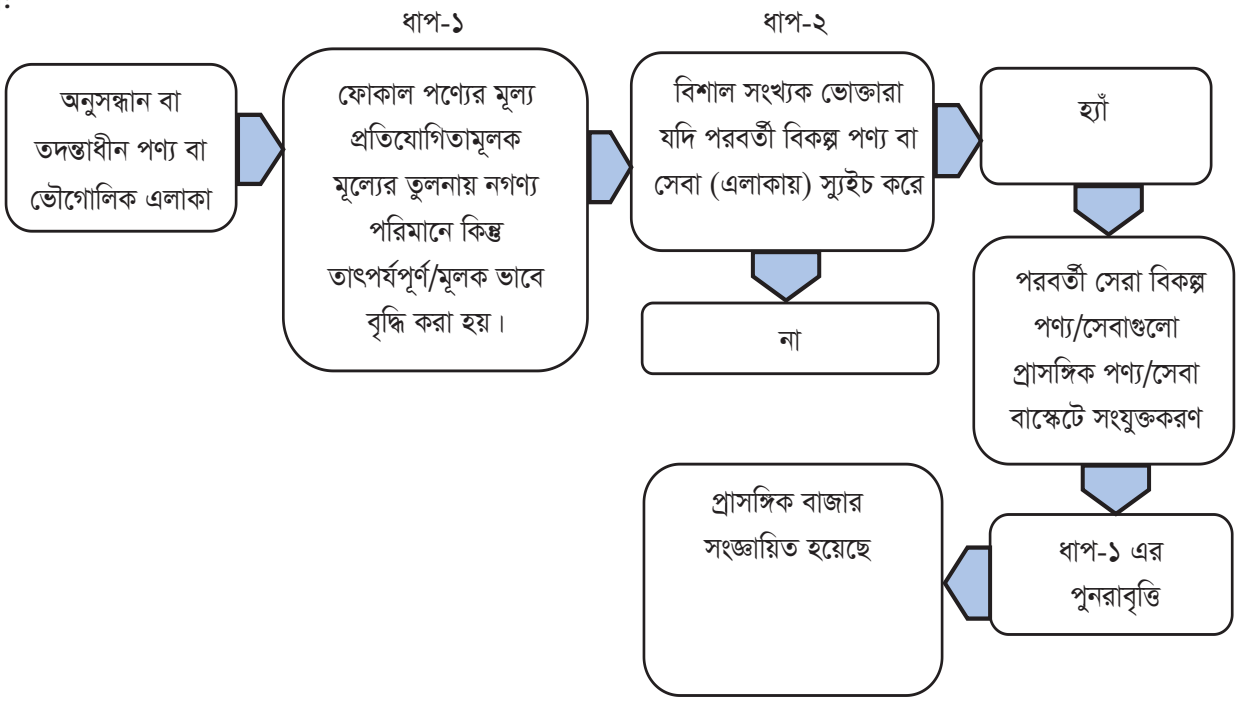

একবার প্রাসঙ্গিক বাজার নির্ধারণ করা গেলে সহজেই সে বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় এবং তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হয়। প্রাসঙ্গিক বাজার নির্ধারণ করার পরবর্তী ধাপ হলো বাজারের স্টেকহোল্ডার নির্ধারণ ও তাদের মার্কেট শেয়ার নির্ণয়। বাজার সংক্রান্ত ও বিশেষত স্টেকহোল্ডারদের তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন (Annual Financial Report), ত্রি-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, বাজার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন বা মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। বাজার ক্ষমতা (Market power) নিরূপণের জন্য দুটি জনপ্রিয় সূচক হল CR4 ও HHI সূচক।

- **CR4 (4-Firm Concentration Ratio):**

  একটি মার্কেটের শীর্ষ ৪ টি মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের যোগফলকেই CR4 বা 4-Firm Concentration Ratio বলা হয়। এটি শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এটি দ্বারা মূলত বোঝা যায় বিবেচ্য বাজারটি,

  ক) অল্প সংখ্যক বড় প্রতিষ্ঠান দিয়ে গঠিত; অথবা

  খ) অধিক সংখ্যক ছোট প্রতিষ্ঠান দ্বারা গঠিত

CR4 নির্ণয়ের সূত্র, $CR4= C_1 + C_2 + C_3 + C_4$;

এখানে, C_i = একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার এবং i= 1, 2, 3, 4 । কোনো মার্কেটের CR4 দ্বারা ঐ মার্কেটের Concentration Level সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। আর কোনো মার্কেটের Level of Concentration ঐ মার্কেটে বিদ্যমান প্রতিযোগিতার মাত্রা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে কাজ করে।

কোনো মার্কেটের শীর্ষ শেয়ারধারী ৪ টি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের পরিবর্তে ৩ টি (CR3), ৫ টি (CR5) কিংবা ৮ টি (CR8) কোম্পানির মার্কেট শেয়ার ব্যবহার করেও Concentration Ratio করা যায়। বাজারে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মার্কেট শেয়ারের আকার অনুযায়ী CR3, CR5 ও CR8 এর মাঝে কোন নির্দেশক ব্যবহার করা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়।

কোনো মার্কেটের Concentration এর মাত্রা সম্পর্কে নিম্নের উল্লিখিত সীমা অনুসরণ করা হয়:

ছক: CR4 এর ভিত্তিতে মার্কেট Concentration এর মাত্রা ও প্রতিযোগিতার মাত্রা

CR4	Market Concentration	Degree Of Competition	Comments
০%	No Concentration	Perfect Competition	মার্কেটে বিদ্যমান সকল প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার সমান।
০% থেকে ৪০%	Low Concentration	Fair Competition to Monopolistic Competition	সীমার অন্তর্ভূক্ত হলে বাজারকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বলা যাবে। ০% এর কাছাকাছি হলে পূর্ণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং ৪০% এর কাছাকাছি হলে মনোপলিস্টিক প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ মার্কেটে বেশি সংখ্যক ক্ষুদ্র মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান।
৪০% থেকে ৭০%	Medium Concentration	Likely Oligopolistic Market To Oligopoly Market	সীমার অন্তর্ভূক্ত হলে উক্ত মার্কেটে ওলিগোপলিস্টিক প্রতিযোগিতা বা সম্ভাব্য ওলিগোপলি বিদ্যমান বলা যায় অর্থাৎ মার্কেটে অল্প সংখ্যক তুলনামূলক বড় মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
৭০% থেকে ১০০%	High Concentration	Oligopoly Market to Monopoly	মনোপলি অথবা ওলিগোপলি; মার্কেটে একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারই যদি উল্লিখিত সীমায় থাকে তবে মার্কেট স্ট্রাকচার মনোপলি; মার্কেটের দুইটি (ডুয়োপলি) বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের যোগফল যদি উলিখিত সীমায় থাকে তবে মার্কেট স্ট্রাকচার ওলিগোপলি।

- **HHI (Herfindahl-Hirschman Index)**

কোন সক্রিয় মার্কেটের শীর্ষ ৪ টি মার্কেট শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ারের বর্গকে যোগ করে প্রাপ্ত যোগফলকে HHI (Herfindahl-Hirschman Index) সূচক বলা হয়। এটি দ্বারাও কোন মার্কেটের Concentration Level সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এটি CR4 এর তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য কারণ বর্গের যোগফল হওয়ার কারণে এটি একটি Standard weighted পরিমাপ। অর্থাৎ বড় মার্কেট শেয়ারে বেশি প্রাধান্য (Weight) এবং ছোট মার্কেট শেয়ারে তুলনামূলক কম প্রাধান্য (Weight) প্রদান করায় এটি আনুপাতিক পরিমাপ হিসেবে অধিক প্রযোজ্য। HHI নির্ণয়ের সূত্র,

$HHI = C_1^2 + C_2^2 + C_3^2 + ,,,,,,,,,,. + C_n^2$

এখানে, C_i = একটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শেয়ার এবং i= 1, 2, 3, ,,,,,,,,, n । কোন মার্কেট যত মনোপলি এর দিকে ধাবিত হবে মার্কেট ঘনত্ব তত বেশি হবে এবং ওই মার্কেটে প্রতিযোগিতার মাত্রা তত কম হবে। সাধারণত কোন মার্কেটের Concentration Level সম্পর্কে ধারণা পেতে নিম্নের ছকে উল্লিখিত সীমা গুলো অনুসরণ করা হয়ঃ

ছক: HHI এর ভিত্তিতে মার্কেট Concentration এর মাত্রা

HHI এর মান	Concentration level
১৫০০ বা ১৫০০ এর কম	Low Concentration
১৫০০ থেকে ২৫০০	Moderate Concentration
২৫০০ এর অধিক	High Concentration

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এর জন্য অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ বিভিন্ন ইকোনোমিক মডেল ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া প্রক্ষেপণের জন্য ব্যবহৃত কিছু কম্পিউটার সফটওয়্যার হলো STATA, SPSS, MINITAB, R.

৮.৫.২ উপসংহারঃ

প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা, ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে থাকে **"অনুসন্ধান ও তদন্ত"** বিভাগ।

beg Aa¨vq

৯. কমিশনের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

৯.১ কমিশনের অর্জন

মার্চ, ২০২০ থেকে পূর্ণাঙ্গ কমিশনের যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোভিড-১৯ এর কারনে কমিশনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হলেও আইন অনুযায়ী কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে কমিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত অর্থবছরে একনজরে কমিশনের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

- কমিশনের নিজস্ব জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;
- তিনটি প্রবিধানমালার চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, অনুসন্ধান, তদন্ত, পুনর্বিবেচনা ও আপিল সংক্রান্ত প্রবিধানমালাটি গেজেট প্রকাশের অপেক্ষায় এবং তহবিল ও সভা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা দুটি সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। জোটবদ্ধতা বিষয়ক প্রবিধানমালার খসড়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে;
- ১০ (দশ) টি মামলার রায়/আদেশ প্রদান করা হয়েছে;
- ২৬ টি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে (২ টি Bid Rigging সহ)। ১৮ টি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানী চলছে;
- বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ১২ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ০৮ টি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে;
- সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশনের ৫৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে ৬২ টি বিষয়ে (আইন, বিধিমালা ও প্রশাসনিক) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- UNCTAD, ICN ও OECD-GFC এর সাথে কমিশনের সম্পৃক্ততা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশন ০৮ টি কর্মসূচীতে সরাসরি Written Contribution এর মাধ্যমে এবং ৪২ টি কর্মসূচীতে জুমে অংশগ্রহণ করেছে;
- কমিশন ICN Bridging Project কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় US Federal Trade Commission ও Department of Justice এর AntiTrust Division কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান করছে;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের সহযোগিতায় UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- Japan Fair Trade Commission (JFTC) এবং Korea Fair Trade Commission (KFTC) এর সঙ্গে MoU চূড়ান্ত হয়েছে। Competition Commission of India (CCI) এর সঙ্গে MoU সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান;
- ইউরোপিয়ান কমিশন সহ বিশ্বের ১৩ টি দেশের প্রতিযোগিতা আইন ও বিধিবিধান এবং ICN এর ৫ টি Working Group এর Work Product সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য অনুসরণযোগ্য উল্লেখযোগ্য বিধান/বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে;
- বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার ডাটাবেজ তৈরীর সুবিধার্থে ৪৭ টি পণ্য ও ১৬ টি সেবার বাজার সমীক্ষা (Market Study) চলমান রয়েছে; তন্মধ্যে ১০ টি পণ্যের সমীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে।

৯.২ চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। বাজার অর্থনীতির যুগে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তা বজায় রাখা বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশন বর্তমানে যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সেগুলো হচ্ছেঃ

৯.২.১ দেশব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিযোগিতা সংস্কৃতি গড়ে তোলা: দেশের সাধারণ জনগণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণী পেশার অধিকাংশ মানুষের কাছে এখনো প্রতিযোগিতা আইন এবং প্রতিযোগিতা

কমিশনের কার্যপরিধি তেমন একটা পরিচিতি লাভ করেনি। এ বিষয়ে দেশব্যাপী ব্যাপক এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সর্বত্র প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা কমিশনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৯.২.২ **আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন:** প্রতিযোগিতা আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য ভোক্তা, ব্যবসায়ী, সাধারণ জনগণ ও সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এছাড়াও, মাঠ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতাও একান্তভাবে কাম্য।

৯.২.৩ **মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি:** কমিশনের জনবলের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে বিদেশে নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। একটি কার্যকর ও গতিশীল কমিশনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই।

৯.২.৪ **তথ্য ভান্ডার স্থাপন:** প্রতিযোগিতা আইনটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্য ও সেবার তথ্য ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে সঠিক সময়ে দ্রুততার সাথে অপরাধ এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে, আধুনিক সফটওয়্যার ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার না থাকার কারণেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়।

৯.২.৫ **ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড মোকাবিলা:** দেশের ক্রমবিকাশমান ই-কমার্সের প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কমিশনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৯.২.৬ **ফরেনসিক এনালিসিস, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত টুলস প্রণয়ন:** বাজারে বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ড চিহ্নিত করা সহ আলামত ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও ফরেনসিক এনালিসিস, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত টুলস প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এতে তদন্তের প্রক্রিয়া আরও সহজ ও বেগবান হবে।

৯.৩ করণীয়

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কাজের গতিশীলতার জন্য কতিপয় করণীয় উত্থাপন করা হলঃ

৯.৩.১ **আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন:** প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ কে আরও যুগোপযোগী ও ভোক্তাবান্ধব করার লক্ষ্যে উক্ত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন প্রয়োজন। বিশেষ করে বৈশ্বিক উত্তম চর্চার আলোকে Dawn Raid, Damage Compensation, Leniency সহ ইত্যাদি বিষয়াদি সংযোজন করা প্রয়োজন।

৯.৩.২ **বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন:** এ যাবৎ কমিশনের ০২ (দুই) টি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কমিশনকে গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৯.৩.৩ **জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণ:** কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম Need Based জনবল কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৯.৩.৪ **জনবলের উত্তম প্রশিক্ষণ:** কমিশনের কর্মচারীদের আইন ও বিধি বিধান এবং অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে কর্মচারীগণ কমিশনকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদানে সক্ষম হবেন। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মচারীগণের বিদেশে প্রশিক্ষণেরও সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ট্রেনিং মডিউল তৈরি করা প্রয়োজন।

৯.৩.৫ **দেশব্যাপী এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম জোরদারকরণ:** প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আইনের সুফল এবং কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা ও উপজেলা সহ দেশব্যাপী ব্যাপক অবহিতকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। এছাড়া সকল অংশীজন সমন্বয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার/মতবিনিময় সভা ইত্যাদি আয়োজন করতে হবে।

৯.৩.৬ **কমিশনের নিজস্ব হটলাইন চালু করা:** দেশের জনসাধারণ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকূলে কমিশনের সেবা কার্যক্রম সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে একটি হটলাইন চালু করা প্রয়োজন।

৯.৩.৭ তথ্য ভান্ডার স্থাপনঃ প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট (সেক্টর ভিত্তিক) ধারাবাহিক ও হালনাগাদ তথ্য প্রয়োজন। গবেষণা, অনুসন্ধান, তদন্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয় ভিত্তিক বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে একটি সফটওয়ার ভিত্তিক আধুনিক ও সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে।

৯.৩.৮ মার্কেট মনিটরিং চালুকরণঃ বাজারে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য/সেবার মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে যাচাই এবং বাস্তব তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিশনের মার্কেট মনিটরিং ও মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শাখা চালু করা প্রয়োজন।

৯.৩.৯ অনুসন্ধান ও তদন্ত গাইডলাইন প্রণয়নঃ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের খসড়া অনুসন্ধান ও তদন্ত গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অতি দ্রুত এ কার্যক্রম চূড়ান্ত করে গাইডলাইন অনুসারে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।

৯.৩.১০ "Competition Compliance Guideline/ Manual for Enterprises" প্রণয়নঃ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর আলোকে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় এবং আইন প্রতিপালনের সুফলসমূহ সন্নিবেশ করে "Competition Compliance Guideline/ Manual for Enterprises" প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী।

৯.৩.১১ বাজার নির্ধারণ (Market Definition) সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরিঃ প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড চিহ্নিত ও নির্মূলের জন্য পণ্য ও সেবার বাজার নির্ধারণের লক্ষ্যে গাইডলাইন তৈরি করা অত্যন্ত জরুরী।

৯.৩.১২ কর্তৃত্বময় অবস্থান ও মার্জার-একুইজিশনের Threshold নির্ধারণঃ বিশ্বের অনেক দেশেই কর্তৃত্বময় অবস্থান ও মার্জার-একুইজিশনের Threshold নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার ও মার্জার-একুইজিশনের Threshold নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৯.৩.১৩ ডিজিটাল ইকোনোমির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাঃ ডিজিটাল ইকোনোমির চলমান অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ না করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ বা নির্মূলের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৯.৩.১৪ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদনঃ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন দেশের উত্তম চর্চা (Best Practice), নতুন নতুন কর্মকৌশল এবং অভিজ্ঞতাসমূহ নিজস্ব পরিমণ্ডলে যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ও সফর বিনিময় এবং MoU সম্পাদনের মাধ্যমে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯.৩.১৫ সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের সাথে কার্যক্রম বৃদ্ধিঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বাংলাদেশ টেলিরেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/বিধিবদ্ধ সংস্থার সঙ্গে কমিশনের সহযোগিতামূলক ও পরামর্শমূলক কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

৯.৩.১৬ নিজস্ব ভবন তৈরীঃ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০১৭ সাল থেকে ভাড়া ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে ভবন ভাড়া বাবদ বছরে সরকারের এক কোটি টাকারও অধিক অর্থ ব্যয় হচ্ছে। পাশাপাশি কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায়ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারের অর্থের সাশ্রয় এবং কমিশনের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য কমিশনের একটি নিজস্ব ভবন প্রয়োজন।

৯.৩.১৭ "Strengthening of the Bangladesh Competition Commission" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নঃ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে "Strengthening of the Bangladesh Competition Commission" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছিল। সরকার বা অন্য কোনো দাতা সংস্থার কাছ থেকে এখনো আর্থিক সহযোগিতার নিশ্চয়তা না পাওয়ায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

`kg Aa¨vq

বিবিধ

১০.১ মুজিব কর্নার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিব বর্ষ ২০২১ কে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যালয়ে সম্মানিত চেয়ারপার্সন এঁর কক্ষের সামনে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ছবি এবং বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন বই কর্নারটিতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যালয়ে স্থাপিত মুজিব কর্নারের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময়ে কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, বিজ্ঞ সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম সহ কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যালয়ে স্থাপিত মুজিব কর্নারের শুভ উদ্বোধন করছেন
মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

১০.২ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নঃ

তথ্য প্রাপ্তি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ডকে আরো কার্যকর করা যায়। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কমিশন জনগণের ক্ষমতায়নে অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্বাসী। কমিশনের একজন কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং তা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব শেখ রুবেল লাইব্রেরীয়ান, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	ফোন: মোবাইল: +৮৮-০১৭৬৮১৭৯৭৭৩ ই-মেইল: shekhrubeldu@gmail.com	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা। www.ccb.gov.bd
আপিল কর্তৃপক্ষ	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক উপপরিচালক ও চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	ফোন: ০২-৫৮৩১৫৫৮৭ মোবাইল: ০১৭০৭০৬৬৬৬৯ ই-মেইল: malekshishir@gmail.com	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা। www.ccb.gov.bd

১০.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও জিআরএস

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও জিআরএস বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। কমিশনে একটি অভিযোগ বাক্স রয়েছে যেখানে কমিশনের কোন কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণ অভিযোগ জমা দিতে পারেন। এছাড়া কমিশনের ওয়েবসাইটে অভিযোগ কর্নার সংযোজন করা হয়েছে।

১০.৪ কোভিড-১৯ সময়কালীন কমিশনের কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক করোনাকালীন অফিস কার্যক্রম পরিচালনা, মামলার শুনানী, অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজ পরিচালনা, গবেষণা কার্যক্রম, এ্যাডভোকেসি ও প্রচার কার্যক্রমসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মাস্ক পরা, হাত স্যানিটাইজ করা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করছেন। এছাড়াও, ক্ষেত্র বিশেষে ভার্চুয়াল সভা আয়োজনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১০.৫ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জিঃ

২০২১-২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নোক্ত সারণীতে উল্লেখ করা হল:

ক্রঃ নং	তারিখ	কার্যক্রম
০১	০৫ জুলাই ২০২১	"বাজার কাঠামো" বিষয়ক জুম মিটিং
০২	০৭-০৯ জুলাই ২০২১	UNCTAD এর Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Competition Law and Policy-র ১৯তম সভা সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণ
০৩	২৮ জুলাই ২০২১	UNCTAD এর Global Initiative Towards Post-Covid-19 Resurgence of the MSME Sector প্রজেক্টের অংশ হিসেবে একটি সভায় অংশগ্রহণ
০৪	০৪ আগষ্ট ২০২১	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত (ডেপুটেড কর্মকর্তাগণের) ইন হাউজ প্রশিক্ষনের অংশ হিসেবে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সম্পর্কে জুম প্লাটফর্মে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের।

ক্র: নং	তারিখ	কার্যক্রম
০৫	০৮ আগষ্ট ২০২১	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে নবনিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ যোগদানের পর তাদেরকে নিয়ে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা আয়োজন।
০৬	১৫ আগষ্ট ২০২১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে অনলাইনে (Zoom App) সংযুক্ত হয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ
০৭	১৬ আগষ্ট ২০২১ হতে ১৮ আগষ্ট ২০২১	"ICN Investigation Techniques" বিষয়ে নব যোগদানকৃত ও কমিশনের সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কর্মশালা আয়োজন
০৮	১৬ আগষ্ট ২০২১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ স্মরণে আলোচনা সভা আয়োজন।
০৯	১৮ আগষ্ট ২০২১	র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এর বিরুদ্ধে এম এস সিদ্দিক এন্ড কোং ও অন্যান্য ১০ টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিষয়ে বিজ্ঞ কমিশন বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ
১০	২৫ আগষ্ট ২০২১	অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ICN কর্তৃক আয়োজিত Webinar এর Guideline বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
১১	২৯ আগষ্ট ২০২১	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন
১২	০১ সেপ্টেম্বর ২০২১	Topic: Competition Law - Heralding Economic Growth" Day One - Online Session
১৩	০২ সেপ্টেম্বর ২০২১	ICN Pre-Workshop Webinar
১৪	০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	ভোজ্য তেলের বাজারে সাম্প্রতিককালে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান সংক্রান্ত সভা
১৫	০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	চিনির বাজারে সাম্প্রতিককালে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ উদ্‌ঘাটন সংক্রান্ত সভা
১৬	০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১	Session I: Investigative Planning & Process
১৭	০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১	এশিয়ান টিভিতে লাইভ টকশো তে চেয়ারপার্সন মহোদয়ের অংশগ্রহণ
১৮	১২ সেপ্টেম্বর ২০২১	ডিএনএস সফটওয়্যার লিমিটেড কর্তৃক (১) রবি এজিয়াটা লিমিটেড (২) গ্রামীণফোন লিমিটেড এবং (৩) ভ্যালু ফার্স্ট ডিজিটাল মিডিয়া বাংলাদেশ এর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে বিজ্ঞ কমিশন বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল
১৯	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১	Bangladesh Terry Towel & Linen Manufactures & Exporters Association কর্তৃক বস্ত্রকল মালিকদের বিরুদ্ধে দেশিয় সুতার অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য দাবীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে মতামত দাখিল
২০	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১	Session II: Developing Reliable Evidence - Documents & Data
২১	১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন
২২	১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১	চ্যানেল আই-তে সন্ধ্যা ৭ টায় ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ
২৩	১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১	একাত্তর টিভি-তে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ইভ্যালির বিরুদ্ধে গৃহিত কার্যক্রম বিষয়ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

ক্র: নং	তারিখ	কার্যক্রম
২৪	২১ সেপ্টেম্বর ২০২১	ই-কর্মাস সেক্টরের সাম্প্রতিক কার্যক্রম সংক্রান্ত সভা
২৫	২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে উপস্থাপন।
২৬	২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১	Session III: Developing Reliable Evidence – Interviews
২৭	২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১	অস্বাভাবিক ডিসকাউন্ট, লোভনীয় অফার এবং বৈষম্যমূলক বা কৃত্রিমভাবে হ্রাসকৃত মূল্যে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় প্রতিরোধ বিষয়ক গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার
২৮	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	কমিশনের পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী স্থাপন এবং প্রতিযোগিতা বিষয়ক বই, প্রকাশনা ইত্যাদির পাশাপাশি লাইব্রেরীতে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির পিতার জীবন ও কর্ম সম্বলিত বই সংগ্রহ।
২৯	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১	"প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে Economic Reporters Forum এর ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন
৩০	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১	অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজন
৩১	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১	Session IV: International Cooperation
৩২	৩ থেকে ৭ অক্টোবর ২০২১	UNCTAD এর চতুর্বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ
৩৩	৭ অক্টোবর ২০২১	"Analysis of Inquiry report of selected jurisdictions: Lessons for BCC" বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন।
৩৪	১০ অক্টোবর ২০২১	সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) হালনাগাদ করার জন্য পর্যালোচনা সভা আয়োজন।
৩৫	১৩-১৫ অক্টোবর ২০২১	ICN এর বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ
৩৬	১৫ অক্টোবর ২০২১	ICN -এর ভার্চুয়াল কনফারেন্স এর ৩য় দিনে ICN সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ে ৪-৫ মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান
৩৭	১৮ অক্টোবর ২০২১	শেখ রাসেল দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল।
৩৮	২৩ অক্টোবর ২০২১	পটুয়াখালী জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অবহিতকরণ সভা
৩৯	২৪ অক্টোবর ২০২১	"ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক বরিশাল বিভাগীয় সেমিনার
৪০	০২ নভেম্বর ২০২১	Virtual ICN Promotion & Implementation Workshop Webinar এ প্রশিক্ষণের আলোকে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ Lesson Learning, Project Formation এবং Investigation Guideline Framework এর উপর Presentation আয়োজন
৪১	০৮ নভেম্বর ২০২১	Invitation to Peer Review of Eurasian Economic Union (EAEU) বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ
৪২	১১ নভেম্বর ২০২১	পণ্য ও সেবার স্টাডি এবং ডাটাবেজ প্রণয়ন সম্পর্কিত কর্মশালা, ২০২১ আয়োজন।

ক্র: নং	তারিখ	কার্যক্রম
৪৩	১৭-১৯ নভেম্বর ২০২১	২০২১ ICN Cartel Workshop সেমিনারে অংশগ্রহণ
৪৪	১৮-১৯ নভেম্বর ২০২১	OECD Online workshop on Regulatory barriers to competition in professional services 18-19 November 202 এ অংশগ্রহণ
৪৫	২৩ নভেম্বর ২০২১	Ad hoc Expert Meeting on Competition Law and Policy: Cross-border Cartels এ অংশগ্রহণ
৪৬	০১-০৩ ডিসেম্বর ২০২১	UNCTAD কর্তৃক আয়োজিত Global Events এ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ
৪৭	০২ ডিসেম্বর ২০২১	'মার্জার প্রবিধান প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন।
৪৮	০৬ -০৮ ডিসেম্বর ২০২১	20th OECD Global Competition Forum এ অংশগ্রহণ
৪৯	০৯ ডিসেম্বর ২০২১	'মার্জার প্রবিধান প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন।
৫০	১৩ ডিসেম্বর ২০২১	6th Meeting of High Level Representatives of Asia-Pacific Competition Authorities এ অংশগ্রহণ
৫১	১৩ ডিসেম্বর ২০২১	ICN Spotlight: Future direction of competition enforcement in the digital economy বিষয়ক ওয়েবিনার এ অংশগ্রহণ
৫২	১৪ ডিসেম্বর ২০২১	রাসায়নিক সারের বাজারে কৃত্রিম সংকটের কারণ অনুসন্ধান ও কার্টেলের অস্তিত্ব পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা
৫৩	১৫ ডিসেম্বর ২০২১	KFTC-The Virtual International Competition Workshop এ অংশগ্রহণ
৫৪	১৬ ডিসেম্বর ২০২১	১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ সকাল ০৮:০০ টায় কমিশন কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং ০৪:৪০ টায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কর্তৃক পরিচালিত শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের নিমিত্ত কমিশন কার্যালয়ে আয়োজন।
৫৫	২০ ডিসেম্বর ২০২১	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ক ঢাকা বিভাগীয় সেমিনার
৫৬	২৬ ডিসেম্বর ২০২১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয় দিবস উপলক্ষে কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সমন্বয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।
৫৭	২৮ ডিসেম্বর ২০২১	'মার্জার প্রবিধান প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন।
৫৮	০৬ জানুয়ারি ২০২২	"ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক খুলনা বিভাগীয় সেমিনার আয়োজন
৫৯	০৯ জানুয়ারি ২০২২	"The Fundamentals & Principles of Competition Law" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন।
৬০	১৬ জানুয়ারি ২০২২	"Behavioral Pattern, Manners & etiquette and Health-Hygiene sense of an officer" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন।
৬১	১৮ জানুয়ারি ২০২২	"Workshop on ICN Working Groups" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন

ক্রঃ নং	তারিখ	কার্যক্রম
৬২	২৩ জানুয়ারি ২০২২	বেসরকারি উপদেষ্টা (এনজিএ) সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রত্রিকায় প্রকাশ
৬৩	২৩ জানুয়ারি ২০২২	বেসরকারি উপদেষ্টা (এনজিএ) সম্পৃক্তকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
৬৪	০১ ফেব্রুয়ারী ২০২২	পণ্য ও সেবার ডাটাবেজ তৈরীর জন্য গঠিত টিমের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য জরুরী সভা আয়োজন।
৬৫	০৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২	"Impact of Covid-19 on Micro-small and medium sized enterprises (MSMEs) in Southern Africa: country experiences, with a focus on building back better in Mauritius" বিষয়ক ওয়েবিনেয়ারে অংশগ্রহণ
৬৬	০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২২	Sixth Meeting of Working Group on Modalities of UNCTAD Voluntary Peer Review Exercises বিষয়ক মিটিং এ অংশগ্রহণ
৬৭	১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২	"মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ও বিমানের টিকিট 'সিন্ডিকেট' বন্ধের দাবি" সংক্রান্ত সভা
৬৮	১০ ফেব্রুয়ারী ২০২২	দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত "মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ও বিমানের টিকিট 'সিন্ডিকেট' বন্ধের দাবি" প্রতিবেদন, বিগত ২৩ জানুয়ারী, ২০২২ The Daily Star পত্রিকায় প্রকাশিত "KL for 25 recruiting agencies, Can Dhaka Stick to its no-cap" প্রতিবেদন এবং বিগত ২৫ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে The Daily Star পত্রিকায় "Must resist syndication" প্রতিবেদনের উপর পর্যালোচনা সভা আয়োজন।
৬৯	১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২২	ধামাকা শপিং ডট কম, আলাদীন এর প্রদীপ ডট কম এর কার্যক্রম সম্পর্কে কমিশনের স্ব-প্রণোদিত অভিযোগের বিষয়ে বিজ্ঞ কমিশন বরাবর অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল
৭০	১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২	UNCTAD কর্তৃক সম্পাদিত Voluntary Peer Review সমূহ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের Regional Connectivity Project এর অধীনে The Competition Act, 2012 এর রিভিউ সম্পর্কিত উপস্থাপনা সভা।
৭১	২২ ফেব্রুয়ারী ২০২২	"Meeting on Voluntary Peer Review of the Competition Act, 2012" শীর্ষক সভা আয়োজন।
৭২	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর সাথে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর সম্পর্কিত মতবিনিময় সভা
৭৩	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২	ভোজ্য তেলের বাজার পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা
৭৪	১ মার্চ ২০২২	ICN এর Agency Effectiveness Working Group এর ওয়েবিনার
৭৫	৭ মার্চ ২০২২	'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, ২০২২ জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপনের লক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।
৭৬	১৪ মার্চ ২০২২	বাজারে ভোজ্য তেলের অ-স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কমিশনের স্ব-প্রণোদিত অভিযোগের অনুসন্ধানের লক্ষ্যে গ্লোব এডিবল অয়েল লিমিটেড এর অয়েল রিফাইনারীর কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়
৭৭	১৪ মার্চ ২০২২	বাজারে ভোজ্য তেলের অ-স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কমিশনের স্ব-প্রণোদিত অভিযোগের অনুসন্ধানের সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেড এর কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
৭৮	১৫ মার্চ ২০২২	ICN এর Agency Effectiveness Working Group এর ওয়েবিনার

ক্র: নং	তারিখ	কার্যক্রম
৭৯	১৭ মার্চ ২০২২	Seventh meeting of Working Group on modalities of UNCTAD voluntary peer review exercises এ অংশগ্রহণ
৮০	২১ মার্চ ২০২২	বিকাশ লিমিটেডের সাম্প্রতিক কার্যক্রম সম্পর্কে কমিশনের স্ব-প্রণোদিত অভিযোগের বিষয়ে বিজ্ঞ কমিশন বরাবর অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল
৮১	২৩ মার্চ ২০২২	প্রতিযোগিতা বিরোধী Predatory Pricing বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন
৮২	২৪ মার্চ ২০২২	BIWTA ও লঞ্চ মালিক সমিতিসহ সকল অংশীজনদেরকে নিয়ে আয়োজিত সভা
৮৩	২৯ মার্চ ২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন জোটবদ্ধতা (Combination) প্রবিধানমালা, ২০২২ বিষয়ক খসড়া প্রবিধানমালা পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
৮৪	৩১ মার্চ ২০২২	চলমান অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন
৮৫	০৩ এপ্রিল ২০২২	বাজারে ভোজ্য তেলের অ-স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কমিশনের স্ব-প্রণোদিত অভিযোগের অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
৮৬	০৩ এপ্রিল ২০২২	বাজারে ভোজ্য তেলের অ-স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কমিশনের স্ব-প্রণোদিত অভিযোগের অনুসন্ধানের লক্ষ্যে মেঘনা এডিবল অয়েলস রিফাইনারি লিমিটেড এর কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
৮৭	০৭ এপ্রিল ২০২২	বাজারে ভোজ্য তেলের অ-স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কমিশনের স্ব-প্রণোদিত অভিযোগের অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড এর কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
৮৮	৭ এপ্রিল ২০২২	ICN Agency Effectiveness Working Group (AEWG) এর উদ্যোগে মেক্সিকান ফেডারেল ইকনোমিক কম্পিটিশন কমিশন এর সহযোগিতায় " Agency Effectiveness Post-Covid-19: Lessons learned by competition agencies " একটি ভার্চুয়াল ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ
৮৯	০৭ এপ্রিল, ২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন জোটবদ্ধতা (Combination) প্রবিধানমালা, ২০২২ বিষয়ক খসড়া প্রবিধানমালা পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
৯০	১১ এপ্রিল, ২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন জোটবদ্ধতা (Combination) প্রবিধানমালা, ২০২২ বিষয়ক খসড়া প্রবিধানমালা পর্যালোচনা বিষয়ক সভার আয়োজন
৯১	১৮ এপ্রিল ২০২২	ভোজ্য তেলের অ-স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কমিশনের স্ব-প্রণোদিত অভিযোগের বিষয়ে বিজ্ঞ কমিশন বরাবর অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল
৯২	২৪ এপ্রিল ২০২২	"মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস মার্কেট সমীক্ষা" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
৯৩	২৬ এপ্রিল ২০২২	"দেশের আলুর বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর বিষয়ে ভ্যালিডেশন সেমিনার
৯৪	২৭ এপ্রিল ২০২২	"দেশের পোল্ট্রি ফিড, পশুখাদ্য ও মৎস্য খাদ্য বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
৯৫	০৮-১২ মে, ২০২২	ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনে (Competition Commission of India) প্রশিক্ষণ/ Exposure Visit এ অংশগ্রহণ

ক্রঃ নং	তারিখ	কার্যক্রম
৯৬	১৬ মে ২০২২	"ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন
৯৭	২৪ মে ২০২২	প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সচেতন করা এবং তা বাস্তবায়নে যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরামর্শ সভা আয়োজন
৯৮	২৫ মে ২০২২	কানাডার প্রতিযোগিতা আইন পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল
৯৯	০১ জুন ২০২২	নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অবৈধ মজুত ও অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক একটি জরুরী গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
১০০	০২ জুন ২০২২	নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অবৈধ মজুত ও অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক একটি জরুরী গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
১০১	০২ জুন ২০২২	এমজিএইচ রেস্টুরেন্ট কর্তৃক ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড এর বিরুদ্ধে অভিযোগের পুন:তদন্ত করে বিজ্ঞ কমিশন বরাবর প্রতিবেদন দাখিল
১০২	৭ জুন ২০২২	"মুদ্রণ সামগ্রী (কাগজ, কালি, বোর্ড, ছাপার রেট) বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১০৩	০৭ জুন ২০২২	"Experience sharing of exposure visit to Competition Commission of India" বিষয়ক সেমিনার আয়োজন।
১০৪	০৮ জুন ২০২২	"প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সেক্টর রেগুলেটর সমূহের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার
১০৫	০৯ জুন ২০২২	বাংলাদেশে চামড়ার বাজার সমীক্ষা সংক্রান্ত খসড়া প্রতিবেদন দাখিল
১০৬	০৯ জুন ২০২২	"বাংলাদেশে বেসরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সমীক্ষা" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১০৭	০৯ জুন ২০২২	"বাংলাদেশের এমএস রড এর বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১০৮	১২ জুন ২০২২	চেয়ারপার্সন ও বিজ্ঞ সদসবৃন্দের সাথে বেসরকারি উপদেষ্টা (এনজিএ)-দের পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা আয়োজন।
১০৯	১২ জুন ২০২২	"বাংলাদেশের চিনির বাজার: একটি সমীক্ষা" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১১০	১২ জুন ২০২২	"বাংলাদেশের চামড়ার বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১১১	১৩ জুন ২০২২	পেঁয়াজের বাজারে প্রতিযোগিতা মূল্যায়ন সমীক্ষা সংক্রান্ত খসড়া প্রতিবেদন দাখিল
১১২	১৩ জুন ২০২২	"বাংলাদেশের চালের (মোটা ও সরু) বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১১৩	১৩ জুন ২০২২	"দেশের ঔষধের বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার

ক্রঃ নং	তারিখ	কার্যক্রম
১১৪	১৪ জুন ২০২২	"বেসরকারি স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়: টিউশন ও অন্যান্য ফি এবং ফলাফল সংক্রান্ত পর্যালোচনা"শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১১৫	১৪ জুন ২০২২	"বাংলাদেশে পেঁয়াজের বাজারের সমীক্ষা" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১১৬	১৬ জুন ২০২২	খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মতবিনিময় সভা
১১৭	১৮ জুন ২০২২	রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মতবিনিময় সভা
১১৮	১৯ জুন ২০২২	"ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনার
১১৯	২০ জুন ২০২২	"বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সংস্থাসমূহের আইন পর্যালোচনাপূর্বক উত্তম অনুশীলনসমূহ চিহ্নিতকরণ বিষয়ক" সেমিনার
১২০	২০ জুন ২০২২	"Workshop on ICN Work Product" শীর্ষক কর্মশালা
১২১	২১ জুন ২০২২	"দেশের পোল্ট্রি ফিড, পশুখাদ্য ও মৎস্য খাদ্য বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১২২	২১ জুন ২০২২	"দেশের আলুর বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১২৩	২১ জুন ২০২২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক আলোচনা সভা আয়োজন।
১২৪	২২ জুন ২০২২	"Workshop on ICN Work Product" শীর্ষক কর্মশালা
১২৫	২৩ জুন, ২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (তহবিল) ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা, ২০২২ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (সভা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০২২ শীর্ষক খসড়া প্রবিধানমালা সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন
১২৬	২৩ জুন ২০২২	"বাংলাদেশের এমএস রড এর বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১২৭	২৩ জুন ২০২২	"বাংলাদেশের চালের (মোটা ও সরু) বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১২৮	২৬ জুন ২০২২	"বাংলাদেশের চামড়ার বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১২৯	২৬ জনু ২০২২	"বাংলাদেশের চিনির বাজার: একটি সমীক্ষা" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১৩০	২৭ জুন ২০২২	"বাংলাদেশে পেঁয়াজের বাজারের সমীক্ষা" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১৩১	২৭ জুন ২০২২	"বেসরকারি স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়: টিউশন ও অন্যান্য ফি এবং ফলাফল সংক্রান্ত পর্যালোচনা" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার

ক্রঃ নং	তারিখ	কার্যক্রম
১৩২	২৭-২৮ জুন, ২০২২	"UNCTAD, ESCAP, TCCT Event on Competition and MSME Policies: Strengthening MSMEs Post-COVID-19" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ
১৩৩	২৮ জুন ২০২২	"দেশের ঔষধের বাজার সমীক্ষা" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১৩৪	২৮ জুন ২০২২	"বাংলাদেশে বেসরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সমীক্ষা" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভ্যালিডেশন সেমিনার
১৩৫	২৯ জুন ২০২২	"বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সংস্থাসমূহের আইন পর্যালোচনাপূর্বক উত্তম অনুশীলনসমূহ চিহ্নিতকরণ বিষয়ক" সেমিনার
১৩৬	২৯ জুন ২০২২	"Workshop on ICN Work Products" শীর্ষক কর্মশালা
১৩৭	৩০ জুন ২০২২	"Workshop on ICN Work Products" শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৮৩১৫৪৮৫, ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৫৮৩১৫৫৮৭
ই-মেইল : secretary.ccb2012@gmail.com
www.ccb.gov.bd